পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ৩৪ বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 34, Issue 1684, Saturday, June 06, 2026 FREE www.parichoy.com

তুরস্ককে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল দেওয়ার প্রস্তাব বাংলাদেশের

বিস্তারিত ১২ পৃষ্ঠায়

আরো আছে...

- ইসরায়েলের হামলায় জটিল হলো ট্রাম্পের ইরান-কৌশল - ৫ম পাতায়
- ইরান ‘শক্তিশালী, একই সঙ্গে অহংকারী’ বলে যুদ্ধ বন্ধে চুক্তি করছে না- ৫ম পাতায়
- ইসরায়েলে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালাল ইরান, ট্রাম্পের ‘নিষেধ’ অমান্য করে ইসরায়েলের পাল্টা হামলা- ৬ষ্ঠ পাতায়
- ইরানের সঙ্গে চুক্তি মেনে নেওয়া ছাড়া নেতানিয়াহুর ‘কোনো বিকল্প নেই’- ৬ষ্ঠ পাতায়
- এখনও মোজতবার সঙ্গে দেখা করার সৌভাগ্য হয়নি, তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই: ট্রাম্প -৭ম পাতায়
- সনদনির্ভর নয়, দক্ষ ও কর্মমুখী শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ প্রধানমন্ত্রীর -৮ম পাতায়
- নির্বাচিত হয়েছেন তারেক রহমান, দেশ চালাবে ট্রাম্প প্রশাসন- এটা চলতে পারবে না: আনু মুহাম্মদ -৮ম পাতায়
- নীতি নয়, ইলিশ বোঝে পানির ভাষা; জলবায়ু পরিবর্তনে টিকবে তো বাংলাদেশে জাতীয় মাছ? -৯ম পাতায়

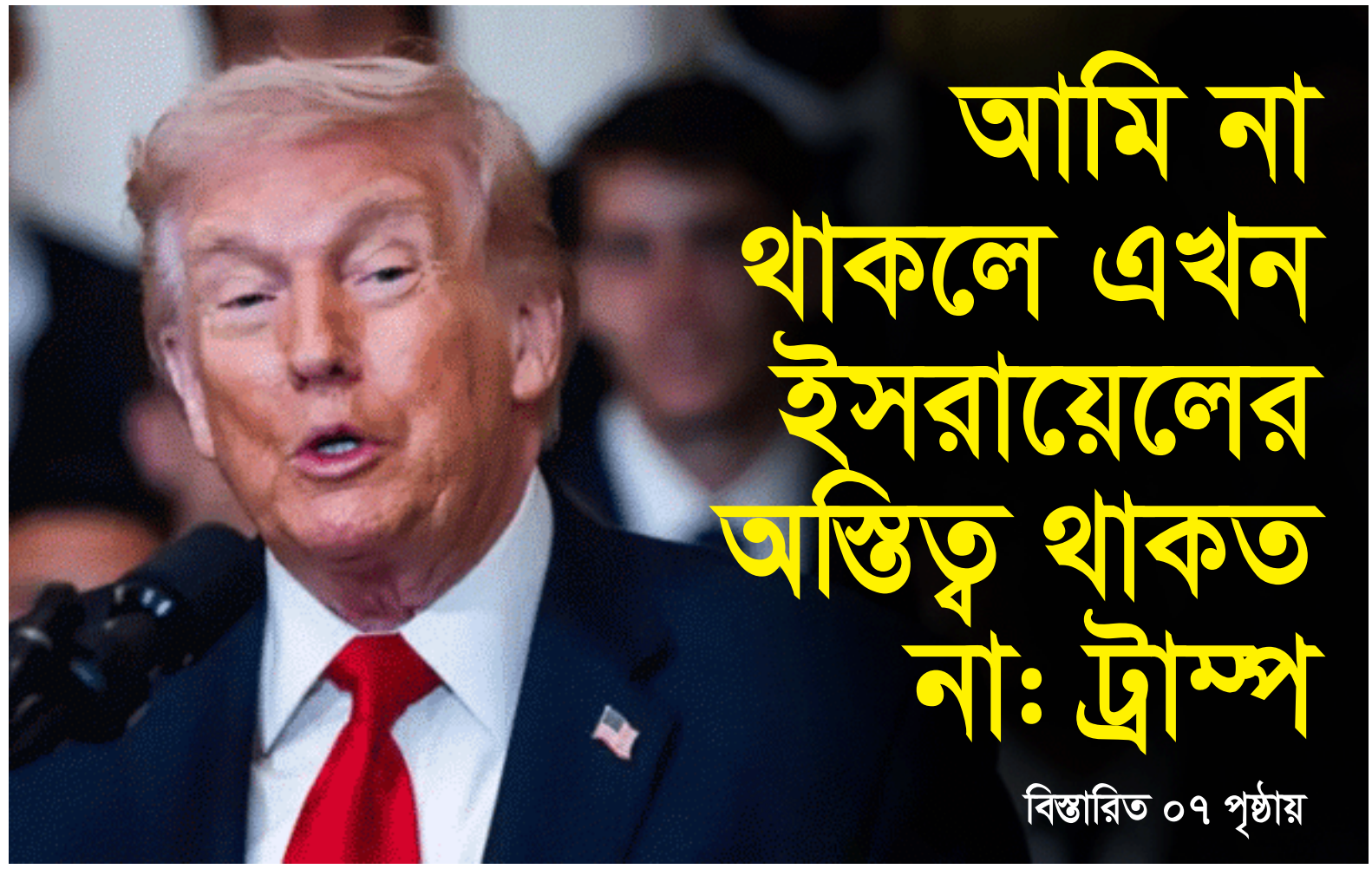

আমি না থাকলে এখন ইসরায়েলের অস্তিত্ব থাকত না: ট্রাম্প

বিস্তারিত ০৭ পৃষ্ঠায়

বিস্তারিত ০৯ পৃষ্ঠায়

বিদেশে বাংলাদেশী ৯৪ শতাংশ নারী শ্রমিক যৌন নির্যাতনের শিকার

আমরা PCA, HHA সার্ভিস দিয়ে থাকি
Aasha Home Care LHCSA
(718) 776-2717
(646) 744-5934

PEOPLE N TECH

A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005

EARN 100K TO 200K PER YEAR

- Selenium Automation Testing
- SQL Server Database Administration
- Business Analyst

PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.

Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu

Washington University of Science and Technology

Authorized Employment Agency by:
NYC Consumer and Worker Protection

Certified Training Institute by:
SCHEN
NYS Education Department Licensed Proprietary School Supervision

If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:

info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

প্রকাশনার গৌরবময় ৩৪ বছর

প্রকাশনার এই ৩৪ বছরে প্রিয় পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা।

আপনাদের ভালোবাসাই আমাদের প্রেরণা।

পরিচয়

BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

কে কি বললেন

● 'সিদ্ধান্ত আমিই নিই, ইরানের সঙ্গে চুক্তি মেনে নেওয়া ছাড়া নেতানিয়াহুর কোনো উপায় নেই': ট্রাম্প- প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প

● বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী সামরিক দেশের বিরুদ্ধে ৪০ দিন লড়াই কোনো সাধারণ বিষয় নয় - ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি

● বর্তমানে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অপব্যবহারের ফলে বাংলাদেশের রাজনীতি এক ভয়াবহ ও উদ্বেগজনক পরিস্থিতির দিকে ধাবিত হচ্ছে - স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী এবং বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর

● পত্রিকার কাটিংয়ের ওপর ভিত্তি করে প্রতিবেদন তৈরি করে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) - বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ

● পুশ ইন এলাউ করছি না, দিল্লিকে ১২-১৩টি চিঠি দিয়েছে ঢাকা - বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ

● মাত্র তিন মাসের ব্যবধানে বিএনপির মন্ত্রীদের দেখলেই জনগণ কেন ভুয়া ভুয়া স্লোগান দিচ্ছে। আগামী ৫ বছরে কী হবে তার জন্য প্রস্তুত থাকুন। অতীত থেকে শিক্ষা নিন- বাংলাদশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

● নির্বাচিত হয়েছেন তারেক রহমান, দেশ চালাবে ট্রাম্প প্রশাসনড়এটা চলতে পারবে না - গণতান্ত্রিক অধিকার কমিটির সদস্য অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ

● সরকার চায় আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকুক - বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা ডা. জাহেদ উর রহমান

ইসরায়েলের হামলায় জটিল হলো ট্রাম্পের ইরান-কৌশল

আল-জাজিরার বিশ্লেষণ

পরিচয় ডেস্ক: ইরানে ইসরায়েলের নতুন হামলা শুরু হওয়ার পর ওয়াশিংটন ও তেহরানের মধ্যে সম্ভাব্য কোনো শান্তিচুক্তি করার কাজটি আরও জটিল হয়ে পড়ল।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভেবেছিলেন, ইরান ও ইসরায়েলের মধ্যকার পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবেন। তিনি আশা করছিলেন, এটি ২০২৪ সালের এপ্রিলের ঘটনার মতো হবে। তখন ইসরায়েল ও ইরান একে অপরের ওপর হামলা চালানোর কয়েক দিনের মধ্যেই উভয় পক্ষ সংযম দেখিয়েছিল। ওই সময় পরিস্থিতি বড় ধরনের সংঘাতে রূপ নেওয়ার আশঙ্কা করা হলেও শেষ পর্যন্ত তা হয়নি।

এবারও একই ধরনের আশা করা হচ্ছে। তবে এবার ইরানে ইসরায়েলের হামলার পর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সামনে এসেছে। কয়েক ঘণ্টা আগে ফিন্যান্সিয়াল টাইমসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেছিলেন, সব সিদ্ধান্ত তিনিই নেন। এখন প্রশ্ন হলো, এ কথার মধ্য দিয়ে তিনি আসলে কী বোঝাতে চেয়েছিলেন?

মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে হওয়া আলোচনায় ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু সম্ভবত স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে ট্রাম্প ইসরায়েলের কাছ থেকে নির্দিষ্ট কিছু পদক্ষেপ দেখতে চাইলেও দেশটির রাজনৈতিক বাস্তবতা ভিন্ন। *বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

এনবিসি নিউজকে ট্রাম্প

ইরান ‘শক্তিশালী, একই সঙ্গে অহংকারী’ বলে যুদ্ধ বন্ধে চুক্তি করছে না

পরিচয় ডেস্ক: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, ইরানের নেতারা অত্যন্ত ‘শক্তিশালী’ ও ‘অহংকারী’। এ কারণেই চলমান যুদ্ধ অবসানের লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কোনো চুক্তিতে পৌঁছাতে তারা এখনো সম্মত হয়নি। তবে ট্রাম্প বলেছেন, শেষ পর্যন্ত একটি চুক্তিতে আসা ছাড়া ইরানের সামনে ‘কোনো বিকল্প নেই’।

যুক্তরাষ্ট্রের উইসকনসিন অঙ্গরাজ্যের চিপেওয়া ফলসে গতকাল শুক্রবার দেওয়া এক *বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

মে মাসে বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতি বেড়ে ৯.৪২%, ঊর্ধ্বমুখী খাদ্য ও খাদ্যবহির্ভূত পণ্যের দাম

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশে নিত্যপণ্যের বাজারে উচ্চমূল্যের চাপ কমছেই না, বরং সাধারণ মানুষের ওপর মূল্যস্ফীতির বোঝা আরও ভারী হচ্ছে। মে মাসে জাতীয় পর্যায়ে সাধারণ (পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট) ভিত্তিতে মূল্যস্ফীতি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯.৪২ শতাংশে। এর আগের মাস এপ্রিলে এই হার ছিল ৯.০৪ শতাংশ।

রোববার (৭ জুন) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) মূল্যস্ফীতির হালনাগাদ এই তথ্য প্রকাশ করেছে।

বিবিএসের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, গত বছরের একই সময়ের তুলনায়ও বর্তমানে মূল্যস্ফীতির চাপ বেশি। ২০২৫ সালের মে মাসে সাধারণ মূল্যস্ফীতির হার ছিল ৯.০৫ শতাংশ।

২.৫১ লাখ কোটি টাকার বাজেট ঘাটতি যেভাবে অর্থায়নের পরিকল্পনা করছে বাংলাদেশ সরকার

পরিচয় ডেস্ক: আসন্ন ২০২৬-২৭ অর্থবছরে উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন খাতের ব্যয় মেটাতে বাজেটের ঘাটতি পূরণে বৈদেশিক উৎস থেকে ১.১৬ লাখ কোটি টাকা এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে ১.৩৫ লাখ কোটি টাকা ঋণ নেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে সরকার। বৈদেশিক ঋণের এই লক্ষ্যমাত্রা চলতি অর্থবছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৮৪ শতাংশ বেশি এবং হাসিনা সরকারের পতনের আগের সর্বশেষ

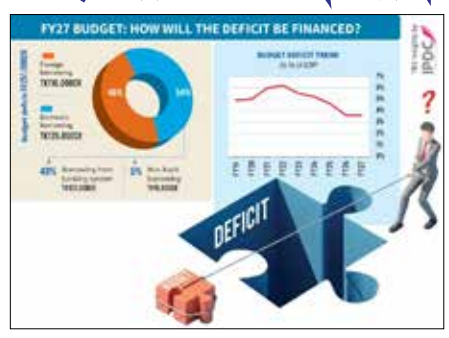

বাজেটে প্রাপ্ত বৈদেশিক সহায়তার চেয়ে ৬৬ শতাংশ বেশি। চলতি অর্থবছরের বাজেটে বৈদেশিক উৎস থেকে ১.০১ লাখ কোটি টাকা ঋণ নেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল। তবে প্রকল্প বাস্তবায়নে গতি না ফেরার পাশাপাশি চাহিদা অনুযায়ী বাজেট সহায়তা পাওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ হওয়ার কারণে, সংশোধিত বাজেটে তা কমিয়ে ৬৩ হাজার কোটি টাকা নির্ধারণ করেছে *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

তারেক সরকারের ১০০ দিনে সারাদেশে ৬০৫ হত্যাকাণ্ড: টিআইবি

পরিচয় ডেস্ক: ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের মাধ্যমে গঠিত বিএনপি সরকারের প্রথম ১০০ দিনে সারাদেশে ৬০৫টি হত্যাকাণ্ড ঘটেছে বলে জানিয়েছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)।

আজ রোববার (৭ জুন) 'নির্বাচন-পরবর্তী সরকারের ১০০ দিন: সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতিবিরোধী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন' শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনে পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে সংস্থাটি।

প্রতিবেদনে টিআইবি *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাজ্যে ২৫ মিলিয়ন ডলারের বাংলাদেশে ‘স্টোলেন অ্যাসেট’ জব্দ

শিগগিরই দেশে আনা হবে: গভর্নর

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাজ্যে ২৫ মিলিয়ন ডলারের ‘স্টোলেন অ্যাসেট’ জব্দ হয়েছে। শিগগিরই এই অর্থ দেশে ফিরিয়ে আনা হবে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর মো. মোস্তাকুর রহমান।

তিনি বলেন, বিদেশে পাচার হওয়া সম্পদ বা ‘স্টোলেন অ্যাসেট’ রিকভারি কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে যুক্তরাজ্যে ২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সম্পদ জব্দ করা হয়েছে এবং তা দ্রুতই দেশে ফিরিয়ে আনা হবে।

সোমবার (৮ জুন) দুপুর ১২টায় বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে *বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

সম্পাদক: নাজমুল আহসান
Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

ইসরায়েলে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালাল ইরান, ট্রাম্পের ‘নিষেধ’ অমান্য করে ইসরায়েলের পাল্টা হামলা

পরিচয় ডেস্ক: দক্ষিণ লেবাননে চলমান হামলা বন্ধ না করলে পাল্টা আক্রমণের সম্মুখীন হতে হবে বলে সতর্ক করার পরই ইসরায়েলে মিসাইল হামলা চালিয়েছে ইরান।

জবাবে ইরানেও পাল্টা হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল। মধ্য ও পশ্চিম ইরানের সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালানোর দাবি করেছে ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ)।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সংযম প্রদর্শনের আহ্বান উপেক্ষা করেই এ হামলা চালাল ইসরায়েল। ব্যালিস্টিক মিসাইল দিয়ে এ হামলা চালানো হয়েছে বলে জানিয়েছে ইরানের ইসলামি বিপ্লবী গার্ড বাহিনী (আইআরজিসি)।

এর আগে টেলিগ্রামে একাধিক পোস্টে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী জানায়, রোববার স্থানীয় সময় রাত ১০টার দিকে ইসরায়েলকে লক্ষ্য করে কয়েক দফা হামলা চালানো হয়। এতে সারা দেশের বিভিন্ন স্থানে সাইরেন বেজে ওঠে।

ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর দাবি, তারা এখন পর্যন্ত ইরান থেকে আসা সব মিসাইল রুখে দিয়েছে। হামলার প্রায় এক ঘণ্টা পর হোম ফ্রন্ট কমান্ড বাসিন্দাদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল থেকে বের হওয়ার পরামর্শ দেয়। ইরানের গণমাধ্যমে প্রচারিত এক বিবৃতিতে আইআরজিসি নিশ্চিত করেছে যে তারা ব্যালিস্টিক মিসাইল দিয়ে ইসরায়েলের

রামাত ডেভিড বিমানঘাঁটি লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে। দক্ষিণ লেবাননের টায়ার ও নাবাতিহ অঞ্চলের নিপীড়িত জনগণের ব্যাপক হত্যা ও বাস্তুচ্যুতির জবাবে এই হামলা চালানো হয়েছে বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়।

আইআরজিসির বিবৃতিতে আরও বলা হয়, আজ রাতের অভিযান ছিল একটি সতর্কবার্তা। যদি এই আগ্রাসনের পুনরাবৃত্তি হয়, তবে এর জবাব হবে আরও ব্যাপক এবং এই অঞ্চলের সমস্ত আমেরিকান-জায়নবাদী লক্ষ্যবস্তু এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

হামলা শুরু হওয়ার পরপরই ইরানের সর্বোচ্চ নেতার সামরিক উপদেষ্টা মোহসেন রেজাই এক্সে লেখেন, ইরান বারবার বলেছে যে তারা যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন এবং লেবাননের বিরুদ্ধে আগ্রাসন সহ্য করবে না।

তিনি আরও বলেন, আজ রাতে আগ্রাসনকারীরা তাদের জবাব পেয়েছে। এই জবাব তাদের অপকর্ম বন্ধ করার সতর্কবার্তা; যেকোনো নতুন পদক্ষেপের পরিণতি হবে আরও ধ্বংসাত্মক এবং তাদের এর জন্য চরম মূল্য চোকাতে হবে।

এরপর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছিলেন, তিনিও এই মুহূর্তেই ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে ফোন করে ইরানে পাল্টা হামলা না চালানোর কথা *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

ফিন্যান্সিয়াল টাইমসকে ট্রাম্প

ইরানের সঙ্গে চুক্তি মেনে নেওয়া ছাড়া নেতানিয়াহুর ‘কোনো বিকল্প নেই’

পরিচয় ডেস্ক: করুক না কেন, ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে তা মেনে নিতে হবে। কারণ, সব সিদ্ধান্ত মার্কিন প্রেসিডেন্টই (ট্রাম্প) নেন। ফিন্যান্সিয়াল টাইমসকে (এফটি) দেওয়া এক টেলিফোন সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেন, ‘তাঁর (নেতানিয়াহু) সামনে অন্য কোনো বিকল্প থাকবে না।’ তিনি আরও বলেন, ‘চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আমিই নিই। সব সিদ্ধান্ত আমি নিই। তিনি (নেতানিয়াহু) সিদ্ধান্ত নেওয়ার কেউ *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

হোয়াইট হাউসে সংবাদ সম্মেলনে ট্রাম্পের ‘ঝিমুনি’: ‘কমান্ডার-ইন-স্লিপ’ বলে উপহাস করল ডেমোক্র্যাটরা

পরিচয় ডেস্ক: ওভাল অফিসে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলন চলাকালে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প চোখ বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ট্রাম্পকে দ্য কমান্ডার-ইন-স্লিপ উপাধিতে ভূষিত করে তীব্র উপহাস করছে ডেমোক্র্যাটরা।

বৃহস্পতিবার বিকেলে হোয়াইট হাউসে ক্লিন কোল বিষয়ক একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানে পরিবেশ সুরক্ষা সংস্থার (ইপিএ) প্রশাসক লি জেলডিন এবং ইন্টেরিয়র সেক্রেটারি ডগ বারগাম যখন বক্তব্য দিচ্ছিলেন, তখন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে তার চেয়ারে হেলান দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে থাকতে দেখা যায়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে তাকে তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় দেখা গেছে বলে দাবি বিরোধীদের।

ট্রাম্পের এই ঝিমুনির সুযোগ লুফে নিতে *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

মার্কিন কর্মকর্তাদের ওপর গোয়েন্দাগিরি করছে ইসরায়েল, কারণ ইরান

পরিচয় ডেস্ক: ইরানের সঙ্গে চলমান আলোচনায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কৌশল সম্পর্কে তথ্য জানতে যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের ওপর গোয়েন্দা তৎপরতা বাড়িয়েছে ইসরায়েল। এমন দাবি করেছে মার্কিন সংবাদপত্র নিউইয়র্ক টাইমস।

প্রতিবেদনে মার্কিন গোয়েন্দা মূল্যায়নের বরাতে বলা হয়, ইসরায়েলের *বাকি অংশ চই পৃষ্ঠায়*

‘বহু বছর ধরে আমেরিকার কাছ থেকে ফায়দা তুলেছে ভারত, এখন পরিস্থিতি উল্টে গেছে’: ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ভালো বন্ধু বলে উল্লেখ করলেও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, ভারত বহু বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে ফায়দা তুলেছে; তবে পরিস্থিতি এখন উল্টো হয়ে গেছে। তবে ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লি খুব দ্রুত বাণিজ্য চুক্তি সই করবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

বৃহস্পতিবারর হোয়াইট হাউসের ওভাল অফিসে

সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ট্রাম্প বলেন, দীর্ঘ বছর ধরে দুই দেশের বাণিজ্য ঘাটতির অনুচিত সুবিধা নিচ্ছিল ভারত। তবে এখন পরিস্থিতির আমূল বদল ঘটেছে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, আপনাদের প্রধানমন্ত্রীকে [মোদি] আমি খুব পছন্দ করি। উনি আমার ভালো বন্ধু। আমাদের বোঝাপড়াও দারুণ। আমাদের সম্পর্কও ভালো।

ট্রাম্প *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

আমি না থাকলে এখন ইসরায়েলের অস্তিত্ব থাকত না: ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: ইরানের সঙ্গে চলমান সংঘাতে ফাঁদে পা দিয়েছে এমন অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেছেন, আমি না থাকলে এখন ইসরায়েলের অস্তিত্ব থাকত না।

সম্প্রতি যুদ্ধ ইস্যুতে ট্রাম্প ও ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর মধ্যে উত্তপ্ত ফোনালাপ হয়েছে বলে অ্যাক্সিওসের এক প্রতিবেদনে দাবি করা হয়। সেখানে বলা হয়, ট্রাম্প নাকি নেতানিয়াহুকে উন্মাদ বলেও মন্তব্য করেছিলেন।

গত বুধবার প্রকাশিত পডকাস্ট পড ফোর্স ওয়ান-কে দেওয়া এক দীর্ঘ সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প তিন মাস আগে শুরু হওয়া এই যুদ্ধ প্রসঙ্গে কথা বলেন। তাকে সুকৌশলে যুদ্ধে জড়ানো হয়েছে এমন ধারণা প্রত্যাখ্যান করে তিনি বলেন, আমি নিজেই এটি শুরু করেছি।

ট্রাম্প বলেন, যুদ্ধ শুরু করেছি আমি নিজেই। কারণ আমরা ইরানকে কোনোভাবেই পারমাণবিক অস্ত্রের

মালিক হতে দিতে পারি না। আমি না থাকলে আজ ইসরায়েল থাকত না।

সাক্ষাৎকারে তাকে সরাসরি নেতানিয়াহুর সঙ্গে ওই ফোনালাপের বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়। পাশাপাশি বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত উত্তপ্ত বাক্যবিনিময়ের খবর সত্য কি না, সেটিও জানতে চাওয়া হয়।

পডকাস্টটির সঞ্চালক মিরান্ডা ডিভাইন বলেন, অ্যাক্সিওসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বিবি নেতানিয়াহুর সঙ্গে আপনার একটি ফোনালাপ হয়েছিল, যেখানে আপনি তার ওপর ক্ষুব্ধ ছিলেন। এরপর তিনি প্রতিবেদনে উত্থাপিত অভিযোগগুলো তুলে ধরেন।

ডিভাইন প্রশ্ন করেন, আপনি কি তাকে বলেছিলেন, তুমি কি উন্মাদ হয়ে গেছ?, তুমি কী করছ?, আমি তোমাকে জেলে যাওয়া থেকে বাঁচিয়েছি? সত্যিই কি আপনি এমন ভাষায় কথা বলেছিলেন?

বাকি অংশ ৩৩ পৃষ্ঠায়

এখনও মোজতবার সঙ্গে দেখা করার সৌভাগ্য হয়নি, তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই: ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: ইরানের সর্বোচ্চ নেতা মোজতবা আলী খামেনির সাথে সাক্ষাৎ করার আশা প্রকাশ করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বুধবার প্রকাশিত পড ফোর্স ওয়ান পডকাস্টের একটি সাক্ষাৎকারে তিনি এ কথা জানিয়েছেন।

পডকাস্টে ট্রাম্প দাবি করেন, শান্তি আলোচনা খুব একটা ফলপ্রসূ না হলেও দুই নেতা বর্তমানে বেশ ভালোভাবেই এগিয়ে যাচ্ছেন। ৫৬ বছর বয়সী মোজতবা খামেনি

বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়

ইরানের কাছে এখনো ২২ শতাংশ ক্ষেপণাস্ত্র রয়েছে: ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদমাধ্যম এনবিসি নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেন, ইরানের এখনো হামলা চালানোর সক্ষমতা রয়েছে। তাদের হাতে কিছু ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন রয়েছে এবং তার

হিসাবে দেশটির মোট ক্ষেপণাস্ত্রের প্রায় ২১ থেকে ২২ শতাংশ এখনো অবশিষ্ট আছে। ট্রাম্পের এই মূল্যায়ন তার আগের দাবির চেয়ে কিছুটা বেশি। গত মে মাসে তিনি বলেছিলেন, ইরানের

বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়

ট্রাম্পের ইরান যুদ্ধ বন্ধের পক্ষে মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদের ভোট: কতটা কার্যকর হবে এই পদক্ষেপ?

পরিচয় ডেস্ক: ইরানের বিরুদ্ধে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের যুদ্ধ বন্ধের পক্ষে ভোট দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদ। এমন এক সময়ে এই ভোটাভুটি হলো যখন এই যুদ্ধ চতুর্থ মাসে পদার্পণ করেছে। এরমধ্যে শান্তি আলোচনা নিয়েও উভয় পক্ষই এখনো অনমনীয় অবস্থানে রয়েছে।

বুধবারের এই ভোটকে মার্কিন আইনপ্রণেতাদের প্রথম সফল প্রচেষ্টা হিসেবে দেখা হচ্ছে,

বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়

ইরানের অবরুদ্ধ অর্থ দিয়েই উপসাগরীয় মিত্রদের ক্ষতিপূরণ দিতে চায় যুক্তরাষ্ট্র

পরিচয় ডেস্ক: ইরানের হামলায় উপসাগরীয় মিত্রদের যে ক্ষতি হয়েছে, তা পূরণ করতে ইরানের সম্পদ ব্যবহার করার কথা ভাবছে যুক্তরাষ্ট্র সরকার। বিষয়টি সম্পর্কে অবগত একটি সূত্র এ তথ্য জানিয়েছে। এমন এক সময়ে এ তথ্য সামনে এল যখন তেহরান কুয়েত ও বাহরাইনে দফায় দফায় হামলার পর আবারও নতুন করে ড্রোন হামলা চালিয়েছে।

ওই সূত্র জানায়, মার্কিন ট্রেজারি সেক্রেটারি স্কট বেসেন্ট একটি দলকে নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তারা উপসাগরীয় মিত্রদের ওপর ইরানের হামলার ক্ষয়ক্ষতির আর্থিক হিসাব তৈরি করে। তিনি আরও জানান, ভবিষ্যতে কোনো ধ্বংসযজ্ঞ হলেও তার মেরামতে ইরানের সম্পদ ব্যবহারের বিষয়টি বিবেচনা করবে যুক্তরাষ্ট্র।

এর ঠিক এক দিন আগেই ইরানের সর্বোচ্চ নেতার উপদেষ্টা মহসেন রেজাই সিএনএনকে বলেছিলেন, তিন মাস ধরে চলা এই যুদ্ধের অবসান ঘটাতে হলে যুক্তরাষ্ট্রকে অবশ্যই তাদের আটকে রাখা ২৪ বিলিয়ন ডলারের ইরানি সম্পদ ছেড়ে দিতে হবে। তবে ওই সূত্র এটি স্পষ্ট করেনি যে ট্রেজারি বিভাগ ঠিক কোন ধরনের সম্পদ নিয়ে কাজ করছে। নতুন এই পদক্ষেপগুলোর বর্ণনা দেখে মনে হচ্ছে না, তারা শুধু অবরুদ্ধ

বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়

খামেনি-ট্রাম্প বৈঠকের সম্ভাবনা 'অবাস্তব' বলে নাকচ করল ইরান

পরিচয় ডেস্ক: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানের সর্বোচ্চ নেতা মোজতবা খামেনির সঙ্গে বৈঠকের আগ্রহ প্রকাশ করলেও সেই সম্ভাবনাকে বাস্তবসম্মত নয় বলে মন্তব্য করেছে তেহরান। ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি ট্রাম্পের এমন প্রস্তাবকে 'অবাস্তব' বলে অভিহিত করেছেন।

বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়

সনদনির্ভর নয়, দক্ষ ও কর্মমুখী শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ প্রধানমন্ত্রীর

পরিচয় ডেস্ক: প্রধানমন্ত্রী বলেন, অটোমেশন এবং এআই-চালিত প্রযুক্তির কারণে অনেক পুরোনো পেশা ঝুঁকির মুখে পড়লেও নতুন অনেক কর্মসংস্থানের সুযোগও সৃষ্টি হচ্ছে। এই প্রযুক্তিগত বিপ্লব মোকাবিলায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, সাইবার সিকিউরিটি, প্রোগ্রামিং, ডিজিটাল এন্টারপ্রেনারশিপ, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং, ন্যানো টেকনোলজি এবং ফাইভ জি প্রযুক্তির মতো বিষয়গুলো শিক্ষা কারিকুলামে অন্তর্ভুক্ত করা অপরিহার্য।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত ‘কর্মমুখী ও টেকনিক্যাল শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ’ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী। ছবি: পিএমও

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান দেশে সনদনির্ভর শিক্ষার পরিবর্তে দক্ষতাভিত্তিক, প্রযুক্তি নির্ভর এবং বাস্তব ও কর্মমুখী শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন।

তিনি বলেন, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের এই যুগে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ও অটোমেশনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রচলিত শিক্ষা কারিকুলামকে আধুনিক ও সময়োপযোগী করার কোনো বিকল্প নেই।

তিনি আজ রোববার সকালে বাংলাদেশ চীন-মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত ‘কর্মমুখী ও টেকনিক্যাল শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ’ কার্যক্রমের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, দীর্ঘ দেড় দশকের বেশি সময়ের ফ্যাসিবাদী শাসন-শোষণ শুধুমাত্র দেশের জনগণের গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক অধিকারই কেড়ে নেয়নি কিংবা দেশের সাংবিধানিক এবং বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলোকেই অকার্যকর করে দেয়নি, শিক্ষা ব্যবস্থাকেও বিপর্যস্ত করে দিয়েছে। গণতান্ত্রিক বাংলাদেশে এবার আমাদের ঘুরে দাঁড়ানোর পালা।

একটি জ্ঞানভিত্তিক রাষ্ট্র ও সমাজ গড়ে তোলার ওপর জোর দিয়ে তিনি বলেন, দেশের স্বাধীনতা এবং মুক্তিযুদ্ধ অর্জন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত ইতিহাসের প্রতিটি বাঁকে যেসব সাহসী মানুষ গণতন্ত্র *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

নির্বাচিত হয়েছেন তারেক রহমান, দেশ চালাবে ট্রাম্প প্রশাসন-এটা চলতে পারবে না: আনু মুহাম্মদ

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তি প্রসঙ্গে গণতান্ত্রিক অধিকার কমিটির সদস্য অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ বলেছেন, ‘এই চুক্তির কারণে সামরিক দিক থেকে, রাজনৈতিক স্বার্থের দিক থেকে এবং অস্তিত্বের দিক থেকে আমরা ভয়ংকরভাবে একটা দাসত্বের মধ্যে পড়ব।’

রাজধানীর মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে আজ রোববার বিকেল ৫টার দিকে এক গণপ্রতিবাদ কর্মসূচিতে এ কথা বলেন অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ।

‘দেশবিরোধী মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি’ বাতিলের দাবিতে এই কর্মসূচির আয়োজন করে গণতান্ত্রিক অধিকার কমিটি।

সভাপ্রধানের বক্তব্যে মার্কিনচুক্তি নিয়ে বর্তমান সরকারের ভূমিকার সমালোচনা করে আনু মুহম্মদ বলেন, ‘এটা কোনো জনগোষ্ঠী, শ্রেণি-পেশা বা দলের বিষয় নয়। এটা হচ্ছে বাংলাদেশের অস্তিত্ব, সার্বভৌমত্ব, জনগণের জীবন ও জীবিকার

প্রশ্ন।’

বাণিজ্যচুক্তির সমালোচনা করে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক এই শিক্ষক বলেন, ‘এই চুক্তির ১ নম্বর ধারা থেকে শতাধিক জায়গায় বাংলাদেশ কী কী করতে বাধ্য থাকবে তা লেখা আছে। যুক্তরাষ্ট্র কী কী করবে, সেখানে কী কী না করলে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে তারা ব্যবস্থা নেবে লেখা আছে।’

তিনি বলেন, ‘এটা কোনো চুক্তি না। এটা যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসন তৈরি করেছে। বাংলাদেশের পক্ষে যারা সই করেছেন, তারা দেখতে মানুষের মতো চেহারা। তবে তারা মার্কিন প্রশাসনের লোক। তাদের মেরুদণ্ড নেই, কোনো দায়-দায়িত্ব নেই। তারা দেশের সর্বনাশের জন্য এটা করেছেন।’

পুরো চুক্তিপত্রটি ‘মার্কিন আদেশপত্র, ট্রাম্পের আদেশপত্র’ মন্তব্য করে আনু মুহম্মদ বলেন, ‘বাংলাদেশের জনগণের ঘাড়ের ওপর চেপে, গলা ফাঁস লাগিয়ে, দেশের জনগণকে মাটিতে গড়াগড়ি করিয়ে কী করবে তারা, কী করতে বাধ্য থাকবে সেগুলো আছে। এই আদেশপত্র থেকে অস্বীকার করা, পদাঘাত করা, বের হওয়া ছাড়া বাংলাদেশের *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

ভারতে ৩০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করছেন বাংলাদেশি ধনকুবের

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত অস্ট্রেলীয় ধনকুবের রবিন খুদার প্রতিষ্ঠিত ডেটা সেন্টার কোম্পানি এয়ারট্রাংক ২০৩০ সালের মধ্যে ভারতে ৩০ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি বিনিয়োগের পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ও ক্লাউড কম্পিউটিংয়ের ক্রমবর্ধমান চাহিদা *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সভাপতির পাশাপাশি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব পালনেরও ইঙ্গিত ড. খলিলুরের

পরিচয় ডেস্ক: জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনের সভাপতির দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব পালনেরও ইঙ্গিত দিয়েছেন ড. খলিলুর রহমান। আজ বৃহস্পতিবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে এমনটাই জানান তিনি। বলেন, আমি কি এই (পররাষ্ট্রমন্ত্রীর) দায়িত্ব ছেড়ে দেবো? প্রশ্নটা কি সেটাই? এত তাড়াহুড়ো করবেন না। এর (একসঙ্গে দুই দায়িত্ব পালনের) নজির আছে। ১৯৮৬-৮৭ মেয়াদে ইউএনজিএ সভাপতি নির্বাচিত হুমায়ুন রশীদ চৌধুরীর উদাহরণ তুলে ধরে ড. খলিলুর বলেন, হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী সাহেব আমাদের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। আমি তার একান্ত সচিব ছিলাম এবং তার সঙ্গে কাজ করেছি। তিনি দুই পদেই পূর্ণকালীনভাবে কাজ করতে পেরেছেন। ওই সময়টা

ছিল ইন্টারনেট-পূর্ব যুগ। কিন্তু আজ আপনি নিরবচ্ছিন্নভাবে দুটো কাজই একসঙ্গে করতে পারেন। এটা এখন খুব স্বাভাবিক।

সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনে সভাপতির বিজয় বাংলাদেশের ভবিষ্যতের কাছে উৎসর্গ করেন খলিলুর রহমান।

তিনি বলেন, এই বিজয় বাংলাদেশের বিজয়। এই বিজয় প্রধানমন্ত্রীর। আমি প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। তিনি যদি এই সিদ্ধান্ত না নিতেন এবং দৃঢ়ভাবে, অবিচলভাবে ও বিরোধহীনভাবে আমাদের সমর্থন না করতেন, তাহলে ১০ বছরের এই রাস্তা ১০ সপ্তাহে আমরা অতিক্রম করতে পারতাম না। এই বিজয় আমরা বাংলাদেশের ভবিষ্যতের কাছে উৎসর্গ করছি। গত মঙ্গলবার জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনের সভাপতি পদে নির্বাচিত হন ড. খলিলুর।

তুরস্ক কেন বাংলাদেশের সাথে সামরিক সহযোগিতা বাড়াতে চাইছে

পরিচয় ডেস্ক: তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাকান ফিদান ঢাকা সফরে এসে বাংলাদেশে সাথে প্রতিরক্ষা শিল্পে সহযোগিতা বাড়ানোর যে পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেছেন, তা নিয়ে নানা ধরনের আলোচনা হচ্ছে বিভিন্ন মহলে।

শনিবার দুপুরে তেজগাঁওয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সাথে তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাকান ফিদানের বৈঠকের পর প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ে যৌথ কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ ও তুরস্ক।

সামরিক বা প্রতিরক্ষা শিল্পে সহযোগিতার মাধ্যমে বাংলাদেশে সামরিক সরঞ্জাম বিশেষ করে ড্রোন ও ট্যাংকসহ বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রনিক সামরিক সরঞ্জাম উৎপাদন কারখানা স্থাপনের সুযোগ আছে বলে মনে করছেন *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

বিদেশে বাংলাদেশী ৯৪ শতাংশ নারী শ্রমিক যৌন নির্যাতনের শিকার

পরিচয় ডেস্ক: বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশী নারী শ্রমিকদের বড় একটি অংশ যৌন নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে জাতীয় সংসদে। এ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে সংসদ সদস্যরা নারীকর্মীদের নিরাপত্তা ও অধিকার সুরক্ষায় কার্যকর পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন। জবাবে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী নুরুল হক নুরু জানিয়েছেন, প্রবাসীদের অভিযোগ ও সেবা নিশ্চিত করতে ১৬১৩৫ নম্বরে টোল-ফ্রি হটলাইন চালু রয়েছে। পাশাপাশি মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে সেফ হোম পরিচালনা করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে অ্যাজেন্সির বাইরে সরাসরি কর্মী পাঠানোর জন্য 'অ্যাডভান্স পুল' গঠনের পরিকল্পনাও রয়েছে সরকারের। সোমবার (৮ জুন) ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদেও বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে বিরোধী দলীয় সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য মারদিয়া মমতাজের প্রশ্নের জবাবে প্রতিমন্ত্রী এ তথ্য জানান। ডেপুটি স্পিকার ব্যারিস্টার কায়সার কামাল অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন।

সংসদে অভিযোগ

মারদিয়া মমতাজ বলেন, '২০২২ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত তিন লাখের বেশি নারী শ্রমিক বিদেশে গেছেন। তাদের অনেকেই নিরাপত্তাহীনতা, বেতন বঞ্চনা ও চুক্তি লঙ্ঘনের শিকার হচ্ছেন।' এমনকি প্রায় ৯৪ শতাংশ নারী শ্রমিক যৌন নির্যাতনের শিকার হন বলেও তিনি উল্লেখ করেন। নারী কর্মীদের জন্য ২৪ ঘণ্টার হটলাইন, সেফ হোম, বিমা সুবিধা ও নিয়োগকর্তা যাচাইয়ের মতো সুরক্ষা ব্যবস্থা আরো জোরদার করা হবে কিনা, তা জানতে চান তিনি।

জবাবে প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'বিদেশে অবস্থানরত নারী শ্রমিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সরকার নানা উদ্যোগ নিয়েছে। বাংলাদেশ থেকে ১৬১৩৫ নম্বরে একটি টোল-ফ্রি হটলাইন পরিচালিত হচ্ছে। দেশের বাইরে থেকেও প্রবাসীরা যেকোনো অভিযোগ বা সমস্যার কথা সেখানে জানাতে পারেন। অভিযোগ পাওয়ার পর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়। পাশাপাশি বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাসগুলোও নিয়মিত সহায়তা দিয়ে থাকে।' তিনি বলেন, 'অতীতে অনেক দেশের সাথে শ্রমবিষয়ক সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) না থাকলেও এখন বিভিন্ন দেশের সাথে নতুন চুক্তি *বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়*

নীতি নয়, ইলিশ বোঝে পানির ভাষা; জলবায়ু পরিবর্তনে টিকবে তো বাংলাদেশে জাতীয় মাছ?

পরিচয় ডেস্ক: ইলিশ জানে না অক্টোবর মাস কখন শুরু হয়। সরকারি নিষেধাজ্ঞা কোন তারিখে কার্যকর হয়, তাও তারা জানে না। পানি যখন তাকে চলার সংকেত দেয়, তখনই সে চলতে শুরু করে।

নদীর তাপমাত্রা, লবণাক্ততা, গভীরতা, অক্সিজেনের মাত্রা, বৃষ্টিপাত এবং জোয়ার-ভাটার মাধ্যমে ইলিশ তার চলাচলের সংকেত পায়। এসব সংকেত পরিবর্তিত হলে ইলিশও তার চলাচলের পথ, সময় এবং প্রজননক্ষেত্র পরিবর্তন করতে পারে। এই সূক্ষ্ম নির্ভরশীলতাই এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের কেন্দ্রে রয়েছেড়জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে যখন বাংলাদেশের নদী ও মোহনাগুলো ক্রমবর্ধমান চাপে রয়েছে, তখন দেশের জাতীয় মাছ ইলিশ কি টিকে থাকতে পারবে? দশকের পর দশক ধরে বাংলাদেশ ইলিশকে সংরক্ষণে একটি সফলতার গল্প হিসেবে তুলে ধরেছে।

মৎস্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, দেশের মোট মাছ উৎপাদনের প্রায় ১২ শতাংশ আসে *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

আমার কাছে মনে হয় গণতন্ত্র খুব বিপদে পড়েছে: মির্জা ফখরুল

পরিচয় ডেস্ক: আমার কাছে মনে হয় গণতন্ত্র খুব বিপদে পড়েছে বলে মন্তব্য করেছেন স্থানীয় সরকার বিষয়ক মন্ত্রী ও বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

তিনি বলেন, ও২০২৪-এর গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ফিরে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছি। আজকে আবার অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে সেই প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করার একটা উদ্যোগ দেখতে পাচ্ছি। আমার কাছে মনে হয় গণতন্ত্র খুব বিপদে পড়েছে। চারিদিকে সুপরিকল্পিত ও সচেতনভাবে নৈরাজ্য সৃষ্টির প্রচেষ্টা দেখা যাচ্ছে।

শুক্রবার (৫ জুন) জাতীয় প্রেসক্লাবে ১৯৬২-এ জাতীয় পরিষদ নির্বাচিত বিরোধীদলীয় সদস্য মাহবুবুল হকের ৫২তম মৃত্যুবার্ষিকী এবং জাতীয়তাবাদী কৃষক দলের সাবেক সভাপতি মাহবুবুল আলম তারার ১২তম মৃত্যুবার্ষিকীর এক আলোচনা সভায় এসব কথা বলেন তিনি। মির্জা ফখরুল বলেন,ও সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে এখানকার *বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

মে মাসে মব-গণপিটুনিতে ৩১ ও রাজনৈতিক সহিংসতায় ৫ প্রাণহানি: এইচআরএসএস

পরিচয় ডেস্ক: মে মাসে সারা দেশে মব সহিংসতা ও গণপিটুনিতে ৩১ জন এবং রাজনৈতিক সহিংসতা ও দলীয় কোন্দলে ৫ জনসহ মোট ৩৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া রাজনৈতিক সহিংসতায় আহত হয়েছেন ২৮৯ জনেরও বেশি মানুষ। মানবাধিকার সংগঠনও হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি (এইচআরএসএস) ২০২৬ সালের মে মাসের মানবাধিকার পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে। শুক্রবার (৫ জুন) গণমাধ্যমে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সংস্থাটি জানায়, দেশের ১৬টি জাতীয় গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ এবং এইচআরএসএস-এর সংগৃহীত তথ্য ও ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং রিপোর্টের ভিত্তিতে এই প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে।

প্রতিবেদনে মব সহিংসতা ও গণপিটুনির ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলা হয়, মে মাসে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, বাকবিতণ্ডা, আধিপত্য বিস্তার ও ধর্মীয় অবমাননার মতো নানা অভিযোগে ৬৬টি গণপিটুনির ঘটনা ঘটেছে। এসব ঘটনায় অন্তত ৩১ জন নিহত *বাকি অংশ ২৪ পৃষ্ঠায়*

প্রত্যাবাসনের জন্য নাগরিকত্ব যাচাই দ্রুত করতে বাংলাদেশের প্রতি ভারতের আহ্বান

পরিচয় ডেস্ক: ভারতে অবৈধভাবে অবস্থানকারী সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের নাগরিকত্ব যাচাই প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করতে বাংলাদেশের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে ভারত। দেশটি প্রত্যাশা করে, যাচাই প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দেশে ফেরত পাঠানোর কাজও সুষ্ঠু ও কার্যকর উপায়ে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। আজ শুক্রবার (৫ জুন) নয়াদিল্লিতে ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাপ্তাহিক ব্রিফিংয়ে এসব কথা বলেন মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল।

প্রবাসীদের চাহিদায় বাংলাদেশের ফল রপ্তানিতে রেকর্ড, ১১ মাসে আয় ১২.৩ কোটি ডলার

পরিচয় ডেস্ক: রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্য অনুযায়ী, প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে আম, পেয়ারা, কাঁঠালসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন দেশীয় ফলের চাহিদা বাড়ায় ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম ১১ মাসে দেশের ফল রপ্তানি রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছেছে।

চলতি অর্থবছরের জুলাই থেকে মে পর্যন্ত সময়ে ফল রপ্তানি করে বাংলাদেশ ১২ কোটি ৩০ লাখ ২০ হাজার ডলার আয় করেছে। আগের অর্থবছর ২০২৪-২৫-এর পুরো বছরে এ খাত থেকে আয় হয়েছিল ৬ কোটি ৭৫ লাখ ১০ হাজার ডলার।

ফলে এক বছরের ব্যবধানে ফল রপ্তানি থেকে আয় ৮২ শতাংশের বেশি বেড়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোর মধ্যে এটিই ফল রপ্তানি থেকে দেশের সর্বোচ্চ আয়।

গত তিন অর্থবছর ধরে এ খাতে দ্রুত প্রবৃদ্ধি দেখা যাচ্ছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ফল রপ্তানি থেকে আয় হয়েছিল ২ কোটি ৯২ লাখ ৪০ হাজার ডলার, যা ২০২২-২৩ অর্থবছরে ছিল মাত্র ১০ লাখ ৬০ হাজার ডলার।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি আবদুল ওয়াহেদ বলেন, বর্তমানে বাংলাদেশের ফল মূলত মধ্যপ্রাচ্য এবং প্রবাসী বাংলাদেশি অধ্যুষিত ইউরোপের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হচ্ছে।

তিনি বলেন, "আমাদের অধিকাংশ রপ্তানি প্রবাসী বাংলাদেশিদের চাহিদা পূরণ করে। আমরা এখনও আন্তর্জাতিক মূলধারার ফলের বাজারে প্রবেশ করতে পারিনি, কারণ বৈশ্বিক ক্রেতাদের চাহিদা অনুযায়ী মান-অনুবর্তিতা, প্যাকেজিং ও ব্র্যান্ডিংয়ে আমরা এখনো কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে পৌঁছাতে পারিনি।চ

খাতসংশ্লিষ্টরা বলছেন, আন্তর্জাতিক খাদ্য নিরাপত্তা মানদণ্ড অনুসরণে উন্নতি, রপ্তানিমুখী ফল চাষের সম্প্রসারণ এবং বিদেশি বাজারে প্রবেশাধিকারের সুযোগ ফল রপ্তানি বৃদ্ধির অন্যতম কারণ।

ইপিবির তথ্য অনুযায়ী,ওবাদাম, তাজা বা শুকনো শ্রেণির পণ্য থেকে রপ্তানি আয়ের সিংহভাগ এসেছে। চলতি অর্থবছরের জুলাই-মে সময়ে এ খাত থেকে আয় হয়েছে ১২ কোটি ২৮ লাখ ১৮ *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

নীতি নয়, ইলিশ বোঝে পানির ভাষা; জলবায়ু পরিবর্তনে টিকবে তো জাতীয় মাছ?

পরিচয় ডেস্ক: ইলিশ জানে না অক্টোবর মাস কখন শুরু হয়। সরকারি নিষেধাজ্ঞা কোন তারিখে কার্যকর হয়, তাও তারা জানে না। পানি যখন তাকে চলার সংকেত দেয়, তখনই সে চলতে শুরু করে।

নদীর তাপমাত্রা, লবণাক্ততা, গভীরতা, অক্সিজেনের মাত্রা, বৃষ্টিপাত এবং জোয়ার-ভাটার মাধ্যমে ইলিশ তার চলাচলের সংকেত পায়। এসব সংকেত পরিবর্তিত হলে ইলিশও তার চলাচলের পথ, সময় এবং প্রজননক্ষেত্র পরিবর্তন করতে পারে।

এই সূক্ষ্ম নির্ভরশীলতাই এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের কেন্দ্রে রয়েছেজলবায়ু পরিবর্তনের কারণে যখন বাংলাদেশের নদী ও মোহনাগুলো ক্রমবর্ধমান চাপে রয়েছে, তখন দেশের জাতীয় মাছ ইলিশ কি টিকে থাকতে পারবে? দশকের পর দশক ধরে বাংলাদেশ ইলিশকে সংরক্ষণে একটি সফলতার গল্প হিসেবে তুলে ধরেছে।

মৎস্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, দেশের মোট মাছ উৎপাদনের প্রায় ১২ শতাংশ আসে ইলিশ থেকে।

তারা আরও জানায়, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ইলিশ উৎপাদন ছিল ৫ লাখ ২৯ হাজার টন, যার বাজারমূল্য ২০ হাজার কোটি টাকারও বেশি। কর্তৃপক্ষের দাবি, বিশ্বের মোট ইলিশের ৮০ শতাংশেরও বেশি বাংলাদেশে উৎপাদিত হয়। সম্প্রতি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী আমিন উর রশিদ বলেছেন, বিশ্বের ৮০ শতাংশের বেশি ইলিশ বাংলাদেশ থেকে আসে। এ মাছ দেশের জিডিপিতে প্রায় ১ শতাংশ অবদান *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

মে মাসে রপ্তানি আয় কমেছে ৭.০৭ শতাংশ

পরিচয় ডেস্ক: এপ্রিল মাসে রপ্তানি আয়ে বড় প্রবৃদ্ধির দেখা মিললেও মে মাসে এসে আবারও হোঁচট খেয়েছে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানি। গত বছরের একই সময়ের তুলনায় সদ্য বিদায়ী মে মাসে রপ্তানি আয় কমেছে ৭ দশমিক ০৭ শতাংশ। বুধবার (৩ জুন) রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) প্রকাশিত হালনাগাদ প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য জানা গেছে।

ইপিবির তথ্য অনুযায়ী, গত মে মাসে বাংলাদেশ বিশ্ববাজারে মোট ৪ বিলিয়ন ডলার সমমূল্যের পণ্য রপ্তানি করেছে। গত বছরের মে মাসে রপ্তানি আয়ের পরিমাণ ছিল ৪ *বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, সংস্কারের পর্যালোচনায় বাংলাদেশ সফরে যাচ্ছে আইএমএফ প্রতিনিধিদল

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন পর্যালোচনা, সরকারের নীতিনির্ধারকদের সাথে অগ্রাধিকারমূলক নীতি বিষয়ে আলোচনা এবং দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও সংস্কারের চ্যালেঞ্জগুলো মূল্যায়ন করতে একটিস্টাফ ভিজিট বা প্রতিনিধিদলের সফরের পরিকল্পনা করছে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)। (৩ জুন) এক বিবৃতিতে আইএমএফ-এর বাংলাদেশ মিশন প্রধান ইভো *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রের নতুন শুল্ক প্রস্তাব নিয়ে বাংলাদেশে যে প্রতিক্রিয়া

পরিচয় ডেস্ক:জোরপূর্বক শ্রম ইস্যুতে বাংলাদেশসহ ৬০টি দেশের পণ্যের ওপর নতুন করে শুল্ক আরোপের প্রস্তাব দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধির দপ্তর। ট্রাম্প প্রশাসনের এই পদক্ষেপ নিয়ে বাংলাদেশে নানা প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে হওয়া অ্যাগ্রিমেন্ট অন রেসিপ্রোকাল *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

তুরস্ককে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল দেওয়ার প্রস্তাব বাংলাদেশের

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশ সফররত তুর্কি পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাকান ফিদানের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য ও সহযোগিতা নিয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা করেছেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান। বৈঠকে তুরস্ককে বাংলাদেশে একটি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। একই সাথে দুই দেশের মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) স্বাক্ষরের সম্ভাবনার বিষয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

শুক্রবার (৫ জুন) দুপুরে রাজধানীর একটি হোটেলে তুর্কি পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাকান ফিদানের সঙ্গে বৈঠক শেষে আয়োজিত এক যৌথ সংবাদ *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

GOLDEN AGE HOME CARE

সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্‌থ কেয়ার এজেন্সী

আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো

Please Contact

Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.

Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com

JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834

HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115

BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115

Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

মেক্সিকো সরকারের বিরুদ্ধে কাজ করছে যুক্তরাষ্ট্রের উগ্র ডানপন্থীরা: শেনবাউম

মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট ক্লদিয়া শেনবাউম অভিযোগ করেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের উগ্র ডানপন্থীরা মেক্সিকোর স্থানীয় কিছু গোষ্ঠীর সঙ্গে মিলে তাঁর সরকারের বিরুদ্ধে কাজ করছে। সোমবার তিনি এমন অভিযোগ করেছেন।

এর আগে রোববার অনুষ্ঠিত এক সমাবেশে যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি সংস্থা ও ব্যবসায়িক স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর কথিত হস্তক্ষেপের সমালোচনা করেছিলেন মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট।

এক সংবাদ সম্মেলনে শেনবাউম বলেন, 'আমি মনে করি, যুক্তরাষ্ট্রের উগ্র ডানপন্থী কিছু গোষ্ঠী আছে, যারা মতাদর্শগত বিরোধের কারণে মেক্সিকোর সঙ্গে খারাপ সম্পর্ক চায়।'

বামপন্থী এই প্রেসিডেন্ট আরও বলেন, এ ধরনের তৎপরতা বা কর্মকাণ্ড যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্দেশে হচ্ছে বলে তিনি মনে করেন না।

ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয় মেয়াদে প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে দুই দেশের সম্পর্কে টানাপোড়েন চলছে। শুল্ক ও অভিবাসন নীতি নিয়ে বিতর্কের জেরে এ টানাপোড়েন আরও বেড়েছে।

গত এপ্রিল মাসে যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ মেক্সিকোর ১০ কর্মকর্তাকে অভিযুক্ত করার পর পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়। ওই কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে মাদক পাচারের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ আনা হয়। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে মেক্সিকোর ক্ষমতাসীন দল মোরেনার নেতা ও সিনালোয়া রাজ্যের গভর্নর রুবেন রোচাও আছেন।

এ অভিযোগের পর প্রেসিডেন্ট শেনবাউম জাতীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষার আহ্বান আরও জোরালো করেন। তিনি গত রোববার সমর্থকদের উদ্দেশে বলেন, 'মেক্সিকোতে সিদ্ধান্ত কে নেবে—বিদেশি সংস্থা, নাকি জনগণ?'

বামপন্থী এই প্রেসিডেন্ট আরও বলেন, 'আমরা মেক্সিকোর সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা রক্ষা করব। গত সপ্তাহে মেক্সিকোর কংগ্রেস একটি সাংবিধানিক সংশোধনী অনুমোদন করে। এতে *বাকি অংশ ২৪ পৃষ্ঠায়*

সৌদি আরবে এক সপ্তাহে পৌনে ৮ হাজার অবৈধ প্রবাসী গ্রেপ্তার

সৌদি আরবে এক সপ্তাহে মোট ৭ হাজার ৭৬০ জন অবৈধ বাসিন্দাকে গ্রেপ্তার করেছে দেশটির নিরাপত্তা বাহিনী। সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থাগুলোর সমন্বয়ে এই বিশেষ অভিযান চালানো হয় গত ২৮ *বাকি অংশ ২৪ পৃষ্ঠায়*

যুদ্ধ বন্ধে পুতিনকে খোলা চিঠি জেলেনস্কির, মুখোমুখি আলোচনার আহ্বান

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের কাছে খোলা চিঠি লিখে সরাসরি আলোচনার প্রস্তাব দিয়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। যুদ্ধের অবসান ঘটাতে মুখোমুখি আলোচনাই সবচেয়ে কার্যকর পথ বলে তিনি উল্লেখ করেছেন।

চিঠিতে জেলেনস্কি বলেন, ইউরোপের এই যুদ্ধ আবারও কবে যুক্তরাষ্ট্রের মনোযোগের কেন্দ্রে ফিরবে, সেই অপেক্ষায় কেবল বসে থাকাটা ভুল হবে। তিনি যোগ করেন, শান্তি কেবল ইউক্রেন ও রাশিয়ার সরাসরি সম্পৃক্ততার মাধ্যমেই সম্ভব।

জেলেনস্কি প্রস্তাবিত আলোচনার সময় জুড়ে পূর্ণ যুদ্ধবিরতিরও দাবি জানান। তবে বৃহস্পতিবার দিনের শুরুর দিকে পুতিন এমন সম্ভাবনা নাকচ করে দিয়েছিলেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বৃহস্পতিবার মন্তব্য করেছেন, দুই নেতার দেখা হলে সেটিও দারুণ হবে।

চিঠির ভাষা ছিল বেশ প্রতিবাদী এবং কিছুটা বিদ্রুপাত্মক। সেখানে রাশিয়ার ভূখণ্ডে ইউক্রেনের সাম্প্রতিক হামলার দিকে ইঙ্গিত করে জেলেনস্কি লিখেছেন, ও২৬ বছর ক্ষমতায় থাকার পর বয়স এখন পুতিনের ওপর প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে।

চিঠিতে সরাসরি আমন্ত্রণের সুরে জেলেনস্কি লেখেন, ও ইউক্রেন আমাদের এবং আপনাদের সরাসরি সম্পৃক্ততার মাধ্যমে এই যুদ্ধের অবসান ঘটানোর প্রস্তাব দিচ্ছে। আমি একটি বৈঠকের প্রস্তাব দিচ্ছি।

ইউক্রেনীয় নেতার পক্ষ থেকে এটি কোনো নতুন প্রস্তাব নয়। ক্রেমলিনও আগের মতোই উত্তর দিয়েছে, *বাকি অংশ ২৪ পৃষ্ঠায়*

আগে চুক্তি, পরে ইরানের জব্দ সম্পদ নিয়ে আলোচনা: ট্রাম্প

যুক্তরাষ্ট্র, জাতিসংঘ, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং কয়েকটি মিত্র দেশের নেতৃত্বে আরোপিত অর্থনৈতিক বিধিনিষেধের কারণে ইরানের বিপুল পরিমাণ অর্থ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জব্দ অবস্থায় রয়েছে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, ইরানের জব্দ সম্পদ অবমুক্ত করার আগে কোনো চুক্তি হতে হবে। তিনি ইঙ্গিত দেন, চুক্তি কার্যকর হওয়ার পরই এ বিষয়ে আলোচনা হতে পারে। রোববার বার্তা সংস্থা এএফপি এই তথ্য জানিয়েছে।

'বাংলাদেশে কাকে খুন করিয়েছিলেন' মন্তব্যের জেরে মমতার বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার মামলা

ভারতের তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন দেশটির এক আইনজীবী। সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের সমালোচনা এবং বাংলাদেশে একটি রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারকে জড়ানো সংক্রান্ত তার সাম্প্রতিক মন্তব্য দেশের সার্বভৌমত্ব ও জনশৃঙ্খলার জন্য ক্ষতিকর বলে মামলার অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে।

বুধবার (৩ জুন) পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়ির সাইবার থানায় মামলাটি দায়ের করেন কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের আইনজীবী রিঙ্কি চট্টোপাধ্যায় সিংহ।

অভিযোগে রিঙ্কি চট্টোপাধ্যায় সিংহ বলেন, পশ্চিমবঙ্গের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিভিন্ন জনসভা, রাজনৈতিক মঞ্চ ও গণমাধ্যমে *বাকি অংশ ২৪ পৃষ্ঠায়*

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে 'বিশ্বের প্রথম' টিকা তৈরি হতে যাচ্ছে

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই ব্যবহার করে 'নতুন' ধরনের একটি টিকা তৈরি হতে যাচ্ছে। এটি অনেক ধরনের ভাইরাস থেকে সুরক্ষা দেবে এবং মহামারি প্রতিরোধ করবে বলে সম্প্রতি দাবি করেছেন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক দল গবেষক।

গবেষকেরা জানিয়েছেন, এই প্রথম কোনো টিকার মূল উপাদানগুলো পুরোপুরি এআই দিয়ে নকশা করা হয়েছে। এরই মধ্যে মানুষের ওপর এটির *বাকি অংশ ৫২ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাজ্যের রাজনীতিতে নাক না গলাতে মাস্ককে সতর্ক করলেন স্টারমার

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সের (সাবেক টুইটার) মালিক ও ধনকুবের ইলন মাস্ককে যুক্তরাজ্যের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে নাক না গলাতে বলেছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার।

যুক্তরাজ্যজুড়ে তীব্র জনরোষ ও বিক্ষোভের জন্ম দেওয়া একটি হত্যাকাণ্ড নিয়ে মাস্ক এক্সে বিতর্কিত পোস্ট করার পর গতকাল বৃহস্পতিবার স্টারমার এ হুঁশিয়ারি দেন। একটি হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে ঘটনার সূত্রপাত। গত বছর হেনরি নোয়াক নামের ১৮ *বাকি অংশ ২৪ পৃষ্ঠায়*

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR ADULT DAYCARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
elderplan
Anthem
Hamaspik
RiverSpring Living
MetroPlus Health
S W H
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
FUHAD HUSSAIN
CCO
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CFO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
সর্বোচ্চ সেবার নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
A SISTER CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP
SNG
SHAH NAWAZ GROUP
CONTACT US:
Off: 718-516-3424
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
86-11 101 Avenue,
Ozone Park, NY 11416

রেমিট্যান্স যোদ্ধাদের প্রতি এই অবিচার কেন?

মহিউদ্দিন আহমেদ

বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান ভরসা প্রবাসী কর্মীরা। আমরা তাদের গর্ব করে 'রেমিট্যান্স যোদ্ধা' বলি। কিন্তু একটু বুকের ওপর হাত রেখে ভাবলে প্রশ্ন জাগে-আমরা কি সত্যিই তাদের জন্য একটি ন্যায্য, নিরাপদ ও মানবিক অভিবাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পেরেছি?

২০২৪ সালে প্রবাসীরা দেশে পাঠিয়েছেন প্রায় ২৬.৮৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। একই সময়ে প্রায় ১০ লাখের বেশি বাংলাদেশি কর্মসংস্থানের জন্য বিদেশে গেছেন। ২০২৫ সালেও বিপুলসংখ্যক বাংলাদেশি বিদেশে কাজের সুযোগ পেয়েছেন। এই সংখ্যাগুলো শুধু পরিসংখ্যান নয়; এগুলো দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ, লাখো পরিবারের বেঁচে থাকা এবং গ্রামের অর্থনীতির চলমান শক্তির প্রতীক।

অথচ বাস্তবতা হলো, এই গুরুত্বপূর্ণ খাতটি এখনো দালালচক্র, অতিরিক্ত অভিবাসন ব্যয়, ঋণের বোঝা, দক্ষতার ঘাটতি এবং বিদেশে সুরক্ষাহীনতার নির্মম ফাঁদে আটকে আছে। যারা দেশের অর্থনীতিকে সচল রাখেন, তাদের বিদেশযাত্রার পথই যদি প্রতারণা ও অনিশ্চয়তায় ভরা থাকে, তাহলে শুধু 'রেমিট্যান্স যোদ্ধা' বলে প্রশংসা করা যথেষ্ট নয়।

বাংলাদেশের অভিবাসন খাতের সবচেয়ে বড় অভিশাপ হলো দালালচক্র। সরকার একটি খরচ নির্ধারণ করে, আর দালাল ও মধ্যস্বত্বভোগীরা সাধারণ মানুষের অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে তার কয়েক গুণ বেশি টাকা আদায় করে। বিদেশে যাওয়ার আশায় অনেক পরিবার ভিটেমাটি বিক্রি করে, চড়া সুদে ঋণ নেয়, আত্মীয়স্বজনের দ্বারে দ্বারে হাত পাতে। ফলে একজন কর্মী বিদেশের মাটিতে পা রাখার আগেই ঋণ, ভয় ও অনিশ্চয়তার বন্দী হয়ে পড়েন।

দ্বিতীয় বড় সমস্যা হলো দক্ষতার অভাব। আন্তর্জাতিক শ্রমবাজার দ্রুত বদলে যাচ্ছে। অদক্ষ শ্রমিকের চাহিদা কমছে, আর কারিগরি জ্ঞান, ভাষা-দক্ষতা ও পেশাগত প্রশিক্ষণসম্পন্ন কর্মীর চাহিদা বাড়ছে। কিন্তু আমাদের অনেক কর্মী যথাযথ প্রশিক্ষণ, ভাষা শিক্ষা বা গন্তব্য দেশের শ্রম আইন না জেনেই বিদেশে যান। এর ফলে তারা কম মজুরি, ঝুঁকিপূর্ণ কাজ, চুক্তিভঙ্গ এবং নানা ধরনের শোষণের শিকার হন। এতে শুধু কর্মীর ব্যক্তিগত ক্ষতি হয় না; দেশের রেমিট্যান্স সম্ভাবনাও সীমিত হয়ে যায়।

বিদেশে গিয়ে অনেক কর্মী আরও কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হন। চুক্তি অনুযায়ী বেতন না পাওয়া, পাসপোর্ট আটকে রাখা, অমানবিক থাকার পরিবেশ, কর্মস্থলে নির্যাতন-এসব অভিযোগ নতুন নয়। বাংলাদেশের দূতাবাসগুলোতে শ্রমিক কল্যাণ শাখা থাকলেও বিপদের দিনে দ্রুত ও কার্যকর সহায়তা না পাওয়ার অভিযোগ দীর্ঘদিনের। অথচ অচেনা দেশে একজন অসহায় কর্মীর পাশে দাঁড়ানোই রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হওয়া উচিত।

নারী কর্মীদের অবস্থা আরও উদ্বেগজনক। গৃহকর্মী হিসেবে যারা বিদেশে যান, তাদের অনেকেই মজুরি না পাওয়া, বন্দী জীবন, শারীরিক-মানসিক নির্যাতন, এমনকি যৌন নিপীড়নের শিকার হন। ভাষা না জানা, অভিযোগ জানানোর নিরাপদ পথ না থাকা এবং নিয়োগকর্তার বাড়িকেই কর্মস্থল ও আশ্রয়স্থল হিসেবে নির্ভর করতে বাধ্য হওয়া তাদের আরও অসহায় করে তোলে। শুধু কতজন নারী কর্মী বিদেশে গেলেন, সেই সংখ্যা গণনা মানবিকতা নয়; তাদের নিরাপত্তা ও মর্যাদা নিশ্চিত করাই আসল দায়িত্ব।

এই সংকট থেকে বের হওয়ার পথ আছে। প্রথমত, বোয়েলস, জিটুজি ও জিটুজি প্লাসএর মতো সরকারি ও আধা-সরকারি মডেলের পরিধি বাড়াতে হবে। কর্মীরা যেন সরাসরি সরকারি ডেটাবেইসের মাধ্যমে চাকরির বিবরণ, বেতন, খরচ, চুক্তির শর্ত ও ভিসার সত্যতা যাচাই করতে পারেন। দালালের কথার ওপর নির্ভরতা কমাতে হলে অভিবাসন প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ, ডিজিটাল ও সহজ করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, সরকার নির্ধারিত ফি এর বাইরে কোনো এজেন্সি বা দালাল অতিরিক্ত টাকা নিলে কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। শুধু জরিমানা নয়, লাইসেন্স বাতিল, ক্ষতিপূরণ আদায় এবং প্রয়োজনে ফৌজদারি মামলার ব্যবস্থাও থাকতে হবে। প্রতিটি লেনদেন ডিজিটাল মাধ্যমে হলে জালিয়াতির প্রমাণ লোপাট করা কঠিন হবে।

তৃতীয়ত, জেলা পর্যায়ের টেকনিক্যাল ট্রেনিং

বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়

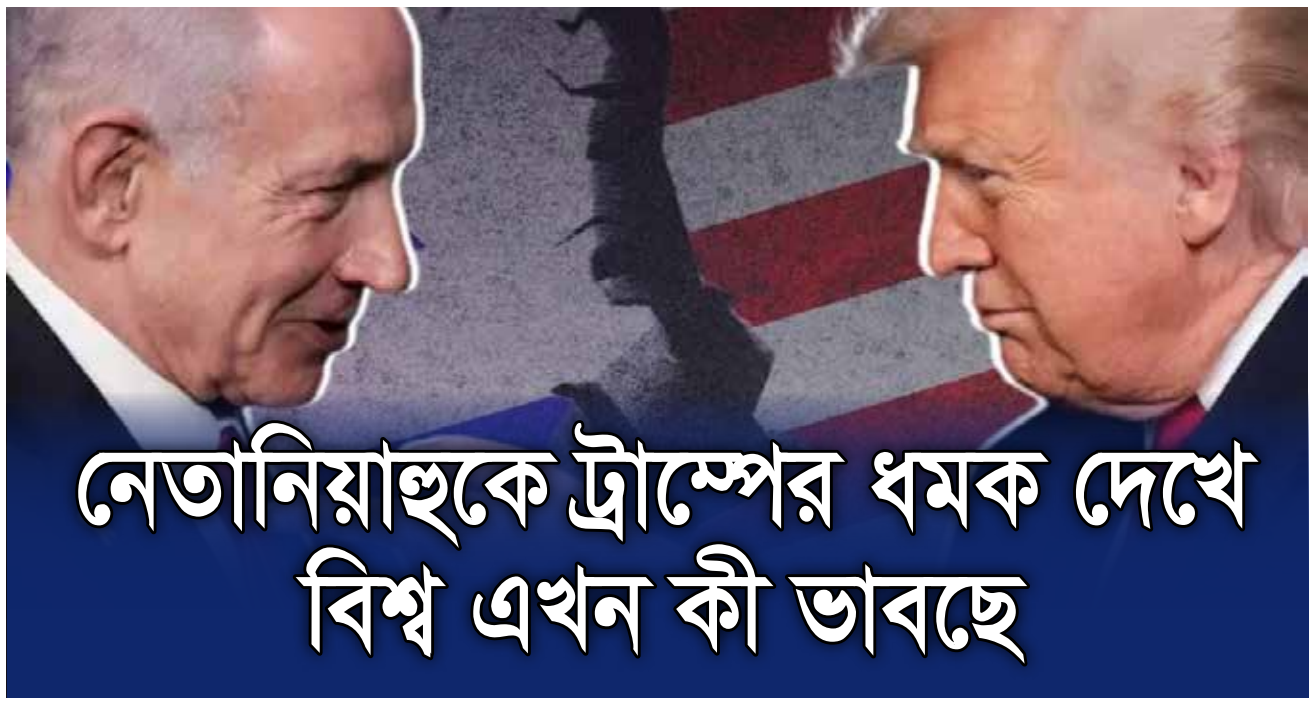

নেতানিয়াহুকে ট্রাম্পের ধমক দেখে বিশ্ব এখন কী ভাবছে

পল নুকি

ইরান যুদ্ধ এবং যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক চাপের আবহে যখন বিশ্বরাজনীতি টালমাটাল, তখন ডোনাল্ড ট্রাম্প ও বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সাম্প্রতিক ফোনালাপ ফাঁস নতুন বিতর্ক উসকে দিয়েছে। বিশেষ করে ওই ফোনালাপে ট্রাম্পের কঠোর ভাষা ও প্রকাশ্য ক্ষোভ এখন আন্তর্জাতিক রাজনীতির আলোচনার কেন্দ্রে চলে এসেছে।

ফাঁস হওয়া তথ্য অনুযায়ী, ফোনালাপের সময় লেবাননে ইসরায়েলের অব্যাহত সামরিক অভিযান নিয়ে ট্রাম্প তীব্র বিরক্তি প্রকাশ করেন। তিনি সরাসরি বলেন, 'তুমি কী করছ এসব? তুমি একেবারে পাগল হয়ে গেছ। আমি না থাকলে তুমি এখন জেলে থাকতে।' ট্রাম্পের এই বক্তব্য শুধু কূটনৈতিক সৌজন্য ভেঙে দেয়নি, বরং দুই নেতার সম্পর্কের ভেতরের টানাপোড়েনও স্পষ্ট করে তুলেছে বলে বিশ্লেষকদের মত।

সবচেয়ে আলোচিত অংশ আসে এরপরই। ট্রাম্প আরও তীব্র ভাষায় বলেন, 'এখন সবাই তোমাকে ঘৃণা করে। সবাই ইসরায়েলকে ঘৃণা করে এই কারণে।' এই মন্তব্য ঘিরে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। কারণ, এটি শুধু একটি ব্যক্তিগত ক্ষোভ নয়, বরং এটিকে ইসরায়েল সম্পর্কে বৈশ্বিক জনমতের পরিবর্তনের প্রতিফলন হিসেবেও দেখা হচ্ছে।

বিশ্লেষকদের মতে, ট্রাম্প সাধারণত রাজনৈতিক সীমারেখা ভেঙে বক্তব্য দিতে অভ্যস্ত। তিনি প্রতিপক্ষকে চাপে ফেলতে এবং আলোচনার নিয়ন্ত্রণ নিতে আক্রমণাত্মক ভাষা ব্যবহার করেন। কিন্তু এবার তাঁর মন্তব্যে কেবল কৌশল নয়, বরং ইসরায়েল ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরে ও বাইরে বাড়তে থাকা জনরোষের ছাপও স্পষ্ট।

ইহুদি রাষ্ট্র ইসরায়েলের সমর্থক মহলে এই মন্তব্য গভীর উদ্বেগ তৈরি করেছে। কারণ, 'সবাই ইসরায়েলকে ঘৃণা করে' ধরনের বক্তব্য শুধু রাজনৈতিক সমালোচনা নয়, বরং ঐতিহাসিকভাবে সংবেদনশীল এক বাস্তবতাকে সামনে এনে দাঁড় করায়, যা দীর্ঘদিন ধরে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে জটিলতা সৃষ্টি করে এসেছে।

ওয়াশিংটনভিত্তিক গবেষণাপ্রতিষ্ঠান পিউ রিসার্চ সেন্টারের তথ্য এই পরিবর্তনের একটি পরিসংখ্যানগত চিত্র দেয়। তাদের জরিপ অনুযায়ী, বিশ্বের ২৪টি দেশের মধ্যে ৬২ শতাংশ মানুষ গত বছর ইসরায়েল সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা পোষণ করেছেন। অন্যদিকে মাত্র ২৯ শতাংশ মানুষ ইতিবাচক মত দিয়েছেন।

এই প্রবণতা শুধু বৈশ্বিক পর্যায়েই সীমিত নয়। যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরেও ইসরায়েল সম্পর্কে মনোভাব দ্রুত বদলাচ্ছে। জরিপ অনুযায়ী, ৫৩ শতাংশ মার্কিন নাগরিক এখন ইসরায়েল সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা পোষণ করেন, যা মাত্র দুই বছরের ব্যবধানে ১১ শতাংশ পয়েন্ট বেড়েছে।

অন্য দেশগুলোর পরিস্থিতি আরও কঠোর। অস্ট্রেলিয়া, গ্রিস, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, নেদারল্যান্ডস, স্পেন, সুইডেন, তুরস্কসহ কয়েকটি দেশে প্রায় তিন-চতুর্থাংশ মানুষ ইসরায়েলের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করেন। এই তথ্য আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ইসরায়েলের ক্রমবর্ধমান একাকিত্বের ইঙ্গিত দেয় বলে বিশ্লেষকেরা মনে করছেন।

ইসরায়েলের অভ্যন্তরে এই বাস্তবতা নিয়ে সচেতনতা থাকলেও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে ভিন্নতা রয়েছে। পিউ রিসার্চ সেন্টারের জরিপে দেখা যায়, ৫৮ শতাংশ ইসরায়েলি নাগরিক মনে করেন, বিশ্বে তাঁদের দেশের প্রতি সম্মান কমে যাওয়ার মূল কারণ হলো ইহুদিবিরোধিতা বা আন্তর্জাতিক অজ্ঞতা।

তবে অন্য একটি দৃষ্টিভঙ্গি বলছে, বিষয়টি শুধু ধারণাগত নয়, বরং চলমান যুদ্ধ পরিস্থিতি এবং গাজা, পশ্চিম তীর ও লেবাননে ব্যাপক বেসামরিক প্রাণহানির বাস্তবতার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত। দীর্ঘস্থায়ী সংঘাতে ১০ হাজার সাধারণ মানুষের মৃত্যু বিশ্বজনমতকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে।

সংবাদ সংস্থা অ্যাক্সিওসএ উদ্ধৃত মার্কিন কর্মকর্তাদের তথ্য অনুযায়ী, ফোনালাপে ট্রাম্প স্বীকার করেন, তিনি জানেন হিজবুল্লাহ ইসরায়েলের ওপর আক্রমণ চালাচ্ছে। কিন্তু তাঁর মতে, নেতানিয়াহু পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে 'অতিরিক্ত ও অসমানুপাতিকভাবে' সামরিক পদক্ষেপ নিচ্ছেন। তিনি বিশেষভাবে উদ্বেগ প্রকাশ করেন, লেবাননে ইসরায়েলের হামলায় বিপুলসংখ্যক বেসামরিক মানুষ নিহত হচ্ছে।

বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়

LAW OFFICES

Toll Free: 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256

(To schedule appointment only)

Moin & Michael

এক্সিডেন্ট কেইসেস-মেডিক্যাল ম্যালপ্রেক্টিস

বিনামূল্যে পরামর্শ

প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন

- গাড়ী এক্সিডেন্ট
- কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- ট্রিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
- লেড পয়জনিং
- **IMMIGRATION**

(Consultation fee applies)

ক্লায়েন্টেদের জন্য আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি

Attorney
Michigan Only.

Attorney
Michigan Only.

Attorney
New Jersey Only

Attorney, Buffalo
New York Only

Attorney
Connecticut Only

Attorney
Pennsylvania Only

WWW.MOINLAW.COM

Prior Result Does Not Guarantee future outcome of any cases
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and Michigan State Supreme Court only.
Michael Taub is admitted in New York State Only.

গণশত্রু থেকে গ্লোবাল ওয়ার্মিং: প্রকৃতি, মিডিয়া ও প্রতিরোধের গল্প

রাজীব নন্দী

আমরা যখন পরিবেশ নিয়ে কথা বলি, তখন সাধারণত কিছু পরিচিত ছবি ভেসে ওঠেড়ালতে থাকা হিমবাহ, কাটা পড়া বন, প্লাস্টিকে ভরা সমুদ্র কিংবা ধোঁয়ায় ঢেকে যাওয়া শহর। কিন্তু পরিবেশ আসলে শুধু 'প্রকৃতি'র বিষয় নয়। এটি গল্পের বিষয়, ক্ষমতার ও মিডিয়ার বিষয়। আরও স্পষ্ট করে বললেড়কে পৃথিবীর গল্প বলবে, আর কে শুধু সেই গল্পের ভুক্তভোগী হয়ে থাকবেড়এই প্রশ্নও পরিবেশের অংশ।

হলিউড বহু বছর ধরেই পৃথিবীর শেষ হয়ে যাওয়ার গল্প বানাচ্ছে। 'দ্য ডে আফটার টুমরো', 'ইন্টারস্টেলার', 'অ্যাভাটার' কিংবা সাম্প্রতিক 'ডোন্ট লুক আপ'ড়সব সিনেমাতেই পৃথিবী বিপদের মুখে। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, এই সিনেমাগুলোর বেশিরভাগ সংকট গ্লোবাল হলেও তার নায়ক প্রায় সবসময়ই আমেরিকা। যেন পৃথিবী মানেই ওয়াশিংটন বা নিউ ইয়র্ক। অথচ জলবায়ু বিপর্যয়ের সবচেয়ে বাস্তব গল্পগুলো ঘটছে ঢাকার উপকণ্ঠে, সুন্দরবনের পাশে, কলকাতার তাপদগ্ধ রাস্তায়, পাকিস্তানের বন্যায় কিংবা আফ্রিকার খরাপীড়িত গ্রামে। পৃথিবীর সবচেয়ে কম কার্বন নিঃসরণ করা মানুষগুলোই আজ সবচেয়ে বেশি বিপদের মধ্যে। এটিই পরিবেশ রাজনীতির সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি।

গ্লোবাল সাউথের দেশগুলো বহুদিন ধরেই বলে আসছেড় তোমরা উন্নয়ন করেছ, আমরা মূল্য দিচ্ছি'। জলবায়ু পরিবর্তন এখানে শুধু তাপমাত্রার প্রশ্ন নয়; এটি ইতিহাসের প্রশ্ন। উপনিবেশবাদ, শিল্পায়ন, পুঁজিবাদড়সব মিলিয়ে তৈরি হয়েছে এক ধরনের 'কার্বন সাম্রাজ্যবাদ'। গবেষকরা একে বলছেন ক্লাইমেট ইনজাস্টিসড় যেখানে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ সিদ্ধান্ত গ্রহণের টেবিলেই উপস্থিত নেই। বাংলাদেশ এই বৈশ্বিক অন্যায়ের সবচেয়ে নাটকীয় উদাহরণগুলোর একটি।

পৃথিবীর মোট কার্বন নিঃসরণে বাংলাদেশের অবদান নগণ্য। অথচ ঘূর্ণিঝড়, নদীভাঙন, লবণাক্ততা আর জলবায়ু উদ্বাস্তুড়সবকিছুর সবচেয়ে নির্মম অভিঘাত এখানেই। উপকূলের মানুষ শহরে আসছে। শহর তাদের জায়গা দিতে পারছে না। ফলে পরিবেশ সংকট একসময় সামাজিক সংকটে পরিণত হচ্ছে।

এই জায়গায় এসে পরিবেশ আর সমাজতত্ত্ব আলাদা থাকে না। সমাজতত্ত্ব আমাদের শেখায়ড়দুর্যোগ কখনও 'সবার জন্য সমান' নয়। ঢাকার ধনী এলাকার মানুষ এয়ার পিউরিফায়ার কিনতে পারে, কিন্তু বস্তির মানুষ দূষিত বাতাসই শ্বাস নেয়। দিল্লির অভিজাতরা হিটওয়েভের মধ্যে এসি চালায়, কিন্তু রাস্তায় কাজ করা শ্রমিকের শরীরই হয়ে ওঠে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রথম শিকার।

কিন্তু এই গল্পগুলো আমরা কীভাবে জানি? এখানেই আসে কমিউনিকেশন স্টাডিজ।

মিডিয়া শুধু খবর দেয় না, মিডিয়া বাস্তবতাও তৈরি করে। কোন বিপর্যয় 'বড় খবর' হবে, কোন মৃত্যু 'পরিসংখ্যান' হয়ে থাকবেড়তা অনেকটাই নির্ভর করে মিডিয়ার ওপর। ইউরোপে বন্যা হলে সেটি হয় 'গ্লোবাল ট্র্যাজেডি', কিন্তু বাংলাদেশের উপকূলে হাজার মানুষ গৃহহীন হলে সেটি অনেক সময় 'লোকাল নিউজ' হয়েও থাকে না।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম অবশ্য এই সমীকরণ কিছুটা বদলে দিয়েছে। এখন কক্সবাজারের একজন তরুণীও ভিডিও বানিয়ে বলতে পারেন সমুদ্র কীভাবে তার বাড়ি গ্রাস করছে। সুন্দরবনের জেলে নিজের ভাষায় জলবায়ুর গল্প বলতে পারেন। অর্থাৎ পরিবেশ আন্দোলন এখন শুধু রাষ্ট্র বা এনজিওর বিষয় নয়, এটি মানুষের ব্যক্তিগত গল্প বলার জায়গাও হয়ে উঠছে।

ভারতীয় সিনেমাতেও পরিবেশ এখন ধীরে ধীরে রাজনৈতিক হয়ে উঠছে। অমিতাভ বচ্চনের 'আরক্ষণ' বা দক্ষিণ ভারতের অনেক সিনেমায় উন্নয়ন বনাম প্রকৃতির দ্বন্দ্ব দেখা যায়। সাম্প্রতিক মালায়ালাম সিনেমাগুলোতে পাহাড় কাটা, নদী দখল বা করপোরেট আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তীব্র রাজনৈতিক ভাষা তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশি সিনেমা এখনো খুব শক্তিশালীভাবে জলবায়ু সংকটকে ধারণ করতে পারেনি, কিন্তু ডকুমেন্টারি ও স্বাধীন চলচ্চিত্রে এই চেষ্টাগুলো বাড়ছে।

মজার ব্যাপার হলো, পরিবেশ নিয়ে সবচেয়ে শক্তিশালী কাজগুলো প্রায়ই 'মেইনস্ট্রিম' নয়। কারণ প্রকৃত পরিবেশ রাজনীতি *বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

আওয়ামী লীগ দুই বছরে কতটা বদলাল

নাদিম মাহমুদ

চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানের প্রায় দুই বছর হতে চলেছে। এই দীর্ঘ সময়ে দেশের রাজনৈতিক অঙ্গন থেকে শুরু করে শিল্প-সাংস্কৃতিক, শিক্ষাঙ্গনসহ নানা জায়গায় একধরনের পরিবর্তন এসেছে, যা অতীতে কখনো হয়নি।

মব সংস্কৃতির ঘেরাটোপে ইতিবাচক পরিবর্তনের জায়গায় নেতিবাচক পরিবর্তনের পাল্লা ভারী থাকলেও দেশের গণতান্ত্রিক যাত্রার সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে।

ফলে এখন অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন, গণ-অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ (কার্যক্রম নিষিদ্ধ) কি তাহলে ফিরছে?

আওয়ামী লীগ ফিরবে, নাকি ফিরবে না, সেটি নির্ভর করবে দলটির নেতৃত্ব ও এই দেশের জনগণের ওপর।

তবে আইনগতভাবে নিষিদ্ধ থাকা দলটি গণতান্ত্রিক যাত্রায় যোগ দেওয়ার আগে আমাদের প্রশ্ন তুলতে হবে, স্বৈরাচারী তকমা পাওয়া দলটি গত দুই বছর নিজেদের মধ্যে ঠিক কতটা পরিবর্তন আনতে পারছে, যা দেখে এই দেশের মানুষ তাদের রাজনীতিতে ফেরার পাটাতন তৈরি করবে।

দলটির জনপ্রিয়তা কমছে, না বাড়ছে, সেই প্রশ্ন তোলার আগে আমাদের জানতে হবে আওয়ামী লীগ গত দুই বছর রাজনৈতিকভাবে কতটা সক্রিয় থাকতে পেরেছে।

মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বে দেওয়া দেশের প্রাচীনতম এই রাজনৈতিক দলটির সাংগঠনিক কাঠামোয় যে নীতি ও আদর্শের জায়গা ছিল, সেই জায়গা থেকে গত এক দশক তারা সরে যায়।

বিনা ভোটের নির্বাচনে সংসদ সদস্য হওয়া ও মন্ত্রিত্বের ভাগাভাগি দলটির তৃণমূল কাঠামো একবারে ভেঙে দেয়।

আমলাতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থায় হারিয়ে যায় রাজনৈতিক সরকার কাঠামো। ফলে আওয়ামী লীগের শাসনামল তৃণমূলের রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতায় জর্জরিত হয়ে পড়ে।

দুর্নীতি, গুম-খুন ও অলিগার্কিক ক্ষমতা চর্চার মধ্য দিয়ে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া দলটি চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানের মুখে পড়ে যায়। ক্ষমতাচ্যুত হয় শেখ হাসিনার সরকার।

এখন প্রশ্ন হলো, যে কারণগুলোর জন্য আওয়ামী লীগ আজ স্মরণকালের সবচেয়ে বড় সংকটের মুখে, সেই কারণগুলো কি আদৌও দলটি ধরতে পেরেছে? তারা নিজেদের মধ্যে ঠিক কতটা শুদ্ধি আনতে পেরেছে?

আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় থাকাকালে দলটির সংসদ সদস্যমন্ত্রীদের দুর্নীতি ও অবৈধ সম্পদ অর্জনের খবর পত্রপত্রিকায় নিয়মিত আসত।

পত্রিকায় খবর প্রকাশের পরও ব্যাংক লুটেরাদের থামাতে ব্যর্থ হওয়া আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব নিশ্চয় এখন সেই বিষয় আমলে নিয়েছে।

সংকটকালে দলের হাজার হাজার নেতা-কর্মী যখন জেলহাজতে, তখন অর্থ লোপাটকারীরা ভিনদেশে বেশ সচ্ছলতায় দিন যাপন করার খবর পত্রিকার পাতায় এসেছে।

দলের নেতা-কর্মীদের পাশে না দাঁড়ানো সেসব আওয়ামী সংসদ সদস্য, মন্ত্রীদের মধ্যে অনেকেই এখন 'মিউট মুডে' গেছেন। আলোচনা থেকে খসে পড়েছেন এককালের প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতারা।

অনেকের রাজনৈতিক ক্যারিয়ারের ইতিও ঘটছে। অনলাইনভিত্তিক প্ল্যাটফর্মগুলোতে যেসব নেতা বক্তব্য দিচ্ছেন, তাঁদের মধ্যে একটি অংশ নিজেদের কিছু ভুলভ্রান্তির কথা মৃদুস্বরে বললেও কাঠামোগতভাবে তাঁদের পরিবর্তন তেমন চোখে পড়ার মতো নয়।

তরুণ প্রজন্মের একটি বড় অংশের কাছে আওয়ামী লীগের যে নেতিবাচক ভাবমূর্তি তৈরি হয়েছিল, সেই ভাবমূর্তিকে ইতিবাচক করার জন্য দলটির কোনো কার্যক্রম ও কথাবার্তায় লক্ষণীয় ছিল না।

পতনের পর দলটির ভেতর থেকে তরুণদের আকৃষ্ট করার মতো নেতৃত্ব ঠিক কতটা তারা তৈরি করতে পেরেছে, তা নিয়ে প্রশ্ন থাকছে। একই সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধুর আদর্শের ওপর ভিত্তি করে রাজনৈতিক পাটাতন তৈরির বয়ান তরুণেরা কতটা গ্রহণ করছেন, সেটাও উপলব্ধির বিষয় হতে পারে।

পঁচাত্তরপরবর্তী সময়ে আওয়ামী লীগের ভেতর দলাদলি কিংবা সংগঠনটিতে ফাটল ধরলেও এবার এই সংকটে তেমনটা আমরা দেখতে পাইনি।

'রিফাইন্ড আওয়ামী লীগ' নিয়ে গুঞ্জন তৈরি হলেও *বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক

Bangladesh Society, Inc.

86-24 Whitney Avenue, Elmhurst, New York 11373 • Tel: 718-440-8547 • email: info@bangladeshsocietyinc.com • www.bangladeshsocietyinc.com

সদস্য নিবন্ধনের আহ্বান

শেষ তারিখ : ৩০ জুন, মঙ্গলবার ২০২৬ ◆ সময় : দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৬টা পর্যন্ত

স্থান : বাংলাদেশ সোসাইটি ভবন, 86-24 Whitney Ave, Elmhurst, NY 11373

বিশেষ দ্রষ্টব্য:- সকলের সুবিধার্থে নিবন্ধন কার্যক্রমের শেষ সপ্তাহ জুন ২৪ বুধবার থেকে জুন ২৯ রবিবার পর্যন্ত প্রতিদিন বিকেল ৫ থেকে বিকাল ৮ পর্যন্ত সোসাইটির কার্যালয় নিবন্ধন কার্যক্রমের জন্য খোলা থাকবে। এছাড়াও কার্যকরী পরিষদের সদস্যদের সাথে যোগাযোগ করেও নিবন্ধন কার্যক্রম সম্পন্ন করা যাবে।

যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত সকল প্রবাসী বাংলাদেশীদের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে প্রবাসী বাংলাদেশীদের আম্ব্রেলা সংগঠন বাংলাদেশ সোসাইটির আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে সদস্য নিবন্ধনের শেষ তারিখ আগামী ৩০ জুন ২০২৬ নির্ধারণ করা হয়েছে। আপনারা যারা সোসাইটির নির্বাচনে অংশ নিতে ইচ্ছুক বা ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে চান তাদেরকে আজীবন সদস্য বা সাধারণ সদস্য হিসেবে নাম নিবন্ধন করার জন্য বিনীত অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

নিয়মাবলী

১. সোসাইটির নির্ধারিত ফরম পরিষ্কারভাবে সব তথ্য পূরণ করতে হবে। ফরম জমা দানের পূর্বে ফর্মে দেওয়া সব তথ্য ঠিক আছে কিনা যাচাই করে নেবেন। ফর্মে দেওয়া কোন তথ্য অসম্পূর্ণ বা ভুল থাকলে, মানি রিসিট থাকলেও ফর্মটি বাতিল বলে গণ্য হবে। উল্লেখ্য সদস্য নিবন্ধন ফরম সোসাইটির ওয়েবসাইট (www.bangladeshsocietyinc.com) অথবা অফিস থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন।

২. যদি কেউ একের অধিক সদস্য নিবন্ধন এর জন্য ফরম জমা দিতে চান তাহলে তাকে অবশ্যই আলাদা করে নির্ধারিত আরেকটি টালিসিট সংগ্রহ করে সেখানে সব সদস্যের নাম এবং জন্ম সাল সহ অন্যান্য তথ্য সঠিকভাবে পূরণ করে তাও সাথে জমা দিতে হবে। একই সাথে টালি শিটে থাকা রিসিট নাম্বারটি প্রত্যেকটি ফর্মে লিখে দিতে হবে।

৩. **সদস্য নিবন্ধনের ফি :-** আজীবন সদস্যদের জন্য ৫০০ ডলার এবং সাধারণ সদস্যদের জন্য ২০ ডলার হারে নগদ পরিশোধ করতে হবে। বিশেষ দ্রষ্টব্য কোন ধরনের ভাংতি দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে না, তাই সবাইকে এক্সাক্ট অ্যামাউন্ট নিয়ে আসার অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

অনলাইন মেম্বারশিপ

বাংলাদেশ সোসাইটির নতুন সদস্যপদ গ্রহণ ও নবায়ন কার্যক্রম এখন থেকে অনলাইনের মাধ্যমে সম্পন্ন করা যাবে। ঘরে বসেই সোসাইটির ওয়েবসাইটে লগইন (member-service.bangladeshsocietyinc.com) করে নির্ধারিত ফরম পূরণ এবং অনলাইন পেমেন্টের মাধ্যমে সহজেই সদস্যপদের আবেদন বা নবায়ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব।

সোসাইটির আসন্ন নির্বাচনে অংশগ্রহণ বা ভোটাধিকার প্রয়োগে আগ্রহীদের আগামী ১৫ জুনের মধ্যে অনলাইন মেম্বারশিপ সম্পন্ন করার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে। এছাড়াও যারা সরাসরি এসে সদস্যপদ কার্যক্রম সম্পন্ন করতে চান, তারা আগামী ৩০ জুন পর্যন্ত সোসাইটির অফিসে এসে সদস্যপদ গ্রহণ বা নবায়ন করতে পারবেন।

বাংলাদেশ সোসাইটি পরীক্ষামূলকভাবে এই অনলাইন মেম্বারশিপ কার্যক্রম চালু করেছে। কার্যক্রম পরিচালনার সময় কোনো ধরনের সমস্যা বা অসুবিধা দেখা দিলে অনুগ্রহ করে সোসাইটির দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

অনুরোধক্রমে

আতাউর রহমান সেলিম
সভাপতি, ৯১৭-২৯৪-০৯৭০

আবুল কালাম ভূইয়া
ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক, ৯১৭-৮৯২-৭১৯৯

Scan to Login

মো: মহিউদ্দীন দেওয়ান *(সিনিয়র সহ-সভাপতি)* ৯১৭-৫২৩-১৩৪৪, **মো: কামরুজ্জামান কামরুল** *(সহ-সভাপতি)* ৭১৮-৯৭১-৪৭৬৯, **আবুল কালাম ভূইয়া** *(সহ-সাধারণ সম্পাদক)* ৯১৭-৮৯২-৭১৯৯, **মফিজুল ইসলাম ভূইয়া (রুমি)** *(কোষাধ্যক্ষ)*, ৩৪৭-৮৯৬-২৮০২, **ডিউক খান** *(সাংগঠনিক সম্পাদক)* ৯১৭-৭৮৩-৫৪৯৯, **অনিক রাজ** *(সাংস্কৃতিক সম্পাদক)* ৯৩৪-৪৪৪-১৮৬৩, **রিজু মোহাম্মদ** *(প্রচার ও গণসংযোগ সম্পাদক)* ৭১৮-৫৮১-৬৬৩৭, **জামিল আনসারী** *(সমাজকল্যাণ সম্পাদক)* ৩৪৭-৮৩৩-১০২৮, **মো: আখতার বাবুল** *(সাহিত্য সম্পাদক)* ৬৪৬-৫৭৫-৭০৫৩, **আশ্রাব আলী খাঁন লিটন** *(ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক)* ৯১৭-৪৯৭-২৮৩৯, **মোহাম্মদ হাসান (জিলানী)** *(স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক)* ৯১৭-৯৭১-৭৭৯৩, ***কার্যকরী সদস্য:*** **হারুন উর রশিদ** ৯১৭-৪৪৩-৭৮৩৮, **জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী** ৭১৮-৭৩৭-২৭৪৮, **মোঃ সিদ্দিক পাটওয়ারী** ৭১৮-২১৯-৭৯৭৭, **আবুল কাশেম চৌধুরী** ৬৪৬-৫১০-৬২৪৫, **মুনসুর আহমেদ** ৯২৯-৯২০-৬০৫৬ ও **হাছান খান** ৩১৩-৩২৭-৯৪১৮

প্রচারে: **রিজু মোহাম্মদ,** *প্রচার সম্পাদক*

ঘরোয়া মসলায় লুকিয়ে থাকা চিকিৎসাগুণ সম্পর্কে জানেন?

পরিচয় ডেস্ক: রান্নাঘরের তাকে সাজানো থাকে হরেক রকমের মসলা। রান্নায় একটুখানি মসলার ব্যবহার রান্নাকে করে তোলে আরও সুস্বাদু। তবে মসলার ক্ষেত্রে শুধু রান্নায় স্বাদের কথাই কেন বলি; আমাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় রয়েছে এর দারুণ সব চিকিৎসাগুণ। যেন একের ভেতর দুই! মসলায় রয়েছে বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন, খনিজ উপাদান ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, যা স্বাস্থ্য সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ওষুধি গুণের কারণে প্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন রোগের চিকিৎসায় নানা ধরনের মসলার ব্যবহার প্রচলিত হয়ে আসছে। মসলার চিকিৎসাগুণ সম্পর্কে আমাদের বিস্তারিত জানিয়েছেন এমএইচ সমরিতা হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজের পুষ্টিবিদ আঞ্জুমান আরা শিমুল। তিনি বলেন, 'রান্নাঘরের চিরচেনা মসলাগুলো আমাদের প্রতিদিনের ছোটখাটো অসুস্থতা থেকে দূরে রাখে। তবে এগুলোকে ওষুধের বিকল্প হিসেবে নিয়মিত গ্রহণের আগে নিজের শরীরের অবস্থা ও প্রয়োজন বুঝে পরিমিত পরিমাণে খাওয়া উচিত।'

হলুদ

হলুদ আমাদের শরীরের জন্য এক অনন্য 'সুরক্ষা প্রাচীর'। হলুদের মূল উপাদান হলো কারকিউমিন, যার রয়েছে শক্তিশালী অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি বৈশিষ্ট্য। যারা আর্থ্রাইটিসে ভুগছেন, তাদের ব্যথা ও ফোলাভাব কমাতে হলুদ সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। এছাড়া আলঝেইমার ও ডিপ্রেশনে আক্রান্ত ব্যক্তিদের মস্তিষ্কের প্রদাহ কমাতেও কারকিউমিনের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে।

এখানেই শেষ নয়। হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস এবং হজমজনিত সমস্যার ক্ষেত্রে হলুদ উপকারী ভূমিকা রাখতে পারে। পাশাপাশি রক্ত পরিশোধন, সোরিয়াসিস ও ত্বকের চুলকানির উপশমে এবং কিছু কিছু ক্যানসার প্রতিরোধে হলুদের সম্ভাব্য কার্যকারিতা রয়েছে। এছাড়াও হলুদের অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল ও অ্যান্টিভাইরাল বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা ঠান্ডা-কাশি উপশমে সহায়তা করতে পারে।

আদা

আদাকে আমাদের পরিপাকতন্ত্রের পরম বন্ধু বলা যেতে পারে। এর ঝাঁঝালো স্বাদের ভেতরে লুকিয়ে আছে জিঞ্জেরল নামের একটি উপকারী উপাদান, যা আদার ওষুধি গুণের মূল উৎস। বদহজম, বমিবমি ভাব, পেট ফাঁপা এবং মোশন সিকনেস দূর করতে আদার জুড়ি মেলা ভার।

আদা আমাদের দেহের কোষকে সুরক্ষিত রাখতে সাহায্য করে।

এতে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি উভয় ধরনের বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা শরীরের বিভিন্ন ধরনের প্রদাহ কমায়। এছাড়া আদা রক্তচাপ ও রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করতে পারে।

দারুচিনি

দারুচিনির মিষ্টি সুবাস কেবল পায়েস বা মাংসের স্বাদই বাড়ায় না, এটি আমাদের শরীরের শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণেও সহায়ক ভূমিকা পালন করে। যাদের রক্তে সুগারের মাত্রা বেশি, তাদের জন্য দারুচিনি উপকারী হতে পারে। এটি খাবারে প্রাকৃতিক মিষ্টি স্বাদ যোগ করে, ফলে অনেক ক্ষেত্রে চিনির ব্যবহার কমানো সম্ভব হয়। বিশেষ করে টাইপ-২ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের রক্তে সুগারের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে দারুচিনি সহায়তা করে। তবে এটি কোনো ওষুধের বিকল্প নয়; বরং স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যাভ্যাস ও জীবনযাপনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

এছাড়াও দারুচিনি রক্তে ট্রাইগ্লিসারাইড ও কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে হার্টের সুরক্ষায় ভূমিকা রাখতে পারে। একইসঙ্গে শরীরের বিভিন্ন প্রদাহ কমাতে এবং কোষকে সুরক্ষা দিতে সাহায্য করে। পাশাপাশি কিছু ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে এবং অ্যালঝেইমার ও পারকিনসনস রোগের ঝুঁকি কমানোর ক্ষেত্রেও দারুচিনি কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে।

রসুন

রসুনকে হৃদপিণ্ডের এক বিশ্বস্ত প্রহরী বলা চলে। রসুনে অ্যালিসিন নামক একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান রয়েছে, যা স্বাস্থ্য সুরক্ষায় শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে। রসুনের কোয়া কুঁচি করে কেটে বা থেঁতলে কিছুক্ষণ রেখে দিলে অ্যালিসিন নিঃসৃত হয়। রসুনকে প্রাকৃতিক অ্যান্টিবায়োটিক বলা যেতে পারে। এটি হার্টকে সুস্থ রাখতে এবং শরীরের রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে পারে। এছাড়া রসুন রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে এবং কিছু কিছু ক্যানসার কোষের বৃদ্ধি প্রতিরোধে সহায়ক।

কালোজিরা

ছোট্ট কালো দানার এই মসলাটি দীর্ঘদিন ধরে ওষুধি গুণের জন্য পরিচিত। কালোজিরার প্রধান উপাদান থাইমোকুইনোন। এটি শরীরের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করতে সাহায্য করতে পারে।

পাকস্থলীতে আলসারের অন্যতম কারণ হলো হেলিকোব্যাক্টার পাইলোরি ব্যাকটেরিয়া। কালোজিরা এই ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে কাজ করে এবং অ্যান্টিআলসারেন্ট হিসেবে কাজ করে। এছাড়াও কালোজিরা হাঁপানি, অ্যাজমা, কাশি ও শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় বেশ উপকারী। এর অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল ও অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সাহায্য করে। কালোজিরা রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে, কিডনির সুরক্ষায় এবং নাকের অ্যালার্জি কমাতেও ভূমিকা রাখতে পারে।

কালোজিরা ক্ষুধা কমায়, যা ওজন নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করতে পারে। এছাড়া এতে আয়রন ও ক্যালসিয়াম রয়েছে, যা স্তন্যদানকারী মায়েদের দুধ উৎপাদন বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

লবঙ্গ

ছোট্ট লবঙ্গটি দেখতে অনেকটা পেরেকের মতো। আর এটি আমাদের শরীরের বিভিন্ন জীবাণুকেও ঠিক সেভাবেই আটকে দেয়। এতে উপস্থিত ইউজেনল নামক উপাদান প্রাকৃতিক ব্যথানাশক হিসেবে কাজ করে।

দাঁতের তীব্র ব্যথা বা মাড়ির সংক্রমণে লবঙ্গ দ্রুত আরাম দিতে পারে। মুখে একটি লবঙ্গ রাখলে দুর্গন্ধ কমার পাশাপাশি শুকনো কাশিও কমে যায়।

লবঙ্গে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

যে ৫ উপসর্গ থাকলে কিডনির অসুখের বিষয়ে সতর্ক হোন

পরিচয় ডেস্ক: বর্তমানে কিডনি রোগী ব্যাপক বাড়ছে। এ অসুখ ধরা পড়তে অনেকটা বেশি সময় লেগে যায়।

কিডনির প্রায় ৮০-৯০ শতাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত এটা নিয়ে সচেতন হয় না কেউ। অনেক ক্ষেত্রেই একটি কিডনি বিকল হলেও কাজ চলতে থাকে অন্যটি দিয়ে, ফলে ক্ষতি সম্পর্কে আগে থেকে আঁচ করা মুশকিল। অন্যান্য রোগের মতোই কিডনির অসুখেও খাওয়াদাওয়ায় অনেক রকম বিধিনিষেধ থাকে। পানি খাওয়ার পরিমাণেও লাগাম টানতে হয় কিডনির অসুখ হলে। ফলে কিডনিকে ভুলেও অবহেলা নয়। কোন সাধারণ লক্ষণগুলো দেখলে কিডনির অসুখের বিষয়ে সতর্ক হবেন?

১) মূত্রের সমস্যা: বার বার প্রস্রাবের বেগ আসছে মানেই যে ডায়াবিটিস, এমনটা কিন্তু নয়। কিডনির অসুখেরও লক্ষণ হতে পারে এটি। বিশেষত রাতে স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি বার মূত্রত্যাগ করতে উঠলে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। মূত্রের সঙ্গে রক্তপাত বা মূত্রে অতিরিক্ত ফেনা হওয়াও কিডনি খারাপ হওয়ার উপসর্গ।

২) ত্বকের সমস্যা: শরীরের লবণ ও প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থের ভারসাম্য রক্ষা করা কিডনির কাজ। ত্বকের জেল্লা বজায় রাখতে ও হাড়ের স্বাস্থ্যরক্ষায় এই উপাদানগুলোর বড় ভূমিকা থাকে। কিডনি বিকল হতে শুরু করলে শুষ্ক খসখসে ত্বক, ত্বকের ঘা, চুলকানি ও হাড়ের সমস্যা দেখা দিতে পারে।

৩) অনিদ্রা: রাতের পর রাত জেগেই কাটাচ্ছেন?

দিনের শুরুতে সেরা ৪ পানীয়

পরিচয় ডেস্ক: দিনের শুরুটা সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর হওয়া জরুরি। কারণ এসময়টা সুন্দর হলে তার ইতিবাচক প্রভাব পড়ে পুরো দিনের ওপরেই। কথায় বলে, দিনটা কেমন যাবে তা সকাল দেখেই বলে দেওয়া যায়। সকালে আমরা যা খাই, তাও প্রভাব ফেলে আমাদের সারাদিনের সুস্থতায়। সকালের খাবার স্বাস্থ্যকর হলে শক্তি বৃদ্ধি করতে কাজ করে। সেইসঙ্গে ভালো হজমেও সহায়তা করে। অপরদিকে অস্বাস্থ্যকর বা ভুল খাবার সকালে খেলে তা উল্টো আচরণ করতে পারে। তাই সকালের খাবারে মনোযোগী হওয়া জরুরি। সকালে কিছু স্বাস্থ্যকর পানীয় পান করতে পারেন। চলুন জেনে নেওয়া যাক-

১. ডাবের পানি: ডাবের পানি কে না পছন্দ করে! এটি খেতে যেমন সুস্বাদু তেমনই পুষ্টিকর। তৃষ্ণা মেটানোর পাশাপাশি শরীরের বিভিন্ন উপকার করে ডাবের পানি।

এটি পেট প্রশমিত করে, ইলেক্ট্রোলাইটের ভারসাম্য বজায় রাখে। নিয়মিত ডাবের পানি পান করলে তা আপনাকে দীর্ঘ সময়ের জন্য হাইড্রেটেড রাখে এবং পেটের চর্বি ঝরাতে সাহায্য করে। তাই বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সকালে ডাবের পানি হতে পারে স্বাস্থ্যকর পানীয়।

২. লেবু-পানি: সকালে লেবু-পানি পান করার উপকারিতার কথা অনেকেই জেনে থাকবেন। সেজন্য আপনাকে যা করতে হবে তা হলো প্রথমে এক কাপ কুসুম গরম পানি নিয়ে তাতে অর্ধেক লেবুর রস মিশিয়ে নিতে হবে। এবার এই পানীয়তে চুমুক দিন। কিছুটা মিষ্টি স্বাদ পেতে চাইলে সামান্য মধু যোগ করতে পারেন। পানীয়টিতে ক্যালোরি কম। এটি হজমে সহায়তা করে, বিপাক ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং ভিটামিন সি এর ঘাটতি মেটাতে কাজ করে।

রাতে ফল খাওয়া কি সত্যিই ক্ষতিকর?

পরিচয় ডেস্ক: আমাদের চোখে দেখা ও বাজারে পাওয়া প্রায় সব ফলই ভিটামিন ও খনিজে পরিপূর্ণ। সেই সঙ্গে এগুলোতে পর্যাপ্ত পরিমাণে ফাইবার ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে। তাই এসব ফল খেলে অনায়াসে শরীরে পুষ্টির ঘাটতি মেটানো যায়। এছাড়া একাধিক জটিল অসুখ থেকেও রেহাই পাওয়া যায়।

তবে এসব উপকারী ফল নিয়েও মানুষের মনে রয়েছে হাজার রকমের ধারণা। অনেকেই মনে করেন রাতে ফল খাওয়া নাকি উচিত নয়। এটি করলে শরীর খারাপ করতে পারে। কিন্তু এই কথার পিছনে যুক্তি কী।

সত্যিই কি রাতে ফল খাওয়া শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর? নাকি এই ধারণা মিথ ছাড়া আর কিছুই নয়? তবে জেনে নিন এ বিষয়ে পুষ্টিবিদদের মতামত।

রাতে ফল খাওয়া কি ক্ষতিকর?

পুষ্টিবিদদের মতে, অনেকেই মনে করেন রাতে ফল খেলে বোধহয় শরীরের বড়সড় ক্ষতি হয়ে যাবে। তবে এই ধারণার কোনো অস্তিত্ব নেই। রাতে ফল খেলে তেমন কোনো শারীরিক ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে না।

তবে অনেকের আবার সন্ধ্যার পর ফল খেলে অ্যাসিডিটি হয়। তাই যাদের এই ধরনের সমস্যা হয়, তারা রাতে ফল খাওয়া এড়িয়ে চলুন। বাকিরা চাইলে রাতে ফল খেতে পারেন।

যেসব ফল এড়িয়ে চলবেন

যারা রাতে ফল খেতে চাইছেন, তারা অবশ্যই লেবু এড়িয়ে চলবেন। কমলালেবু, বাতাবিলেবু থেকে শুরু করে সব ধরনের লেবু খাওয়া বাদ দিন।

দিনে কী পরিমাণ ফল খাবেন

একজন সুস্থ সবল মানুষ দিনে ১৫০ থেকে ২০০ গ্রাম ফল খেতে পারেন। আর পেয়ারা, আপেলের মতো গোটা ফল দিনে দুটো খাওয়া যায়। তাতেই শরীর থাকে সুস্থ সবল। তবে ডায়াবেটিস থাকলে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ফল খেতে যাবেন না। চিকিৎসক যেসব ফল খেতে বলবেন এবং যে পরিমাণ খেতে বলবেন সে পরিমাণই খেতে হবে।

ফলের রস

ফলের উপকার পেতে চাইলে ফলের রস খাওয়া যাবে না। কারণ, ফলের রস করে খেলে ভিটামিন, খনিজ অনেকটাই নষ্ট হয়ে যায়। এমনকি রসে ফলের ফাইবার অংশও পাওয়া যায় না। যে কারণে ফলের রস খেলে সুগার বাড়তে পারে। এমনকি পিছু নিতে পারে একাধিক অসুখ। তাই ফলের রস খাওয়া বাদ দিয়ে গোটা ফল খেতে পারেন। এতে ফলে থাকা ভিটামিন ও খনিজ শরীর গ্রহণ করে নেবে।

দৃষ্টিশক্তি বাড়ানোসহ যত গুণ পেয়ারায়

পরিচয় ডেস্ক: পেয়ারায় রয়েছে একাধিক পুষ্টিগুণ। এতে রয়েছে নানান ভিটামিন ও খনিজ। এসবের গুণে শরীর থাকে তরতাজা। সন্তানকে নিয়মিত এই ফল খাওয়ানোর বেশ কিছু উপকারিতাও রয়েছে। সন্তানকে নিয়মিত এই ফল খাওয়ালে কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে মুক্তি মিলবে। পাশাপাশি বাড়বে রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতাও। এ ছাড়া আরও একাধিক স্বাস্থ্য উপকারিতা রয়েছে এই মৌসুমি ফলের।

সন্তানের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল হলে ছোটবড় সংক্রমণের ঝুঁকি আরও বেশি থাকে। তাই সন্তানের ইমিউনিটি বাড়াতে তাকে নিয়ম করে পেয়ারা খাওয়ান। এই ফলে থাকা ভিটামিন সি এবং ক্যারোটিনয়েডের মতো অন্যান্য বায়োঅ্যাকটিভ যৌগ রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করবে। ফলে সন্তানকে আর ঘন ঘন সর্দিকাশিতে ভুগতে হবে না।

অন্যান্য ভিটামিনের পাশাপাশি পেয়ারায় রয়েছে ভিটামিন বি১, বি৩ ও বি৬। এসব পুষ্টিকর উপাদান মস্তিষ্কের বিকাশে সাহায্য করে। এদিকে গোলাপি রঙের পেয়ারাতে সন্ধান মেলে লাইকোপিনের। এই উপাদান নিউরোডিজেনারেশন আটকে দিতেও সক্ষম।

ক্যারোটিনয়েড সমৃদ্ধ খাবার খেলে চোখের স্বাস্থ্য থাকে ভালো। দৃষ্টিশক্তি হয় তীক্ষ্ণ। আর এই ক্যারোটিনয়েডের হদিস মেলে পেয়ারায়। তাই আপনার সন্তানকে নিয়মিত এই ফল খাওয়ালে তার আর চশমা লাগবে না।

কারণ পেয়ারায় রয়েছে একাধিক ঔষধি গুণ। শুধু ফলের নয়। পেয়ারাগাছের বিভিন্ন অংশেও রয়েছে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল ধর্ম। যে কারণে নিয়মিত এই ফল খেলে আপনার সন্তান থাকবে সুস্থ। তাই দেরি না করে ঝটপট জেনে নিন আর সন্তানের ডায়েটে যোগ করুন এই ফল।

পেয়ারায় আছে ভিটামিন এ, বি, ই ও সি। এ ছাড়া এতে রয়েছে ফলিক অ্যাসিড, ফাইটোকেমিক্যালস, অ্যামাইনো অ্যাসিড এবং ফাইবার। সঙ্গে ম্যাগনেশিয়াম, ফসফরাস, আয়রন, ম্যাঙ্গানিজ, পটাশিয়াম এবং কপারের মতো খনিজের সন্ধান মেলে এই মৌসুমি ফলে। এর পাশাপাশি পেয়ারায় রয়েছে বেশ কিছু বায়োঅ্যাকটিভ যৌগ, যা আমাদের সামগ্রিক স্বাস্থ্যকে ভালো রাখে। তাই নিয়মিত সন্তানকে পেয়ারা খাওয়ান।

পেয়ারা কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে। পেয়ারায় রয়েছে ফাইবার ও ফেনোলিক যৌগ। গবেষণায় দেখা গেছে, পেয়ারায় উপস্থিত এসব উপাদান অন্ত্রের স্বাস্থ্য ভালো রাখে। আর পেয়ারায় থাকা ফাইবারের কারণে অন্ত্রের গতিবিধি হয় নিয়মিত। ফলে রোজ সকালে পেট পরিষ্কার করতে গিয়ে বাথরুমে কসরত করতে হয় না সন্তানকে। কোষ্ঠকাঠিন্যের হাত থেকে মুক্তি পাবে আপনার সন্তান। এদিকে পেয়ারায় থাকা জলীয় উপাদান শরীর হাইড্রেটেড রাখতে এবং হজমেও সাহায্য করে।

প্রতিবেদনটি সচেতনতার উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছে। কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

ডায়াবেটিস হলে যা করণীয়

পরিচয় ডেস্ক: যাঁরা এরই মধ্যে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হয়েছেন, তাঁরা কিছু নিয়ম-কানুন মেনে চললে ডায়াবেটিস নিয়েও সুস্থভাবে জীবন যাপন করতে পারেন।

চিকিৎসকের পরামর্শে চলুন: যথাসম্ভব শর্করা নিয়ন্ত্রণ করুন। চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে ব্লাড সুগারের স্বাভাবিক মাত্রা বজায় রাখুন।

ডায়াবেটিস চার্ট মানুন: নিয়মিত ডায়াবেটিস চার্ট মেনে চলুন।

দিনে চার থেকে পাঁচ-ছয়বার ব্লাড সুগার পরিমাপ করুন। শর্করা সুনিয়ন্ত্রিত থাকলে তিন-চার দিন পর পর অথবা কম নিয়ন্ত্রিত থাকলে এক দিন পর পর ব্লাড সুগার পরিমাপ করুন। খালি পেটে এবং খাবার খাওয়ার দু-তিন ঘণ্টা পর পর পরিমাপ করুন। প্রত্যেক ডায়াবেটিস রোগীর উচিত একটি গ্লুকোমিটার কিনে ঘরে রাখা।

একজন ডায়াবেটিস রোগীর একটি সেলফোন কেনার চেয়ে গ্লুকোমিটার কেনা বেশি জরুরি।

সুনিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন করুন: প্রতিদিন একই সময় ঘুমানো, ঘুম থেকে ওঠা, নিয়ম মেনে ব্যায়াম অথবা কায়িক পরিশ্রম করুন। মনে রাখবেন, সুস্বাস্থ্য হচ্ছে সুন্দর জীবনের বনিয়াদ। স্বাস্থ্য ভালো থাকলে সব কিছুই ভালো চলে। এ জন্য ডায়াবেটিস হোক বা না হোক, স্বাস্থ্যকর জীবন যাপন করুন। ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনযাপনের কোনো বিকল্প নেই।

ডায়েট চার্ট মেনে চলুন:রোগীর বয়স, উচ্চতা, বর্তমান ওজন ও প্রাত্যহিক পরিশ্রমের ধরন বুঝে নির্দিষ্ট খাদ্যতালিকা তৈরি করুন। এটি মেনে চলা খুব জরুরি। চিকিৎসকের দেওয়া রুটিনের একটু হেরফের হলে বরং অসুখটি বেড়ে যেতে পারে।

কাঁঠালের বিচি দিয়ে গরুর গোশত

পরিচয় ডেস্ক: কাঁঠালের পাশাপাশি কাঁঠালের বিচিও বেশ পুষ্টিগুণ সম্পন্ন জনপ্রিয় একটি খাবার। বাজারে এখন কাঁঠাল অত্যন্ত সহজলভ্য। কাঁচা কাঁঠাল সাধারণত সবজি হিসেবে খাওয়া হয়। কাঁঠালের বিচি দিয়ে সাধারণত ভর্তা, ভাজি, সেদ্ধসহ নানা রকম তরকারি রান্না করা যায়। তবে কাঁঠালের বিচি দিয়ে গরুর মাংস খেতে খুবই সুস্বাদু এবং তৈরি করাও বেশ সহজ।

যা যা লাগবে: গরুর মাংস ১ কেজি, কাঁঠালের বিচি ৩০০ গ্রাম, আদাবাটা ২ টেবিল চামচ, রসুনবাটা ১ টেবিল চামচ, পেঁয়াজবাটা সিকি কাপ, পেঁয়াজ কুচি ১ কাপ, হলুদের গুঁড়া ১ চা চামচ, মরিচের গুঁড়া দেড় চা চামচ, টালা জিরার গুঁড়া ১ চা চামচ, গরম মসলার গুঁড়া ১ চা চামচ, ধনেগুঁড়া ১ চা চামচ, এলাচ, দারচিনি, লবঙ্গ ২-৩টি করে, লবণ স্বাদমতো, তেল আধা কাপ, গরম পানি প্রয়োজনমতো।

যেভাবে তৈরি করবেন: কাঁঠালের বিচির ওপরের খোসা ফেলে পানিতে ভিজিয়ে লাল আবরণ পাটায় ঘষে পরিষ্কার করে নিন। মাংস ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিন। হাঁড়িতে তেল দিয়ে গোটা গরম মসলা ফোড়ণ দিন। মসলার গন্ধ বের হলে পেঁয়াজ কুচি দিন। পেঁয়াজ নরম হলে গরম মসলা ও জিরার গুঁড়া ছাড়া সব মসলা ও আধা কাপ পানি দিয়ে কষিয়ে নিন। এরপর মসলা কষানো হলে মাংস দিয়ে দিন। মাংস কষিয়ে ২ কাপ গরম পানি দিন। মাংস সেদ্ধ হয়ে এলে কাঁঠালের বিচি দিয়ে কষিয়ে ঝোলের জন্য আন্দাজমতো পানি দিন। ঝোল মাখা মাখা হয়ে এলে গরম মসলার গুঁড়া আর জিরার গুঁড়া দিয়ে নেড়ে নামিয়ে নিন।

মজাদার দই মগজ

পরিচয় ডেস্ক: ঘরে ঘরে চলে গরু-খাসির মাংসের বাহারি স্বাদের নানা খাবারের পাশাপাশি মগজেরও বিভিন্ন আইটেম রাখতে পছন্দ করেন অনেকেই।

যা যা লাগবে: গরুর মগজ ৫০০ গ্রাম, দই ৩ টেবিল চামচ, পেঁয়াজ কুচি ১ কাপ, রসুন বাটা ১ চা চামচ, আদা বাটা ১ চা চামচ, জিরা গুঁড়া ১ চা চামচ, ধনে ২ চা চামচ, মরিচ গুঁড়া ১ চা চামচ, হলুদ গুঁড়া ১ চা চামচ, গরম মশলা ১ চা চামচ, তেল ৩ টেবিল চামচ, লবণ স্বাদ মতো

যেভাবে রাঁধবেন: প্রথমে একটু হলুদ আর লবণ দিয়ে মগজ সেদ্ধ করতে হবে। পানি ঝরিয়ে টুকরো করে কাটতে হবে, দই আর বাকি উপকরণ একসাথে মেখে ২/৩ বার ফেটে নিতে হবে। এরপর একটি পাত্রে তেল ঢেলে পেঁয়াজ কুচি হালকা বাদামি করে ভেজে নিয়ে দইয়ের মিশ্রণটি কড়াইতে ঢেলে অল্প আঁচে কষাতে হবে। এরপর মগজ দিয়ে আরও কিছুক্ষণ কষাতে হবে। অল্প পরিমাণ পানি দিয়ে আরও কিছুক্ষণ আঁচ বাড়িয়ে রান্না করুন। ওপরে তেল উঠে আসলে নামিয়ে ফেলুন। পরিবেশন করতে পারেন রুটি, পোলাও অথবা ভাতের সঙ্গে।

জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা

সীমিত আসন, টেকআউট, ক্যাটারিং এবং ডেলিভারীর জন্য খোলা

ইত্যাদি
ittadi
ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5555

মুরগির নবাবি পসিন্দা

পরিচয় ডেস্ক: মোগলাই খাওয়া-দাওয়ার নাম শুনলেই যে কারোরই জিভে জল চলে আসে। তবে মোগলাই খানা মানেই তো বিরিয়ানি আর চাঁপ নয়। নবাবদের পছন্দের হরেক খাবারের মধ্যে ছিল মুরগির পসন্দা। প্রতিদিন একই রকম মুরগি রাঁধতে বা খেতে মোটেই ভালো লাগে না, মাঝে মধ্যে তো স্বাদবদল করতে ইচ্ছে হয়। তাই মুরগির গায়ে নবাবি মশলার প্রলেপ দিয়ে রেঁধে ফেলতেই পারেন ভিন্ন স্বাদের মুরগির পসন্দা।

উপকরণ: চিকেন, ভাজা পেঁয়াজ, টক দই, রসুন কুচি, আদা কুচি, আস্ত ধনিয়া-জিরা-গোলমরিচ, গুঁড়ো হলুদ, দারচিনি, ছোট এলাচ, শুকনো মরিচ, তেজপাতা, সর্ষের তেল, টমেটো কুচি, লবণ।

চিকেন খুব ভালো করে ধুয়ে, পানি ঝরিয়ে রেখে দিন। অন্যদিকে ভাজা মশলা বানিয়ে নিন। এই মশলা বানাতে হলে শুকনো খোলায় সব আস্ত মশলা দিয়ে হালকা করে রোস্ট করে নিন। ঠান্ডা হয়ে গেলে ব্লেন্ডারে গুঁড়ো করে নিন। খুব মিহি করে গুঁড়ো করতে হবে।

এর মাঝে ম্যারিনেশনের পর্বটা সেরে নিতে হবে। তাই বড় একটি বাটিতে মুরগির মাংস, টক দই, ভাজা গুঁড়ো মশলা, ভাজা পেঁয়াজ, আদা এবং রসুন কুচি দিয়ে খুব ভালো করে ম্যারিনেট করে রেখে দিন।

এবার ম্যারিনেট করা চিকেন ঘণ্টা দু'য়েক রেখে দিতে হবে। হাতে অতটা সময় না থাকলে অন্তত এক ঘণ্টা রেখে দিন। এবার শুরু করুন মূল রান্নাটা। চুলায় কড়াই বসিয়ে তাতে তেল গরম গরম দিন। তেল গরম হয়ে গেলে ম্যারিনেট করা চিকেন দিয়ে দিন। খুব ভালো করে নেড়েচেড়ে কষাতে থাকুন। মাংস থেকে পানি ছাড়তে শুরু করলে লবণ-হলুদ আর টমেটো কুচি দিয়ে আবারও কষিয়ে নিন।

চুলার আঁচ কমিয়ে ঢাকনা দিয়ে রান্না করতে হবে। চিকেন সিদ্ধ হয়ে ঝোল ঘন হয়ে গেলে নামিয়ে নিন। একদম শুকনো হবে এই রেসিপিটা। গরম গরম পরিবেশন করুন রুটি বা পরোটার সঙ্গে।

আচারি খিচুড়ি

পরিচয় ডেস্ক: বৃষ্টির দিন মানেই খিচুড়ির আয়োজন। সুস্বাদু খিচুড়ির সঙ্গে যদি যোগ হয় মাংস আর আচারের স্বাদ, তবে তো জিভের জল সামলে রাখাই দায়!

যা লাগবে: চাল- ১ কেজি, মাংস- দেড় কেজি, মসুর ডাল- আধা কাপ, মুগ ডাল- আধা কাপ, হলুদ গুঁড়া- ১ চা চামচ

সরিষার তেল- ১ কাপ, পেঁয়াজ কুচি ১ কাপ, ধনিয়া গুঁড়া- আধা চা চামচ, জিরা গুঁড়া- আধা চা চামচ, লবণ- স্বাদমতো, গরম মসলা-, ১ চা চামচ, শুকনা মরিচ- ১ চা চামচ, আচার- ১ কাপ, কাঁচা মরিচ- স্বাদমতো ও পানি- পরিমাণমতো।

যেভাবে তৈরি করবেন: প্রথমে মাংসগুলো ছোট করে কেটে নিন। এরপর তাতে সব মসলা মিশিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিন। অন্য একটি প্যানে মুগ ডাল ভেজে নিন। এবার ভালো করে ধুয়ে রাখুন। এরপর চাল, ডাল ও বাকি সব মসলা দিয়ে ভেজে পরিমাণমতো পানি দিয়ে রান্না করে নিন। পানি শুকিয়ে এলে তাতে রান্না করে রাখা মাংস আলতো হাতে মিশিয়ে দিন। বেশি ঘুটবেন না তাতে খিচুড়ি নরম ও আঠালো হয়ে যেতে পারে। এরপর নামানোর আগে আচার ভালো করে মিশিয়ে দিন। আচার যেন টক স্বাদের হয়, সেদিকে খেয়াল রাখবেন। কারণ মিষ্টি আচার দিলে তা খেতে খুব বেশি ভালোলাগবে না। এবার গরম গরম পরিবেশন করুন সুস্বাদু আচারি খিচুড়ি।

ঘরোয়া স্পেশাল কাচ্চি বিরিয়ানি

সুস্বাদু খাবারের ঘরোয়া আয়োজন

Jamaica:
168-41 Hillside Avenue
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-262-9100
718-657-1000

GHOROA RESTAURANT
the taste of home
www.ghoroa.com ghoroafoodsinc@gmail.com

Brooklyn:
478 McDonald Ave,
Brooklyn, NY 11218
Tel:718-438-6001
718-438-6002

KHAN'S TUTORIAL

Bengali New Year Sale Extended!

Save Up To $200 OFF
Our Signature Programs

Every program. One offer. Limited time.

Grades 3-6

Summer Enrichment Camp

ELA & Math
May to November 2026

50% OFF
5 Months + 1 Month FREE

Grade 7

SHSAT Prep

Stuyvesant | Bronx Science
Brooklyn Tech

$300 OFF
Khan's Signature SHSAT Prep

Grades 8-10

Regents Prep

Earth Science | Chemistry | Physics
Algebra I | Geometry | Algebra II

20% OFF
+ FREE Regents Classes

All HS Students

SAT Prep

Saturday 10 AM to 2 PM
Now to June 27

$200 OFF
Khan's Signature SAT Prep

Visit Any Khan's Location Near You

Jackson Heights
37th Ave & 74th St

Jamaica
Wexford Terr & 177th St

Brooklyn
Church Ave & Dahill Rd

Bronx
Castle Hill & Starling Ave

Astoria
Crescent St & 30th Ave

Ozone Park
101 Ave & 86th St

Bellerose-LI
Hillside Ave & 258th St

Hillside-Parsons
161 St & Hillside Ave

Digital - Online
Available Everywhere

Call (718) 938-9451 or Visit KhansTutorial.com

IN PARTNERSHIP WITH

COMMUNITY PARTNERS

Jamaica Bangladesh Friends Society, Inc.

Elhaam Academy

Thikana Newspaper

Bengalis of New York

INTERESTED IN BEING A VENDOR OR A VOLUNTEER?

BHALO

2026 BHALO MELA

Friday, June 19th | Starting 3:00 PM
Hillside Avenue / 173rd St. to 175th St.
Follow @bhaloinc for updates

FRIDAY, JUNE 19

HILLSIDE AVENUE / 173rd St, Jamaica, NY 11432

(718) 218-5169
info@bhalo.org
bhalo.org
@bhaloinc

Special thanks to NYPD Community Affairs.

সৌদি আরবে এক সপ্তাহে পৌনে

১২ পৃষ্ঠার পর

মে থেকে ৩ জুন পর্যন্ত। গত শনিবার গ্রেপ্তারের সংখ্যা প্রকাশ করে দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের মধ্যে ৪ হাজার ৬০ জন রেসিডেন্সি বা আকামা আইন লঙ্ঘন করেছেন। ২ হাজার ৫৭৪ জন সীমান্ত নিরাপত্তা আইন এবং ১ হাজার ১২৬ জন শ্রম আইন অমান্য করেছেন।

অবৈধভাবে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে সৌদিতে প্রবেশের চেষ্টাকালে গ্রেপ্তার হয়েছেন ১ হাজার ১৮৪ জন। তাঁদের মধ্যে ৭০ শতাংশ ইথিওপিয়ার এবং ২৮ শতাংশ ইয়েমেনের নাগরিক। বাকি ২ শতাংশ অন্যান্য দেশের নাগরিক। এ ছাড়া অবৈধভাবে দেশ ছাড়ার চেষ্টার সময় গ্রেপ্তার হয়েছেন আরও ২৫ জন।

সৌদি আরব থেকে ইতিমধ্যে ৪ হাজার ৬৯০ জন অবৈধ বাসিন্দাকে বহিষ্কার বা ডিপোর্ট করা হয়েছে। আউটপাস বা ভ্রমণের নথিপত্র সংগ্রহের জন্য ১৪ হাজার ৪৯৫ জনকে তাঁদের নিজ নিজ দেশের দূতাবাসে পাঠানো হয়েছে। আর ফ্লাইটের টিকিট চূড়ান্ত করার অপেক্ষায় আছেন আরও ৮৫০ জন।

বর্তমানে ২০ হাজার ৪৫৫ জন পুরুষ, ১ হাজার ৩১৯ জন নারীসহ মোট ২১ হাজার ৭৭৪ জন প্রবাসীর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। অবৈধ প্রবাসীদের পরিবহনসুবিধা, আশ্রয় ও কাজ দেওয়ার অভিযোগে ১৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

সৌদি আরবের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বার্তায় বলছে, কেউ অবৈধ অনুপ্রবেশে সহায়তা করলে কিংবা আশ্রয় ও পরিবহনসুবিধা দিলে তাঁর ১৫ বছর পর্যন্ত জেল হতে পারে। এর পাশাপাশি জরিমানা হতে পারে সর্বোচ্চ ১০ লাখ সৌদি রিয়াল। এমনকি অপরাধে ব্যবহৃত যানবাহন ও বাড়িও বাজেয়াপ্ত করা হবে।

মন্ত্রণালয় এ-সংক্রান্ত কোনো অনিয়ম দেখলে সাধারণ মানুষকে তথ্য দেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছে। মক্কা, রিয়াদ ও পূর্বাঞ্চলীয় বাসিন্দাদের ৯১১ নম্বরে এবং দেশের অন্যান্য অঞ্চলের বাসিন্দাদের ৯৯৯ ও ৯৯৬ নম্বরে কল করতে বলা হয়েছে।

যুক্তরাজ্যের রাজনীতিতে নাক না

১২ পৃষ্ঠার পর

বছর বয়সী এক তরুণ ছুরিকাঘাতে আহত হন। ঘটনাস্থলে পুলিশ আসার পর হামলাকারী দাবি করেন, হেনরি প্রথমে তাঁর ওপর বর্ণবাদী হামলা চালিয়েছেন।

এই অভিযোগের ভিত্তিতে ব্রিটিশ পুলিশ গুরুতর আহত হেনরিকে বাঁচানোর চেষ্টা না করে উল্টো হাতকড়া পরিয়ে রাখে। পরে হেনরির মৃত্যু হয়।

একপর্যায়ে জানা যায়, হত্যাকারীর ওই অভিযোগ মিথ্যা ছিল। গত সোমবার শিখ সম্প্রদায়ের ওই হত্যাকারীর সাজা ঘোষণা করা হয়।

আদালতের রায় ঘোষণার পর পুলিশের সেই অভিযানের একটি ভিডিও ফুটেজ প্রকাশিত হয়। এতে দেখা যায়, মুমূর্ষু ও নির্দোষ নোয়াকের আকুতি আমলেই নিচ্ছেন না পুলিশ কর্মকর্তারা। ভিডিওটি সামনে আসার পর যুক্তরাজ্যজুড়ে তীব্র ক্ষোভ ও রাজনৈতিক ঝড় তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মানুষের সঙ্গে পুলিশ কেমন আচরণ করে, তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে।

এই স্পর্শকাতর পরিস্থিতি নিয়েই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মন্তব্য করে বিতর্কের জন্ম দেন ইলন মাস্ক।

কিয়ার স্টারমার বলেন, এ ঘটনায় পুলিশকে জবাবদিহি করতে হবে। তবে ওই ঘটনায় বিক্ষোভের নামে সহিংসতা ও বিশৃঙ্খলার তীব্র নিন্দা জানিয়ে তিনি বলেন, একটি মৃত্যুকে পুঁজি করে উত্তেজনা ছড়ানোর এ চেষ্টা 'ক্ষমার অযোগ্য'।

সাংবাদিকদের স্টারমার বলেন, 'মাস্ক কয়েক দিন ধরে আবার আমাদের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করছেন এবং বিভাজন তৈরির চেষ্টা চালাচ্ছেন। কিন্তু যুক্তরাজ্য এভাবে চলে না।'

স্টারমারের এ বক্তব্যের বিষয়ে এক্স কর্তৃপক্ষের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া জানতে চাওয়া হলেও তাদের কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি। দুই পক্ষের এমন অভিযোগ এমন এক সময় সামনে এল, যখন মাস্কের মালিকানাধীন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা স্পেসএক্স মার্কিন শেয়ারবাজারে সম্ভবত ইতিহাসের সবচেয়ে বড় আইপিও (প্রাথমিক গণপ্রস্তাব) ছাড়ার জোর প্রস্তুতি নিচ্ছে।

ব্রিটিশ পুলিশের বিরুদ্ধে পক্ষপাতের অভিযোগ মাস্কের

এক্সে দেওয়া পোস্টে ইলন মাস্ক ইঙ্গিত করেন, ব্রিটিশ পুলিশ শ্বেতাঙ্গদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণ করে। পাশাপাশি পুলিশি অভিযানের সমালোচনা করে অন্য ব্যবহারকারীদের করা বেশ কিছু মন্তব্যও তিনি রিপোস্ট করেন।

গত বুধবার এক পোস্টে মাস্ক লেখেন, 'পাশ্চাত্য এক চরম ক্ষতিকর রাষ্ট্রীয় ধর্ম তৈরি করেছে, যেখানে কাউকে বর্ণবাদী বলাটাই সবচেয়ে বড় অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়! এমনকি ধর্ষণ বা খুনের চেয়ে একে বড় অপরাধ হিসেবে দেখানো হচ্ছে!'

অবশ্য পুলিশ ও ব্রিটিশ সরকার পুলিশি ব্যবস্থায় এমন বৈষম্য বা পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করেছে।

নিহত তরুণের পরিবার গতকাল কিয়ার স্টারমারের সঙ্গে একান্ত বৈঠক করে। পুলিশের এমন আচরণকে 'অমানবিক ও অবমাননাকর' বলে উল্লেখ করলেও আদালতের রায়ের পর পরিবারটি বলেছে, নোয়াকের মৃত্যুকে যেন নতুন করে কোনো বিভেদ, ঘৃণা বা উত্তেজনা তৈরির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা না হয়।'

আগেও মাস্কের সমালোচনা করেছিলেন স্টারমার

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমারের সঙ্গে ইলন মাস্কের এ দ্বন্দ্ব নতুন নয়। আগেও একাধিকবার স্টারমারের তীব্র সমালোচনা করেছেন এই ধনকুবের। ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে তিনি স্টারমারের বিরুদ্ধে এক গুরুতর অভিযোগ তোলেন।

মাস্ক দাবি করেন, ২০০৮ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত যুক্তরাজ্যের প্রধান সরকারি কৌঁসুলি থাকার সময় স্টারমার তাঁর দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছিলেন। মূলত ওই সময়ে তরুণীদের ওপর যৌন নিপীড়ন চালানো একটি অপরাধী চক্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেওয়ার অভিযোগ তুলেছিলেন মাস্ক, যাঁদের অধিকাংশ ছিলেন দক্ষিণ এশীয় বংশোদ্ভূত।

অবশ্য স্টারমার সেই সময়ে নেওয়া তাঁর আইনি পদক্ষেপ ও দায়িত্ব পালনের বিষয়টি দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে আসছেন।

এর বাইরেও স্টারমার তাঁর লেবার পার্টির এক নারী সংসদ সদস্যের পাশে দাঁড়িয়েছেন, যিনি মাস্কের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রতিষ্ঠান এক্সএআইয়ের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন। ওই সংসদ সদস্যের অভিযোগ, মাস্কের গ্রোক এআই প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে তাঁর বিকৃত ও আপত্তিকর ভুয়া ছবি তৈরি করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী স্টারমার এর আগেও গ্রোক এআইয়ের মাধ্যমে এমন ছবি তৈরির তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তরাজ্যের আইন মেনে চলতে বেশ কিছু পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়েছিল এক্স কর্তৃপক্ষ।

'বাংলাদেশে কাকে খুন করিয়েছিলেন'

১২ পৃষ্ঠার পর

দেওয়া বক্তব্যে নির্বাচন কমিশন এবং সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে মোতায়েন সশস্ত্র বাহিনীসহ বিভিন্ন সংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে উসকানিমূলক ও উত্তেজনাপূর্ণ মন্তব্য করেছেন।

অভিযোগে আরও বলা হয়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এসব প্রতিষ্ঠানের সততা, নিরপেক্ষতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রকাশ্যে প্রশ্ন তুলে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রতি জনগণের অবিশ্বাস ও অসন্তোষ সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন।

তিনি দাবি করেন, আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে কেন্দ্রীয় সরকারের ভাবমূর্তি ও বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষুণ্ন করা এবং দুই সার্বভৌম দেশের মধ্যে বৈরিতা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে জনসমক্ষে ও গণমাধ্যমের সামনে এসব অভিযোগ করা হয়েছে।

রিঙ্কি চট্টোপাধ্যায় সিংহ অভিযোগে ২ জুন কলকাতার রানি রাসমণি সরণিতে অনুষ্ঠিত তৃণমূল কংগ্রেসের একটি কর্মসূচির কথাও উল্লেখ করেন।

তার দাবি, সেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে তিনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের (এমএইচএ) গোপন আলোচনা সম্পর্কে অবগত ছিলেন এবং প্রতিবেশী বাংলাদেশে একটি রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে ভারত সরকার ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে যুক্ত করেন।

অভিযোগকারীর মতে, রাজনৈতিক সুবিধা ও ব্যক্তিগত রাজনৈতিক লাভের উদ্দেশ্যে এসব বক্তব্য দেওয়া হয়েছে, যা প্রাথমিকভাবে ভারতের সার্বভৌমত্ব, অখণ্ডতা ও আন্তর্জাতিক মর্যাদার পরিপন্থী।

তিনি আরও দাবি করেন, এসব মন্তব্য জনশৃঙ্খলা বিঘ্ন করা, সাম্প্রদায়িক অস্থিরতা এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে অসহিষ্ণুতা উসকে দিতে পারে। একই সঙ্গে ভারত ও বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্কেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

তবে অভিযোগের বিষয়ে এখনও কোনো প্রতিক্রিয়া জানায়নি তৃণমূল কংগ্রেস।

প্রসঙ্গত, গত মঙ্গলবার (২ জুন) কলকাতার ধর্মতলায় এক জনসভায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বাংলাদেশের একটি হত্যা মামলার আসামি ভারতের মেঘালয় দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশের পর পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দেশের স্বার্থে এ বিষয়ে মমতার নেতৃত্বাধীন তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে মুখ খুলতে নিষেধ করেন।

মমতা বলেন, কাকে দিয়ে খুন করিয়েছিলেন? কার কার নাম বেরিয়ে ছিল? সবটাই জানি।

মমতা আরও বলেন, বাংলাদেশ থেকে এক বড় খুনিকে এসটিএফ গ্রেপ্তার করেছিল জেনে রাখুন, যা নিয়ে বাংলাদেশে অনেক তোলপাড় হয়েছিল। অন্য দেশের কথা আমি বলছি না, আমার সেই অধিকার নেই, কিন্তু আমার মুখ্য বক্তব্য হলো, তারা মেঘালয় দিয়ে বাংলায় চলে আসে। তখন আমাদের এসটিএফ তাদের ধরে।...তারপর হোম মিনিস্টার (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) নিজে আমাকে ফোন করে বলেছেন এত দিন তো কই আমি বলিনি, মুখ খুলিনি আজকে অত্যাচারের শেষ সীমায় গেছেন বলে আমি এখনো নামটা বলছি না ভদ্রতা করে। বাংলাদেশের লোক উত্তাল হয়ে যাবে, আমি সেটা চাই না, আমি দেশকে ভালোবাসি।

এর আগে ২০ মে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে আরেকটি অভিযোগ দায়ের করেছিলেন রিঙ্কি চট্টোপাধ্যায় সিংহ। ওই অভিযোগে বলা হয়, ২০২৫ ও ২০২৬ সালে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দেওয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিছু বক্তব্য হিন্দুদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করেছে।

মেক্সিকো সরকারের বিরুদ্ধে কাজ

১২ পৃষ্ঠার পর

বলা হয়েছে, 'বিদেশি হস্তক্ষেপ' হলে নির্বাচন বাতিল করা যেতে পারে। বিরোধী নেতারা এ সংশোধনীর সমালোচনা করেছেন। তাঁরা মনে করেন, নির্বাচনের ফল ক্ষমতাসীন দলের পছন্দের বিপরীতে গেলে তারা নতুন নির্বাচন আয়োজনের অজুহাত হিসেবে এ আইনের অপব্যবহার করতে পারে। কূটনৈতিক বিষয়ে বিভক্তি থাকলেও প্রেসিডেন্ট শেনবাউম এখনো মেক্সিকোতে বেশ জনপ্রিয়। সংবাদপত্র এল ফিনান্সিয়েরোর সাম্প্রতিক এক জরিপে দেখা গেছে, তাঁর জনপ্রিয়তা ৬৯ শতাংশে পৌঁছেছে। মার্চের শুরুর দিকে তাঁর জনপ্রিয়তা কিছুটা পড়তির দিকে ছিল।

যুদ্ধ বন্ধে পুতিনকে খোলা চিঠি

১২ পৃষ্ঠার পর

জেলেনস্কি চাইলে মস্কোতে গিয়ে পুতিনের সঙ্গে দেখা করতে পারেন।

এই চিঠির মাধ্যমে কিয়েভ প্রথমবারের মতো প্রকাশ্যে স্বীকার করল, যুক্তরাষ্ট্র এখনও পুরোপুরি ইরান ইস্যু নিয়ে ব্যস্ত। জেলেনস্কি লিখেছেন, ওইউরোপের যুদ্ধটি আবারও তাদের মনোযোগের কেন্দ্রে ফেরা পর্যন্ত কেবল বসে থাকা ভুল হবে।

এদিকে সেন্ট পিটার্সবার্গে বিদেশি সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে (চিঠির বিষয়বস্তু না দেখেই) পুতিন বলেন, তিনি অবশ্যই ইউক্রেনের সঙ্গে একটি সমঝোতায় পৌঁছাতে প্রস্তুত ও আগ্রহী। তবে তিনি জোর দিয়ে বলেন, এর জন্য উভয় পক্ষকেই কিছু ছাড় দিতে হবে।

পুতিনের পক্ষ থেকে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যখন ইরান ইস্যু নিয়ে ব্যস্ত, তখন ইউরোপীয় ইউনিয়ন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কিকে আলোচনার মাধ্যমে ভূখণ্ড ছাড়তে রাজি করাতে পারে।

পুতিন দীর্ঘদিন ধরেই বলে আসছেন, ইউক্রেনকে রাশিয়ার দখলে থাকা চারটি অঞ্চল দোনেৎস্ক, লুহানস্ক, খেরসন ও জাপোরিঝিয়ার নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দিতে হবে এবং ন্যাটোতে যোগদানের চেষ্টা থেকেও সরে আসতে হবে।

অন্যদিকে ইউক্রেন স্পষ্টভাবে ভূখণ্ড ছাড়ার প্রস্তাব নাকচ করেছে। কিয়েভের মতে, এতে রাশিয়া আরও উৎসাহিত হবে এবং ২০২২ সালের মতো আবারও হামলা চালাতে পারে। ওই বছর রাশিয়া ইউক্রেনে পূর্ণমাত্রার যুদ্ধ শুরু করে এবং এর আট বছর আগে অবৈধভাবে ক্রিমিয়া দখল করে নেয়।

গত কয়েক মাসে দুই দেশের মধ্যকার যুদ্ধবিরতি আলোচনা কার্যত থমকে গেছে। জেনেভা, আবুধাবি ও ইস্তাম্বুলে হওয়া পূর্ববর্তী শান্তি আলোচনা কোনো ফল বয়ে আনতে পারেনি।

১৮০০ শব্দেরও বেশি দীর্ঘ ওই চিঠিতে জেলেনস্কি লিখেছেন, আপনার যুদ্ধ আমাদের দেশে যে ভয়াবহতা নিয়ে এসেছে, তারপর রুশ সেনাদের ভাগ্য নিয়ে আমরা ইউক্রেনীয়রা মোটেও চিন্তিত নই।

তিনি আরও বলেন, কিন্তু আমি ইউক্রেনীয়দের নিয়ে চিন্তিত। আমরা আমাদের মানুষ হারাচ্ছি, আর প্রতিটি প্রাণহানি আমাদের জন্য অত্যন্ত বেদনাদায়ক।

জেলেনস্কি বলেছেন, ইউক্রেনীয় ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা, জ্বালানি সংকট ও ক্রমবর্ধমান দাম এবং যুদ্ধের কারণে রুশ নাগরিকরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন।

তিনি পুতিনের কাছে আবেদন জানিয়ে বলেন, এই যুদ্ধ থেকে বেরিয়ে আসার পথে হাঁটতে ভয় পাবেন না। এই মুহূর্তে আপনার কাছ থেকে এটাই সবচেয়ে বেশি প্রত্যাশিত।

তিনি বলেন, ইউক্রেন আমাদের মধ্যে সরাসরি সম্পৃক্ততার মাধ্যমে এই যুদ্ধের অবসানের প্রস্তাব দিচ্ছে। জেলেনস্কি জানান, সুইজারল্যান্ড বা তুরস্কের মতো কোনো দেশে এই সরাসরি আলোচনা হতে পারে।

ইউক্রেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্দ্রি সিবিহা বলেছেন, এই খোলা চিঠিটি যুদ্ধ শেষ করার জন্য একটি গুরুতর ও অর্থবহ প্রস্তাব। আমরা এই প্রস্তাবের একটি গঠনমূলক জবাব আশা করি। এই যুদ্ধ শেষ করার সময় এসেছে। এখন শান্তি বেছে নেওয়ার সময়।

ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্টের এই চিঠিটি এমন এক দিনে এল যখন পুতিন সেন্ট পিটার্সবার্গে একটি বড় অর্থনৈতিক ফোরামে যোগ দিচ্ছেন। এর আগের দিনই কিয়েভ ওই শহরের উপকণ্ঠে ড্রোন হামলা চালিয়েছিল, যেটিকে জেলেনস্কি তার বার্তায় সাক্ষাৎ করতে যাওয়া হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

বৃহস্পতিবার সংবাদ সম্মেলনে পুতিন এই বৈঠকের সম্ভাবনা নিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে সন্দেহ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, মিস্টার জেলেনস্কি ইউক্রেনের বৈধ প্রতিনিধি কি না, তা আইনজীবী এবং আইনি বিশ্লেষণের বিষয়।

ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, তার মনে হয় এই দুই দেশকে শান্তির কাছাকাছি নিয়ে আসার ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। তিনি বলেন, তারা দেখা করলে সেটি দারুণ হবে বলে আমি মনে করি। তাদের দেখা করা উচিত। বিষয়টি মিটিয়ে ফেলুন।

দুই পক্ষকে ঠিক কী ধরনের আপস করতে হবে এমন প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্প বলেন, তিনি তা বলতে চান না। তিনি যোগ করেন, আমি চাই তারা প্রত্যেকে কিছু সুনির্দিষ্ট বিষয়ে আপস করুক এবং আমার মনে হয় তারা সেটি করবেন।

মে মাসে মব-গণপিটুনিতে ৩১ ও

৯ পৃষ্ঠার পর

এবং ৬৮ জন আহত হয়েছেন। মে মাসে দেশে মোট ৬৪টি রাজনৈতিক সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। এতে নিহত হয়েছেন ৫ জন এবং আহত হয়েছেন ২৮৯ জন। হতাহতের সংখ্যা এপ্রিল মাসের তুলনায় কিছুটা কমলেও সহিংসতার ভয়াবহতা বিদ্যমান। নিহত ৫ জনের মধ্যে বিএনপির ১ জন, জামায়াতের ১ জন, পার্বত্য চট্টগ্রামের দল ইউপিডিএফ-এর ২ জন এবং ১ জন সাধারণ নারী রয়েছেন।

রাজনৈতিক সহিংসতার বিশ্লেষণে দেখা গেছে, বিএনপির অভ্যন্তরীণ কোন্দলে ১৮টি ঘটনায় ১১৪ জন আহত হয়েছেন। বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষে ১০টি ঘটনায় ৪৯ জন আহত ও ১ জন নিহত হয়েছেন। বিএনপি-আওয়ামী লীগ সংঘাতের ১৪টি ঘটনায় ৭২ জন আহত ও ২ জন নিহত হয়েছেন। এছাড়া বিএনপি-এনসিপি ও অন্যান্য দলের সঙ্গে সংঘর্ষেও বেশ কয়েকজন হতাহত হয়েছেন। এ মাসে অন্তত ১৩৪টি বাড়িঘর, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও দলীয় কার্যালয়ে হামলা ও লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে।

মে মাসে রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের নামে ২৩টিরও বেশি মামলা হয়েছে, যেখানে ৪০৫ জনের নাম উল্লেখসহ প্রায় ৯৩২ জনকে অজ্ঞাত আসামি করা হয়েছে। মোট ৩৩১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, যার মধ্যে আওয়ামী লীগের ২৪৬ জন, বিএনপির ৬৪ জন, জামায়াতের ১২ জন এবং এনসিপির ৯ জন সদস্য রয়েছেন। এছাড়া যৌথ বাহিনীর বিশেষ অভিযানে ১,৯৩৫ জনেরও বেশি ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, যাদের অধিকাংশই আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গ-সংগঠনের নেতা-কর্মী এবং উগ্রপন্থী সংগঠনের সদস্য।

মে মাসে ৩৯টি ঘটনায় ৭৮ জন সাংবাদিক নির্যাতন ও হয়রানির শিকার হয়েছেন। এর মধ্যে ৪২ জন আহত ও ১৮ জন লাঞ্ছিত হয়েছেন। অন্যদিকে, মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের ১১টি ঘটনায় ৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সমালোচনা করে ফেসবুকে পোস্ট দেওয়ায় ১ জন এবং বিএনপি নেতা-কর্মীদের সমালোচনার দায়ে ৬ জনকে আটক করা হয়েছে। সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ-২০২৫-এর অধীনে পৃথক ৫টি মামলায় ১২ জনকে অভিযুক্ত করা হয়েছে।

মে মাসে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বিএসএফ-এর হামলায় ৬ জন নিহত ও ২০ জন আহত হয়েছেন।

VOTE

KHORSHED KHANDAKER

FOR
DEMOCRATIC
COUNTY
COMMITTEE
MEMEBER

JUNE 23'2026

YOUR
VOTE IS
MATTER

NY STATE ASSEMBLY
DISTRICT-29

আওয়ামী লীগ দুই বছরে কতটা

১৬ পৃষ্ঠার পর

দলটির নেতা-কর্মীরা সেখানে তেমনটা সাড়া দিয়েছে বলে মনে হয় না। বরং তাঁরা শেখ হাসিনাকে ঘিরে সামনে এগোতে চান। এটি অনেকটাই স্পষ্ট হয়েছে।

সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দলটির নেতা-কর্মীদের গোছানোর কাজটি কতটা করতে পেরেছেন, আমরা তা জানি না, তবে তিনি যে নিয়মিত ভার্চুয়াল বৈঠকগুলোতে যুক্ত হচ্ছেন, তার ক্লিপগুলো অনলাইনে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

এসব ক্লিপের বক্তব্যে এখনো বিষোদ্‌গার থাকছে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের নানা অনিয়ম নিয়ে সমালোচনার পাশাপাশি 'দেখে নেওয়ার' যে প্রবণতা রয়েছে, মানুষ নিশ্চয় তা স্বাভাবিকভাবে দেখবে না।

প্রতিশোধ ও প্রতিহিংসার রাজনৈতিক চর্চার একধরনের জোয়ার চলছে। এই জোয়ারে আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব থেকে নিয়মিত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে 'প্রতিশোধ' নেওয়ার বার্তা দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে আগামী দিনের রাজনীতি যে সংঘাতময় হতে পারে, তার ইঙ্গিত মিলছে।

অথচ দলটির এসব হুমকির রাজনীতি থেকে বের হওয়ার বক্তব্যই সাধারণ মানুষ আশা করে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের নানা ব্যর্থতায় ও মব সন্ত্রাসের কারণে আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে ফেরার পথ তৈরি হলেও দলটি এখনো নিজেদের ভেতর পরিবর্তনের বার্তা দিতে পারছে না।

দুর্নীতিবাজ ও লুটেরাদের ফেলে দিয়ে সাধারণ মানুষ নিয়ে রাজনীতির কৌশল তৈরি করতে না পারলে আওয়ামী লীগ তার সংকটের খোলস থেকে বের হতে পারবে না।

ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর থেকে দলটির তৃণমূল নেতা-কর্মীদের মধ্যে একধরনের পরিবর্তন লক্ষণীয় ছিল। দাপুটে হাইব্রিড নেতাদের কারণে বিতাড়িত নেতা-কর্মীরা দলের এই দুঃসময়ে পাশে এসেছেন।

তাঁদের একটি বড় অংশেরই আগের নেতৃত্বের প্রতি ক্ষোভ ছিল। এই পতনের মধ্যে দিয়ে হয়তো আওয়ামী লীগ তাদের তৃণমূলের নিবেদিতপ্রাণ কর্মীদের খুঁজছে।

হ্যাঁ, এ কথা সত্য, আওয়ামী লীগ গত দুই বছর রাজপথে রাজনীতি করতে পারেনি। চব্বিশের আন্দোলনের পর দলটি কোনো বড় ধরনের সহিংসতায় জড়ায়নি।

ফলে প্রতিশোধ নেওয়ার হুমকি দেওয়ার পরও দলটির ভেতর যে রক্তপাতহীন রাজনীতির মাঠ তৈরির প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, সেটি ঠিক কতটা তারা ধরে রাখতে পারবে, সেটিই বড় বিষয় হয়ে দাঁড়াবে।

অন্যদিকে দেশের নানা প্রান্তে মুক্তিযুদ্ধের স্থাপনায় হামলা ও দলটির নেতা-কর্মীদের ওপর নিপীড়ন ও নির্যাতনের ঘটনায় দলটির প্রতি সাধারণ মানুষের একধরনের সহানুভূতি তৈরি হওয়ার বিষয়কে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তবে সেটিকে দলটির জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি হিসেবে দাবি করলে সমস্যা বাড়বে।

দলটির নেতৃত্বে চোর-বাটপার ও দুর্নীতিবাজদের আশ্রয় হচ্ছে কি না, সে বিষয়ে সাধারণ মানুষের আগ্রহ থাকবে।

আওয়ামী লীগকে বুঝতে হবে নতুন প্রজন্মের তরুণদের একটি বড় অংশ তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং এই অবস্থা কাটিয়ে উঠে আগামী দিনের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগের পুনঃপ্রতিষ্ঠা কঠিনতর হয়ে উঠতে পারে।

চব্বিশের ছাত্র-জনতার হত্যার অভিযোগ খণ্ডন ও কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকার আইনি জটিলতা কাটিয়ে বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের নতুন গণতান্ত্রিক যাত্রা কতটা সুখকর হবে, তা নির্ভর করবে ইতিবাচক নেতৃত্বের পরিবর্তনের ওপরই।

সেই সুযোগ তার প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক দলগুলো কতটা দেবে, সেটাই মুখ্য বিষয় হয়ে দাঁড়াবে।

ড. নাদিম মাহমুদ, গবেষক, ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়

গণশত্রু থেকে গ্লোবাল ওয়ার্মিং:

১৬ পৃষ্ঠার পর

খুব আরামদায়ক কিছু নয়। এটি প্রশ্ন তোলেড়কেন কিছু দেশ পৃথিবী ধ্বংস করার অধিকার পাবে? কেন উন্নয়নের নামে নদী মেরে ফেলা হবে? কেন বিজ্ঞাপন আমাদের এমন জীবনযাপনে উৎসাহিত করবে, যা পৃথিবী টিকিয়ে রাখতে পারে না?

আসলে পরিবেশ সংকটের বড় অংশই একটি 'কমিউনিকেশন ক্রাইসিস'। আমরা এমন এক পৃথিবীতে বাস করছি, যেখানে মানুষ প্রকৃতির চেয়ে স্ক্রিন বেশি দেখে। ফলে নদী শুকিয়ে যাওয়ার চেয়ে নতুন ফোনের বিজ্ঞাপন বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

পুঁজিবাদ এখানে শুধু অর্থনীতি নয়, এটি কল্পনারও নিয়ন্ত্রক। এই কারণেই বিশ্ব পরিবেশ দিবস এখন শুধু গাছ লাগানোর অনুষ্ঠান হতে পারে না। এটি হওয়া উচিত নতুন গল্প বলার দিন। এমন গল্প, যেখানে পৃথিবী শুধু একটি 'লোকেশন' নয়, বরং একটি জীবন্ত রাজনৈতিক ও মানবিক সত্তা।

হয়তো ভবিষ্যতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশ আন্দোলনটি হবে একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলনড়যেখানে সিনেমা, সাহিত্য, গান, সাংবাদিকতা, ইউটিউব ভিডিও, এমনকি মিমও মানুষকে নতুনভাবে পৃথিবীর কথা ভাবতে শেখাবে।

পরিবেশ সংকট নিয়ে সিনেমা বহুদিন ধরেই আমাদের কল্পনা, ভয় এবং রাজনৈতিক বাস্তবতাকে প্রভাবিত করছে। বং জুন-হো'র 'স্নোপিয়ার্সার'এ দেখা যায় জলবায়ু বিপর্যয়ের পর বেঁচে থাকা মানুষদের শ্রেণিভিত্তিক বিভক্ত এক ট্রেন-সভ্যতা, যেখানে পরিবেশ সংকট শেষ পর্যন্ত সামাজিক বৈষম্যের গল্প হয়ে ওঠে।

আবার ওকজা'র সিনেমায় করপোরেট খাদ্যশিল্প, প্রাণী ও পুঁজিবাদের সম্পর্ককে এমনভাবে দেখানো হয়, যা পরিবেশ রাজনীতিকে একেবারে ব্যক্তিগত অনুভূতির জায়গায় নিয়ে আসে। পিক্সারের 'ওয়াল-ই' হয়তো শিশুদের অ্যানিমেশন, কিন্তু সেটি মূলত অতিভোগবাদ, প্লাস্টিক সভ্যতা এবং করপোরেট পৃথিবীর বিরুদ্ধে এক গভীর রাজনৈতিক ভাষ্য।

ক্রিস্টোফার নোলানের 'ইন্টারস্টেলার'-এ ধ্বংসপ্রায় পৃথিবী ছেড়ে মানুষ নতুন গ্রহ খুঁজতে বের হয়। যেন পৃথিবীকে বাঁচানোর চেয়ে পালিয়ে যাওয়ার কল্পনাই আধুনিক সভ্যতার বড় স্বপ্ন। আর 'ডোন্ট লুক আপ' সিনেমাটি দেখিয়েছে, কীভাবে মিডিয়া, করপোরেট শক্তি ও রাজনৈতিক পপুলিজম মিলে বৈজ্ঞানিক সত্যকেও 'বিনোদন' বানিয়ে ফেলে।

এই সিনেমাগুলো আমাদের মনে করিয়ে দেয়ড়পরিবেশ সংকট শুধু প্রকৃতির সংকট নয়। এটি মিডিয়া, পুঁজিবাদ, তথ্য রাজনীতি এবং মানুষের কল্পনাশক্তিরও সংকট।

এই লেখাটি শেষ করব সত্যজিৎ রায়ের 'গণশত্রু' সিনেমাটির প্রসঙ্গ দিয়ে। সেখানে ডা. অশোক গুপ্ত আবিষ্কার করেন যে শহরের মন্দিরের 'পবিত্র' জল আসলে দূষিত এবং মানুষের অসুস্থতার কারণ। কিন্তু সত্য প্রকাশ করতে গেলে তিনি শুধু ধর্মীয় গোঁড়ামির মুখোমুখিই হন না; রাজনৈতিক ক্ষমতা, ব্যবসায়িক স্বার্থ এবং জনমোহিনী প্রচারণাও তার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। এই লড়াইয়ে একজন সাংবাদিক ও কিছু তরুণ তার পাশে এসে দাঁড়ায়।

সত্যজিৎ যেন দেখাতে চেয়েছিলেনড়সমাজকে রক্ষা করতে বিজ্ঞান, চিকিৎসাবিদ্যা ও সাংবাদিকতার জোট কতটা জরুরি। আজকের জলবায়ু সংকটের সময়েও সেই কথাই নতুনভাবে সত্য হয়ে ওঠে। কারণ পরিবেশ রক্ষার সংগ্রাম শেষ পর্যন্ত শুধু প্রকৃতির জন্য নয়, এটি সত্য, জনস্বাস্থ্য এবং মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রাম।

লেখক: চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক, সাবেক পরিবেশবিষয়ক সাংবাদিক, নিউ মিডিয়া ও রাজনৈতিক যোগাযোগ বিষয়ে গবেষক

মে মাসে রপ্তানি আয় কমেছে ৭.০৭ শতাংশ

১০ পৃষ্ঠার পর

দশমিক ৭৩ বিলিয়ন ডলার। তবে গত মে মাসের এই আয় আগের মাস এপ্রিলের তুলনায় প্রায় ১০ শতাংশ বেশি।

এদিকে একক মাসের পাশাপাশি অর্থবছরের সামগ্রিক হিসাবেও রপ্তানি আয়ে নেতিবাচক প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম ১১ মাসে (জুলাই থেকে মে) আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় পণ্য রপ্তানি কমেছে ২ দশমিক ৫৫ শতাংশ।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরের গত ১১ মাসে বাংলাদেশের মোট পণ্য রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৪৩ দশমিক ৮০ বিলিয়ন ডলার। গত অর্থবছরের একই সময়ে এই আয়ের পরিমাণ ছিল ৪৪ দশমিক ৯৫ বিলিয়ন ডলার।

যুক্তরাজ্যে ২৫ মিলিয়ন ডলারের

৫ পৃষ্ঠার পর

জাতীয় দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকদের সংগঠনড়সম্পাদক পরিষদ্ব- এর নেতৃবৃন্দের সঙ্গে এক সৌজন্য সাক্ষাতে গভর্নর এই তথ্য জানান।

এ সময় ব্যাংকিং খাতের চলমান সংস্কার, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, দুর্বল ব্যাংকগুলোর ব্যবস্থাপনা, খেলাপি ঋণ হ্রাস এবং ব্যাংক খাতের ডিজিটাল রূপান্তরসহ আর্থিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সম্পাদক পরিষদের সভাপতি ঞনিউ এজ্ব পত্রিকার সম্পাদক নুরুল কবীর এবং সাধারণ সম্পাদক ঞবণিক বার্তা্ব পত্রিকার সম্পাদক দেওয়ান হানিফ মাহমুদের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দল সভায় অংশ নেন। এ সময় বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নরেরাও উপস্থিত ছিলেন।

সভায় আর্থিক খাতের শৃঙ্খলা ও সুশাসন ফেরাতে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতির কথা তুলে ধরেন গভর্নর।

দুর্বল ব্যাংক একীভূতকরণ ও পর্ষদ পুনর্গঠন

গভর্নর দুর্বল ব্যাংকসমূহের একীভূতকরণ প্রক্রিয়ার সর্বশেষ অগ্রগতি অবহিত করে জানান, ইতোমধ্যে এই প্রক্রিয়ায় কিছু প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনাগত পরিবর্তন সম্পন্ন হয়েছে। ব্যাংকগুলোর কোর ব্যাংকিং সিস্টেম (সিবিএস) উন্নয়ন ও সমন্বয় সম্পন্ন হওয়ার পর পুনর্গঠন কার্যক্রম আরও গতি পাবে।

তিনি জানান, এছাড়া ইসলামী ব্যাংকসহ কয়েকটি বৃহৎ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ পুনর্গঠন, ব্যবস্থাপনা পরিবর্তন এবং আমানতকারীদের স্বার্থ সুরক্ষায় বাংলাদেশ ব্যাংকের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ সম্পর্কে তিনি সম্পাদকদের অবহিত করেন।

গভর্নর জানান খেলাপি ঋণের মামলা দ্রুততম সময়ে নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ঞঅর্থঋণ আদালত আইন্ব এর প্রয়োজনীয় সংস্কার ও সংশোধন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। পাশাপাশি আদায় অযোগ্য ঋণসমূহ নিষ্পত্তির জন্যঞডিস্ট্রেসড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি অ্যাক্ট্ব প্রণয়ন করা হচ্ছে।

তিনি বলেন, ব্যাংকিং খাতে ব্যাংকের পরিচালনা ও ঋণ বিতরণে পেশাদারিত্ব, জবাবদিহিতা এবং সুশাসন নিশ্চিত করাই বর্তমান সংস্কার কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বিষয়ে গভর্নর জানান, বাংলাদেশ ব্যাংক একটি সমন্বিত ডিজিটাল আর্থিক ইকোসিস্টেম গড়ে তুলতে কাজ করছে। এর আওতায় ডিজিটাল ন্যানো-লোন ব্যবস্থা, এআইভিত্তিক ঋণ মূল্যায়ন এবং ক্রেডিট ব্যুরোর অনুমোদনের বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

তিনি আরও বলেনঞওয়ান সিটিজেন, ওয়ান আইডেন্টিটি, ওয়ান ওয়ালেট্ব ধারণার মাধ্যমে ডিজিটাল রূপান্তর ব্যবস্থা দ্রুত সম্পন্ন হবে।

এছাড়াঞবাংলা কিউআর্ব-এর মাধ্যমে ক্যাশলেস লেনদেন নিশ্চিত করা এবং গ্রাহকের লেনদেন রিপোর্টিং সিস্টেমে আনার মাধ্যমে দেশের রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি করা সম্ভব বলে তিনি উল্লেখ করেন।

বিদেশে চিকিৎসার ক্ষেত্রে অনুমোদিত পরিমাণের অধিক ডলার প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের মাধ্যমে আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে দ্রুততম সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদন দিচ্ছে বলে জানান গভর্নর।

এছাড়া ইউপাস এলসির ক্ষেত্রে বিল ডিসকাউন্টিংয়ের জন্য ব্যবহৃত ফান্ডের সুদহার হ্রাস করা হয়েছে, যা আমদানিকৃত পণ্যের দাম হ্রাসে বড় ভূমিকা রাখবে।

ইরান 'শক্তিশালী, একই সঙ্গে

৫ পৃষ্ঠার পর

বিশেষ সাক্ষাৎকারে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এ মন্তব্য করেন। এনবিসি নিউজের 'মিট দ্য প্রেস' অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ক্রিস্টেন ওয়েলকারকে এ কথা বলেন তিনি। সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেন, 'তারা শক্তিশালী, তারা অহংকারী। এমন কিছু বিষয় আছে, যা তারা কখনো করবে বলে ভাবেনি। কিন্তু এখন তাদের সেগুলো করতেই হবে। তাদের সামনে কোনো বিকল্প নেই, তবে এতে কিছুটা সময় লাগছে।' চলমান যুদ্ধ অবসানের লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের নেতারা যখন আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন, ঠিক তখনই ট্রাম্পের এ মন্তব্য সামনে এল। গত সপ্তাহে এ যুদ্ধ চতুর্থ মাসে গড়িয়েছে।

এর আগে গত এপ্রিলে দুই দেশ একটি যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয় এবং পরে এর মেয়াদ বাড়ানো হয়। তবে সাম্প্রতিক দিনগুলোতে হরমুজ প্রণালির কাছাকাছি অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান একে অপরকে লক্ষ্য করে হামলা চালালে নতুন করে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প যাঁরা এই সংঘাতের অবসান ঘটাতে ইরানের সঙ্গে দ্রুত একটি চুক্তি করার জন্য তাঁকে তাগিদ দিচ্ছেন, তাঁদের সমালোচনা করেন। ট্রাম্প বলেন, 'এসব বিষয়ে (চুক্তি করতে) বছরের পর বছর লেগে যায়।'

ইরানের সঙ্গে চলমান সংঘাতের সময়কে ভিয়েতনাম যুদ্ধের সঙ্গে তুলনা করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, 'আমি অত্যন্ত দ্রুত এগোচ্ছি। আমি শুধু তিন মাসে পা দিয়েছি। আপনারা জানেন, ভিয়েতনাম যুদ্ধ ১৯ বছর স্থায়ী হয়েছিল। আর আমি আমার তৃতীয় মাসে আছি, অথচ সবাই শুধু বলছে, "আচ্ছা, আপনি কবে জিতবেন?" আমি যদি ডেমোক্র্যাট হতাম, তবে কেউ এভাবে কথা বলতেন না। কিন্তু এটা আমার কাছে কোনো ব্যাপার না। আমি এতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি।' ট্রাম্প আরও দাবি করেন, এই সংঘাতে যুক্তরাষ্ট্র ইরানের 'সামরিক বাহিনীকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দিয়েছে'। তবে তিনি বলেন, ইরানের কাছে এখনো কিছু ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন রয়ে গেছে।

ট্রাম্প বলেন, 'তাদের বেশির ভাগ ড্রোন তৈরির কারখানা গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, বেশির ভাগ উৎক্ষেপণ কেন্দ্র (লঞ্চিং প্যাড) ধ্বংস করা হয়েছে এবং বেশির ভাগ ক্ষেপণাস্ত্র উৎপাদন এলাকাগুলোও ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাদের এখনো কিছু সক্ষমতা আছে। তাদের কিছু ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন রয়েছে। আমি বলব, শতকরা হিসাবে তাদের হয়তো ২১ থেকে ২২ শতাংশ ক্ষেপণাস্ত্র বাকি আছে। এটিও অনেক ক্ষেপণাস্ত্র, তবে আমরা যখন প্রথম হামলা চালিয়েছিলামড়তার তুলনায় এটি কিছুই না।'

চুক্তি না হলে 'অন্য পথ' বেছে নেওয়ার হুঁশিয়ারি

চলতি সপ্তাহের শুরুর দিকে পারস্য উপসাগরে উপর্যুপরি হামলা চালিয়ে ইরান দেখিয়েছে যে তাদের এখনো ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলার সক্ষমতা কতটা। এমনকি তারা কুয়েত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরেও আঘাত হেনেছে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প দীর্ঘ সময় ধরেই ইরানের কড়া সমালোচক। তিনি এবং তাঁর প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে বলেছেন, ইরানের ওপর যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের ধারাবাহিক হামলার মাধ্যমে শুরু হওয়া এই যুদ্ধ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল।

ইসরায়েলের হামলায় জটিল হলো

৫ পৃষ্ঠার পর

নেতানিয়াহুকে নানা রাজনৈতিক বাধা ও বিভিন্ন প্রভাবশালী ব্যক্তিকে সামাল দিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। একই সঙ্গে তাঁকে ইসরায়েলি জনগণের সমর্থন ধরে রাখার চেষ্টাও করতে হয়।

আর এ পরিস্থিতি ট্রাম্পের জন্য ইরানের সঙ্গে সম্ভাব্য শান্তিচুক্তিতে পৌঁছানোর বিষয়টিকে আরও জটিল করে তুলছে। কারণ, তিনি সম্প্রতি বলেছিলেন, আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটি চুক্তি অথবা অন্তত একটি সমঝোতা স্মারক হওয়ার সম্ভাবনা আছে। মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে দুই পক্ষের মধ্যে প্রস্তাব ও নথিপত্র আদান-প্রদান চলার কারণে ট্রাম্প বিশ্বাস করেন যে একটি চুক্তির সম্ভাবনা আছে।

আমার কাছে মনে হয় গণতন্ত্র খুব

৯ পৃষ্ঠার পর

রাজনীতি ভয়াবহ পরিণতিতে চলে গেছে। সমস্ত রাজনৈতিক নেতার চরিত্র হনন করা হয়, যা খুশি তাই করা হয়। সমাজের কাছে তাদেরকে হীন ব্যক্তি হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। রাজনীতিকে ধ্বংস করার একটা ষড়যন্ত্র চলছে। এটা কখনোই সুস্থ রাজনীতির জন্য শুভলক্ষণ নয়ব্ধ ষড়যন্ত্রকারীদের ভাষা অত্যন্ত পরিকল্পিত উল্লেখ করে তিনি বলেন, তাদের ভাষা রাজনীতির স্বাভাবিক ধারা ধ্বংস করার জন্য যথেষ্ট।

বিএনপি মহাসচিব বলেনঞজুলাইয়ের (২০২৪ এর জুলাই) কিছু দিন পর থেকে কিছু কিছু দল এমনভাবে চক্রান্ত করছে, যাতে করে এখানে গণতন্ত্র না থাকে। আমাদের সৌভাগ্য যে একটি গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সরকার গঠন করতে পেরেছি। এই সরকারের দায়িত্ব হবে দ্রুততার সঙ্গে এই চক্রান্তকে চিহ্নিত করে সঠিকভাবে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করাব্ধ

তিনি আরও বলেনঞবিএনপির চরিত্র হচ্ছে উদার গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলড়লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি। বিএনপি কোনো বিপ্লবী দল নয়। বিএনপির কাছে বিপ্লব আশা করলে ভুল করবেন। বিএনপি জনগণকে সঙ্গে নিয়ে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তার লক্ষ্যে পৌঁছাতে চায়, নির্বাচনের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে যেতে চায় এবং সেখানে গিয়ে জনগণের কল্যাণে কাজ করেব্ধ

বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু বলেনঞনানামুখী ষড়যন্ত্র হচ্ছে। নানা ধরনের ঘটনা, নানা ধরনের প্রচারণা। সেই প্রচারণার সঙ্গে বট বাহিনী আছে। সোশ্যাল মিডিয়াতে এমন কোনো অশ্রাব্য ভাষা নেই, যা আমাদের নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হয়নিব্ধ

তিনি বলেনঞআমাদের সতর্ক হতে হবে। আমাদের শত্রু চারদিকে। এরপরও জনগণ আমাদের সঙ্গে আছে। জনগণ এই সরকারের সঙ্গে আছেন। এই সরকারের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে আছে জনগণব্ধ

জয় বাংলা
জয় বঙ্গবন্ধু
"Play for Honor, Play for Glory,
Represent Bangladesh"
যুক্তরাষ্ট্র
ছাত্রলীগ
Bangladesh Students' League, USA Branch
BANGABANDHU
GOLD CUP
FOOTBALL TOURNAMENT 2026
★ UNITED STATES ★
★ EDUCATION ★ PEACE ★ PROGRESS
★ VIP GUEST ★
CHIEF GUEST
Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina, MP
SPECIAL GUESTS
• Shakib Al Hasan, MP; Former ICC No. 1 All-Rounder
• Saddam Hussain; President; Bangladesh Students' League
• Sheikh Enan; General Secretary; Bangladesh Students' League
• Dr. Siddiqur Rahman
President
Bangladesh Awami League,
Usa Branch
• Abdus Samad Azad
General Secretary
Bangladesh Awami League
Usa Branch
★ INVITATION LETTER ★
Dear Sir/Madam,
Assalamu Alaikum.
We are delighted to inform you that a grand football event will be organized on the occasion of the "Bangabandhu Gold Cup Football Tournament 2026 United States."
We cordially invite you to attend the event as an Honorable Guest.
We strongly believe that your valuable presence will make our event more vibrant and successful.
EVENT
Bangabandhu Gold Cup Football Tournament 2026 United States
DATE
June 16, 2026
(Tuesday)
TIME
12:00 PM
(Noon)
VENUE
Randall's Island Park
Werda Meadow Fields - Soccer 74, NYC
Your gracious presence will be highly appreciated.
Sincerely,
Mahmudul Hasan
President, Bangladesh Students' League
USA Branch
REDHOY MIAH
General Secretary
BANGLADESH STUDENTS' LEAGUE
USA BRANCH
★ YOUR PRESENCE WILL BE OUR HONOR ★
Organized by: Bangladesh Student's League USA Branch

এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তেরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?

কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্বর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭৩-৪৮, ৭২ স্ট্রিট, ২য় তলা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯

ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

স্বপ্নের গন্তব্যে
পরিবারকে নিয়ে
উড়ে চলুন
JFK ⇋ DHAKA
ডিজিটাল ট্রাভেলস
এস্টোরিয়া
www.digitaltraveltour.com
BOOK NOW 718-721-2012
আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়
25-78 31st Street, New York, NY-11102

রেমিট্যান্স যোদ্ধাদের প্রতি এই অবিচার কেন?

১৪ পৃষ্ঠার পর

সেন্টারগুলোকে বাস্তব অর্থে আধুনিক করতে হবে। নার্সিং, কেয়ারগিভিং, ড্রাইভিং, আইটি, ইলেকট্রিক্যাল, প্লাম্বিং, নির্মাণ প্রযুক্তি ও হসপিটালিটির মতো খাতে আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ ও ভাষা শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা দরকার। শুধু শ্রমিক পাঠানোর চিন্তা বাদ দিয়ে দক্ষ জনশক্তি পাঠানোর নীতি নিতে হবে।

চতুর্থত, দূতাবাসগুলোকে প্রবাসী কর্মীদের প্রকৃত আশ্রয়স্থলে পরিণত করতে হবে। ২৪ ঘণ্টার হটলাইন, জরুরি আশ্রয়কেন্দ্র, আইনি সহায়তা, অনুবাদ সহায়তা এবং নিয়োগকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ গ্রহণের কার্যকর ব্যবস্থা থাকতে হবে। প্রবাসীদের সমস্যা সমাধানকে দূতাবাসের কর্মকর্তারা যেন অতিরিক্ত কাজ মনে না করেন। এই কর্মীদের ঘামে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রাই দেশের অর্থনীতিকে শক্তি দেয়।

পঞ্চমত, নারী কর্মী পাঠানোর ক্ষেত্রে নিয়োগকর্তার ব্যাকগ্রাউন্ড চেক বাধ্যতামূলক করতে হবে। যে দেশে নিরাপত্তা নিশ্চিত নয়, সেখানে কর্মী পাঠানোর আগে কঠোর দ্বিপক্ষীয় চুক্তি প্রয়োজন। ঝুঁকিপূর্ণ ক্ষেত্রে সাময়িকভাবে নারী কর্মী পাঠানো বন্ধ রাখার সাহসও রাষ্ট্রকে দেখাতে হবে। বিদেশে থাকা নারী কর্মীদের নিয়মিত খোঁজ নেওয়া, জরুরি হেল্পলাইন এবং নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত জরুরি।

ষষ্ঠত, দালালের ঋণের বদলে সহজ শর্তে সরকারি অভিবাসন ঋণের ব্যবস্থা করা দরকার। এই ঋণ অনুমোদিত খরচের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত থাকলে দালাল বা মধ্যস্বত্বভোগীদের সুযোগ কমবে। একজন কর্মী বিদেশ যাওয়ার দিন থেকেই ঋণের আতঙ্কে কুঁকড়ে থাকবেন না।

শেষ কথা হলো, প্রবাসী কর্মীরা আমাদের করুণার পাত্র নন; তারা দেশের অর্থনীতির অন্যতম শক্তি। তাদের পাঠানো টাকায় পরিবার বাঁচে, গ্রামের বাজার সচল থাকে, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ শক্তি পায়। তাই তাদের শুধু উপাধি দিলে হবে না-বাস্তব সুরক্ষা দিতে হবে।

উপাধি নয়, ব্যবস্থা দিন। মুখের প্রশংসা নয়, আইনি সুরক্ষা দিন। সেমিনার নয়, অনিয়মের প্রতিকার দিন।

যারা দেশের অর্থনীতির ভরসা, তাদের দিনের পর দিন অবহেলা ও অবিচারের শিকার হতে দেওয়া কোনো সভ্য রাষ্ট্রের পরিচয় হতে পারে না। তাদের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া দয়া নয়-এটি তাদের প্রাপ্য ন্যায্য অধিকার।

মহিউদ্দিন আহমেদ: কানাডাপ্রবাসী অর্থনীতি ও রাজনীতি বিশ্লেষক

নেতানিয়াহুকে ট্রাম্পের ধমক দেখে বিশ্ব এখন কী ভাবছে

১৪ পৃষ্ঠার পর

পাশাপাশি তিনি সমালোচনা করেন এমন কৌশলকে, যেখানে একজন হিজবুল্লাহ কমান্ডারকে লক্ষ্য করতে গিয়ে পুরো ভবন ধ্বংস করা হচ্ছে।

এই পর্যবেক্ষণগুলো এমন এক সময়ে এসেছে, যখন আন্তর্জাতিক মহলে ইসরায়েলের সামরিক কৌশল নিয়ে সমালোচনা আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় বেশি জোরালো। মানবাধিকার সংগঠনগুলো বারবার বেসামরিক ক্ষয়ক্ষতির বিষয়টি সামনে আনছে। এটি ইসরায়েলের বৈশ্বিক ভাবমূর্তিকে আরও চাপের মুখে ফেলছে।

বিশ্লেষকদের মতে, অতীতে বহু মার্কিন প্রেসিডেন্টই ইসরায়েলি নেতৃত্বের সঙ্গে মতবিরোধে জড়িয়েছেন। তাঁরা প্রকাশ্যে কঠোর ভাষা ব্যবহার করলেও বাস্তবে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতিতে বড় ধরনের পরিবর্তন খুব কমই এসেছে।

এই ধারার ব্যতিক্রম হিসেবে অনেকে ট্রাম্পকে দেখছেন। কারণ, তিনি রাজনৈতিকভাবে অনিশ্চিত, নিয়ম ভাঙতে অভ্যস্ত এবং তাঁর বক্তব্য প্রায়ই সরাসরি জনমতের প্রতিক্রিয়া হিসেবেই কাজ করে।

বর্তমান পরিস্থিতি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ যুক্তরাষ্ট্রে এখন ইসরায়েল সম্পর্কে জনমত আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় বেশি বিভক্ত। একই সঙ্গে ট্রাম্পের রাজনৈতিক ভিত্তি মাগা শিবিরেও ইহুদিবিরোধী ধারণা ও ষড়যন্ত্র তত্ত্বের উপস্থিতি নিয়ে আলোচনা রয়েছে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ট্রাম্প এমন এক সময় ক্ষমতায় আছেন, যখন তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান চাপের মুখে। ইরান যুদ্ধের ব্যর্থতা তাঁর নেতৃত্বের সক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। ফলে তিনি নতুন করে রাজনৈতিক শক্তি প্রদর্শনের পথ খুঁজছেন।

এই প্রেক্ষাপটে নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে কঠোর মন্তব্য এবং ইসরায়েলকে ঘিরে তীব্র সমালোচনা তাঁকে অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে কিছুটা সমর্থন এনে দিতে পারে বলে পর্যবেক্ষকদের ধারণা। সেই কারণে ভবিষ্যতে ইসরায়েল ইস্যুতে তাঁর অবস্থান আরও কঠোর বা অপ্রত্যাশিত হয়ে উঠতে পারে।

পল নুকি আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্যনিরাপত্তা বিভাগের সম্পাদক হিসেবে দ্য টেলিগ্রাফুএ কর্মরত

দ্য টেলিগ্রাফ থেকে নেওয়া, অনুবাদ: সারফুদ্দিন আহমেদ

খামেনি-ট্রাম্প বৈঠকের সম্ভাবনা 'অবাস্তব' বলে নাকচ

৭ পৃষ্ঠার পর

সম্প্রতি নিউইয়র্ক পোস্টকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেন, সুযোগ তৈরি হলে তিনি মোজতবা খামেনির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আগ্রহী। তিনি বলেছিলেন, 'হ্যাঁ, আমি তার সঙ্গে দেখা করতে চাই'। পরিস্থিতির অগ্রগতির ওপর নির্ভর করে ভবিষ্যতে এমন বৈঠক হতে পারে বলেও ইঙ্গিত দেন তিনি। তবে বৃহস্পতিবার (৪ জুন) রাতে লেবাননের টেলিভিশন চ্যানেল আল-মায়াদিনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এই সম্ভাবনাকে সরাসরি নাকচ করেন। আরাগচি বলেন, 'আমি একটি প্রতিবেদন দেখেছি যেখানে বলা হয়েছে তিনি (ট্রাম্প) বৈঠকের জন্য প্রস্তুত বা একটি বৈঠক করতে চান। আমি মনে করি আমাদের বাস্তববাদী হওয়া উচিত এবং বাস্তব জগতেই চিন্তা করা ও বসবাস করা উচিত।' সাক্ষাৎকারে আরাগচি বলেন, নতুন সর্বোচ্চ নেতা দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলোতে সক্রিয়ভাবে নেতৃত্ব দিচ্ছেন এবং রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে তার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। তিনি আরও জানান, নিরাপত্তাজনিত কারণে দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে মোজতবা খামেনি জনসমক্ষে খুব বেশি উপস্থিত হননি।

গত ৮ এপ্রিল কার্যকর হওয়া একটি নাজুক যুদ্ধবিরতির মাধ্যমে ইরান ও তার প্রতিপক্ষদের মধ্যে সংঘাত আপাতত স্থগিত রয়েছে। তবে উত্তেজনা পুরোপুরি প্রশমিত হয়নি। একই সাক্ষাৎকারে আরাগচি আরও জানান, আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির ওপর প্রাণঘাতী হামলার সময় তিনিও সুপ্রিম লিডারের কার্যালয়ের একই ভবনে অবস্থান করছিলেন। তবে ভবনের অন্য অংশে থাকায় তিনি অক্ষত অবস্থায় বেরিয়ে আসতে সক্ষম হন।

আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির মৃত্যুর পর ইরান ব্যাপক প্রতিক্রিয়া জানিয়ে ইসরায়েল এবং পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের মিত্রদের লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালায়। এরপর বিভিন্ন মধ্যস্থতাকারীর উদ্যোগে ওয়াশিংটন ও তেহরানের মধ্যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আলোচনা শুরু হলেও এখন পর্যন্ত কোনো স্থায়ী সমঝোতায় পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। ফলে যুদ্ধবিরতি কার্যকর থাকলেও ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার কূটনৈতিক ও সামরিক উত্তেজনা এখনও পুরোপুরি কাটেনি।

হোয়াইট হাউসে সংবাদ সম্মেলনে ট্রাম্পের 'ঝিমুনি':

৬ পৃষ্ঠার পর

দেরি করেনি ডেমোক্র্যাট শিবির ও লিবারেলরা। ডেমোক্র্যাটিক পার্টির অফিসিয়াল এক্স (সাবেক টুইটার) অ্যাকাউন্ট থেকে ব্যাঙ্গাত্মকভাবে বলা হয়,দ্য কমান্ডার-ইন-স্লিপ ডিউটিতে যোগ দিয়েছেন। নিউইয়র্কের গভর্নর ক্যাথি হুচলের প্রেস অফিস থেকে মন্তব্য করা হয়,লি জেলডিনের কথা শোনার চেয়ে ঘুমানো অনেক ভালো। অন্যদিকে ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর গ্যাভিন নিউজমের টিম লিখেছে,ডোজি ডন (ঝিমুনি ডন) ফিরে এসেছেন। সাবেক প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের ছেলে হান্টার বাইডেনও এই বিতর্কে যোগ দিয়েছেন। উল্লেখ্য, ট্রাম্প প্রায়ই জো বাইডেনকে স্লিপি জো বলে কটাক্ষ করতেন। হান্টার বাইডেন উপহাস করে লিখেছেন,দেখুন... আমি তো আগেই বলেছিলাম ওটা একটা ক্লোন। তারা মনে হয় ব্যাটারি চার্জ দিতে ভুলে গেছে। তবে হোয়াইট হাউস এই অভিযোগ অত্যন্ত আক্রমণাত্মকভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে। হোয়াইট হাউস র্যাপিড রেসপন্স অ্যাকাউন্ট থেকে একটি প্রগ্রেসিভ অ্যাকাউন্টের পোস্টের জবাবে লেখা হয়,তোমরা যারা এসব বলছ, তোমাদের পোস্ট করা ক্লিপেই দেখা যাচ্ছে তার চোখ খোলা রয়েছে। এর আগে গত ১১ মে-ও ট্রাম্পের চোখ বন্ধ করা একটি ছবি নিয়ে একই বিতর্ক উঠেছিল। সে সময় হোয়াইট হাউস দাবি করেছিল প্রেসিডেন্ট কেবল চোখ পিটপিট করছিলেন। এবারও হেডকোয়ার্টার্স নামক অ্যাকাউন্টটি যখন ট্রাম্পের ঘুমিয়ে পড়ার দাবি করে, তখন হোয়াইট হাউস সেটিকে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দেয়।

এই ঘটনাটি ট্রাম্পের স্বাস্থ্য নিয়ে নতুন করে উদ্বেগের জন্ম দিয়েছে। সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেনির হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ জোনাথন রেইনার একে অস্বাভাবিক বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন,প্রেসিডেন্টের সাম্প্রতিক শারীরিক পরীক্ষায় তার ঘুমের ব্যাঘাতের বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। এটা মোটেও স্বাভাবিক নয়।

ক্যালিফোর্নিয়ার ডেমোক্র্যাটিক রিপ্রেজেন্টেটিভ টেড লিউ দাবি করেছেন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সুস্থ নন। তিনি বলেন, তিনি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে এবং ক্যাবিনেট মিটিংয়ে জেগে থাকতে পারছেন না। হোয়াইট হাউসের পরিষ্কার করা উচিত কেন ট্রাম্পকে বারবার হাসপাতালে যেতে হয় এবং ডাক্তাররা কেন তাকে বারবার কগনিটিভ টেস্ট (মানসিক সক্ষমতা যাচাই) দিচ্ছেন। লিউ আরও যোগ করেন, কোনো কোম্পানির সিইও যদি বোর্ড মিটিংয়ে এভাবে ঘুমিয়ে পড়তেন, তবে তাকে বরখাস্ত করা হতো।

বুধবার এক শুনানিতে টেড লিউ পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিওকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করেন। তিনি জানতে চান, রুবিও কি ট্রাম্পকে কখনো কোনো বৈঠকে ঘুমিয়ে পড়তে দেখেছেন কি না।

Law Office of Mahfuzur Rahman

Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)

সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)

ফ্যামিলি ল' আনকনটেস্টেড এবং কনটেস্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।

Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্‌ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)

- ব্যাংক্রাপ্সী
- ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
- রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
- উইল্‌স
- ইনকোর্পোরেশন
- ক্রেডিট কনসলিডেশন
- পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
- মর্গেজ
- ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
- ট্যাক্স ম্যাটার

Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

সর্বনিম্ন মূল্যে বাংলাদেশ ভ্রমণ করুন
আমরা যেকোন ট্রাভেল এজেন্সী
অনলাইন/ইন্টারনেট প্রাইস থেকে কমমূল্যে টিকেট দিয়ে থাকি
জেএফকে-ঢাকা-জেএফকে
JFK-Dhaka-JFK

আমেরিকার যেকোন স্টেট থেকে বাংলাদেশসহ
বিশ্বের যেকোন দেশে সুলভে ভ্রমণ করুন

LOWEST GUARANTEED PRICES

Emirates ETIHAD AIRWAYS QATAR AIRWAYS KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES SAUDIA DELTA

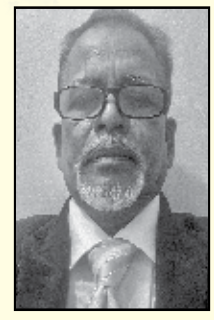

MIRZA M ZAMAN
(SHAMIM) - CEO

Cheapest Domestic & International Air Tickets
GLOBAL NY 1 TRAVELS, INC
168-47, Hillside ave, 2nd Floor
Jamaica NY-11432
OFFICE: 718-205-2360, CELL: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com

অনলাইনে সবচেয়ে কমমূল্যে
এয়ার টিকেট এবং হোটেল বুকিং দিন

মর্টগেজ

এর মাধ্যমে বাড়ি কিনুন

স্বল্প আয়?
কোনো সমস্যা নেই

SMG FUNDING

ডিরেক্ট লেন্ডার

কোনো আয় দেখানোর প্রয়োজন নেই,
ব্যাংক স্টেটমেন্টও লাগবে না

এক বছর ট্যাক্স ফাইল (৯০৯৯) এবং মাত্র ৫%
ডাউন পেমেন্ট দিয়ে বাড়ি কিনতে পারবেন

ট্যাক্সি ক্যাব ও ব্যবসার মালিকদের
জন্য রয়েছে বিশেষ প্রোগ্রাম

হোমকেয়ারে যারা কাজ করেন
তাদের জন্যও থাকছে বিশেষ সুবিধা

যাদের ওয়ার্ক পারমিট আছে,
তারাও বাড়ি কিনতে পারবেন

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.

139-27 QUEENS BLVD, SUITE2,
JAMAICA, NY 11435

AKIB HUSSAIN
BRANCH MANAGER
(646) 920-4799

Empire Care Agency

LHCSA Licensed Home Health Care

PCA / HHA SERVICE

WHY CHOOSE US?
We Pay The Highest Rate
Our Experienced Nurse Will Advocate for your more Hours

হোম কেয়ার সেবা দিয়ে
অর্থ উপার্জন করুন

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট দিয়ে থাকি

OUR SERVICES
- Skilled Nursing
- Home Health Aides
- Medicaiton Remindrs
- Meal Preparation
- Personal Care
- Light Housekeeping

$23 Per Hour Giver to **PCA & HHA** Care Giver

NURUL AZIM
CEO
516-451-3748

WE SPEAK BANGLA, HINDI, URDU, PUNJABI, SPANISH

119-40 Metropolitan Ave
Suite 101C, Kew Gardens
NY 11415

516-900-7860
Fax: 212-381-0649
Empirehcam@gmail.com

ট্রাম্পের ইরান যুদ্ধ বন্ধের পক্ষে

৭ পৃষ্ঠার পর

যার লক্ষ্য হাজার হাজার বেসামরিক মানুষের মৃত্যু থেকে শুরু করে বিশ্ব বাণিজ্যে বিপর্যয় ডেকে আনা এই বিধ্বংসী সংঘাত বন্ধে মার্কিন প্রশাসনকে বাধ্য করা। যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হওয়ায় এর প্রভাব সাধারণ আমেরিকানদের ওপর পড়তে শুরু করেছে। এরমধ্যে ইরানের সঙ্গে একটি সুনির্দিষ্ট ও স্থায়ী চুক্তিতে পৌঁছাতেও ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে ট্রাম্প প্রশাসন। এই অবস্থায়, ট্রাম্পের নিজ দল- রিপাবলিকান পার্টির ভেতরেও এই যুদ্ধের বিরোধিতা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। কংগ্রেসে এই ভোটাভুটির ফল তারও প্রতিফলন। তবে আপাতত এটি মূলত একটি প্রতীকী পদক্ষেপ হিসেবেই থেকে যাবে। কারণ আইন পাসের ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্টের 'ভেটো' দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে এবং প্রতিনিধি পরিষদ ও সিনেটে রিপাবলিকানদের আধিপত্য রয়েছে। অবশ্য এটি আইনপ্রণেতাদের পক্ষ থেকে ট্রাম্প প্রশাসনের প্রতি একটি বড় ধরনের তিরস্কার।

এখানে তুলে ধরা হলো এনিয়ে মার্কিন রাজনীতিতে ঠিক কী ঘটেছিল, কেন এই পদক্ষেপটি গুরুত্বপূর্ণ এবং কেন এর মানে এই নয় যে ট্রাম্প ইরানের ওপর নতুন কোনো হামলা চালাতে পারবেন না বা চালাবেন না:

কী ঘটেছিল?

বুধবার প্রতিনিধি পরিষদের ডেমোক্র্যাটের নেতৃত্বে আইনপ্রণেতারা 'ওয়ার পাওয়ার্স অ্যাক্ট' (যুদ্ধ ক্ষমতা আইন) কার্যকরের পক্ষে ভোট দেন। এই আইন অনুযায়ী, বিদেশে কোনো সশস্ত্র সংঘাতে জড়ানোর পর প্রেসিডেন্ট যদি কংগ্রেসের অনুমোদন না পান, তবে কংগ্রেস জোরপূর্বক সেই যুদ্ধ বন্ধের ক্ষমতা রাখে। যুদ্ধ শুরুর পর থেকেই ডেমোক্র্যাটরা যুক্তি দিয়ে আসছেন যে, যুদ্ধ ঘোষণার অধিকার একমাত্র কংগ্রেসের, প্রেসিডেন্টের নয়। এই যুক্তির ওপর ভিত্তি করেই তারা ইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যুদ্ধ বন্ধ করতে বারবার চেষ্টা চালিয়ে আসছেন।

ট্রাম্প প্রশাসন এর বিপরীতে দাবি করেছে যে, ইরানে সামরিক অভিযান পরিচালনার জন্য কংগ্রেসের অনুমোদনের কোনো প্রয়োজন নেই। যদিও ১৯৭৩ সাল থেকে কার্যকর থাকা 'ওয়ার পাওয়ার্স অ্যাক্ট' অনুযায়ী, কোনো সশস্ত্র সংঘাতে জড়ানোর আগে মার্কিন প্রেসিডেন্টকে অবশ্যই আইনপ্রণেতাদের অনুমোদন নিতে হবে। কেবল যুক্তরাষ্ট্রের ওপর তাৎক্ষণিক বা আসন্ন কোনো হামলার আশঙ্কা থাকলেই প্রেসিডেন্ট একতরফাভাবে সেনা মোতায়েন করতে পারেন। এমন পরিস্থিতিতে, প্রেসিডেন্টকে অবশ্যই ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে কংগ্রেসকে অবহিত করতে হবে। এরপর কংগ্রেস যদি যুদ্ধ ঘোষণা না করে, তবে যুদ্ধ শুরুর ৬০ দিনের মধ্যে প্রেসিডেন্টকে সেখান থেকে সেনা প্রত্যাহার করে নিতে হবে।

ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ক্ষেত্রে সমালোচকেরা যুক্তি দেখিয়েছেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের ওপর এমন কোনো তাৎক্ষণিক হুমকি ছিল না; বরং যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরায়েলই প্রথমে আঘাত হেনেছিল। ট্রাম্প যুদ্ধ শুরুর ৬০ দিনের মাথায় (যা গত ২৯ এপ্রিলের কাছাকাছি সময়ে পূর্ণ হয়েছে) যুদ্ধে নিয়োজিত হাজার হাজার মার্কিন সেনা প্রত্যাহার করতেও ব্যর্থ হয়েছেন।

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল যৌথভাবে এই যুদ্ধ শুরু করার পর থেকে প্রতিনিধি পরিষদে সংখ্যালঘু আসনে থাকা ডেমোক্র্যাটরা এই আইনটি কার্যকর করার জন্য তিনবার চেষ্টা করেছিলেন। তবে আগের সবকটি প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছিল।

প্রতিনিধি পরিষদে কেমন ছিল ভোটের সমীকরণ?

বুধবারের ভোটাভুটিতে ট্রাম্পের ক্ষমতা সীমিত করার প্রস্তাবের পক্ষে ২১৫টি এবং বিপক্ষে ২০৮টি ভোট পড়ে। ডেমোক্র্যাটদের এই সাফল্য আসে যখন চারজন রিপাবলিকান সদস্য তাঁদের দলীয় অবস্থান থেকে সরে এসে প্রস্তাবটির পক্ষে ভোট দেন, যা ট্রাম্পের নীতির প্রতি একটি প্রকাশ্য তিরস্কার হিসেবে দেখা হচ্ছে।

যুদ্ধের শুরুতে রিপাবলিকানরা জনসমক্ষে এই যুদ্ধকে জোরালোভাবে সমর্থন করলেও, মার্কিন অর্থনীতি এবং বিশ্ববাণিজ্যে এর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব পড়ার কারণে দলটির ভেতরের আবহাওয়া লক্ষণীয়ভাবে বদলে গেছে। পাশাপাশি ট্রাম্পের জনপ্রিয়তার রেটিংও ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে।

দুই সপ্তাহ আগে যখন সর্বশেষ ভোট অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তখন মিশিগানের টম ব্যারেট, ওহাইওর ওয়ারেন ডেভিডসন এবং কেনটাকির থমাস ম্যাসি দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে গিয়ে ভোট দিয়েছিলেন। আর বুধবার তাঁদের সাথে যোগ দেন পেনসিলভানিয়ার ব্রায়ান ফিটজপ্যাট্রিক।

এই ভোট কি ট্রাম্পের যুদ্ধ পরিচালনার ক্ষমতাকে সীমিত করবে?

পাকাপোক্তভাবে তা বলা যায় না। এই মুহূর্তে এই 'হাউস' ভোটটি মূলত প্রতীকী। প্রস্তাবটি কার্যকর করতে হলে, উচ্চকক্ষ সিনেটেও এটি পাস হতে হবে, তবে সেখানেও রিপাবলিকানদের সামান্য ব্যবধানের সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। সিনেটের ডেমোক্র্যাটরা যুদ্ধ বন্ধে বাধ্য করার প্রক্রিয়া শুরু করতে বারবার ভোটের জন্য চাপ দিলেও, রিপাবলিকান সিনেটরেরা এখন পর্যন্ত সেই প্রস্তাবগুলো প্রত্যাখ্যান করার মতো পর্যাপ্ত ভোট ধরে রাখতে পেরেছেন। যুদ্ধ থেকে সেনা প্রত্যাহারের প্রক্রিয়া এগিয়ে নেওয়ার জন্য দুই সপ্তাহ আগে ১০০ সদস্যের সিনেটে সর্বশেষ ভোটটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যার ফলাফল ছিল ৫০-৪৭। চারজন রিপাবলিকান সদস্য ডেমোক্র্যাটদের সাথে যোগ দিয়ে প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিলেও, পেনসিলভানিয়ার সিনেটর জন ফেটারম্যান ছিলেন একমাত্র ডেমোক্র্যাট যিনি এই প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দেন। যদিও এই ফলাফল রিপাবলিকান সিনেটরদের মধ্যেও ক্রমবর্ধমান অসন্তোষের প্রতিফলন ঘটায়, তবে তা প্রস্তাব পাসের জন্য যথেষ্ট ছিল না।

এমনকি সিনেট যদি প্রতিনিধি পরিষদকে অনুসরণ করে ইরানের বিরুদ্ধে ট্রাম্পের যুদ্ধের ওপর সীমাবদ্ধতা আরোপের প্রস্তাব পাসও করে, তাহলেও ট্রাম্প চাইলে সেই প্রস্তাবে 'ভেটো' দিতে পারেন।

তেমন পরিস্থিতিতে, প্রেসিডেন্টের ভেটো বাতিল (ওভাররাইড) করতে কংগ্রেসকে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় এই প্রস্তাব পাস করতে হবে। এটি অসম্ভব না হলেও বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কিছুটা অবাস্তব; কারণ কিছু রিপাবলিকান আইনপ্রণেতা অসন্তুষ্ট হলেও দলটির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এখনো প্রকাশ্যে ট্রাম্পকে সমর্থন করছেন।

আইনি সংজ্ঞায় যুক্তরাষ্ট্র কি সত্যিই এখন যুদ্ধে লিপ্ত?

এরপর প্রশ্ন ওঠে যে, যুক্তরাষ্ট্র এই মুহূর্তে আদৌ কোনো যুদ্ধে লিপ্ত আছে কি না এবং এই প্রস্তাবটি আদৌ প্রযোজ্য হবে কি না। গত ৮ এপ্রিল থেকে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে একটি যুদ্ধবিরতি কার্যকর রয়েছে, যদিও তা অত্যন্ত দুর্বল। ট্রাম্প প্রশাসনের যুক্তি হলো, এর অর্থ হলো যুক্তরাষ্ট্র কার্যত এই মুহূর্তে কোনো যুদ্ধে লিপ্ত নেই।

গত ১ মে ট্রাম্প ঘোষণা করেছিলেন যে যুদ্ধবিরতির মানে হলো শত্রুতার "অবসান", যদিও যুক্তরাষ্ট্র এখনো ইরানের বন্দরগুলো অবরুদ্ধ করে রেখেছে এবং ইরানি জাহাজে হামলা চালাচ্ছে। তেহরানও হরমুজ প্রণালী অবরুদ্ধ করে রেখেছে। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও গত মঙ্গল ও বুধবার ইরান যুদ্ধ নিয়ে আয়োজিত একাধিক শুনানিতে আইনপ্রণেতাদের সামনে এই যুক্তিটিই তুলে ধরেন। আইনপ্রণেতারা তাঁকে ইরানের সংঘাত থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহার এবং ভেনিজুয়েলা নিয়ে বিস্তারিত পরিকল্পনা জমা দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। গত জানুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্র ভেনিজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে অপহরণ করে।

শুনানিতে ডেমোক্র্যাট সিনেটর কোরি বুকারের সাথে এক উত্তপ্ত বাক্যবিনিময়ের সময় রুবিও জোর দিয়ে বলেন, "ইরান যুদ্ধ শেষ।" তবে সিনেটের বৈদেশিক সম্পর্ক কমিটির ডেমোক্র্যাট সদস্য সিনেটর জিন শাহিন রুবিওকে জবাবদিহিতার অভাব এবং কংগ্রেসকে সঠিক তথ্য না দেওয়ার জন্য অভিযুক্ত করেন।

তিনি বলেন, "যুক্তরাষ্ট্র যখন ইরানের ওপর হামলা চালাচ্ছিল এবং ইরান মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে মার্কিন দূতাবাস ও ঘাঁটিগুলোতে বোমা হামলা চালাচ্ছিল, তখন আপনি কংগ্রেসে যুদ্ধ ক্ষমতার নোটিফিকেশন পাঠিয়ে বলেছিলেন যে, আমরা ইরানের সাথে কোনো সক্রিয় শত্রুতায় লিপ্ত নই।"

তিনি আরও যোগ করেন, "সেটি কোনো আলোচনা বা পরামর্শ ছিল না; সেটি ছিল মূলত এই যুদ্ধ নিয়ে এই কমিটি এবং কংগ্রেসের কাছে জবাবদিহি করা এড়িয়ে যাওয়ার একটি চেষ্টা।"

যুক্তরাষ্ট্র কি ইরানের বিরুদ্ধে নতুন করে যুদ্ধ শুরু করতে পারে?

ট্রাম্পের মন্ত্রিসভার কিছু কর্মকর্তা মনে করেন যে তা সম্ভব।

মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ গত ১২ মে দাবি করেছেন যে, ওয়ার পাওয়ার্স অ্যাক্টের অধীনে প্রেসিডেন্টকে সেনা মোতায়েনের জন্য যে ৬০ দিনের সময় দেওয়া হয়, ৮ এপ্রিলের যুদ্ধবিরতির কারণে সেই সময়সীমা পুনরায় নতুন করে (রিসেট) শুরু হয়েছে। ফলে প্রশাসন চাইলে আইনপ্রণেতাদের অনুমোদন ছাড়াই আবারও ইরানে হামলা শুরু করতে পারে। সিনেটের অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন কমিটির সামনে দেওয়া সাক্ষ্যে হেগসেথ মূলত যুক্তি দেখিয়েছেন যে, ৮ এপ্রিলের যুদ্ধবিরতি মূল সময়সীমাকে নতুন করে চালুর সুযোগ করে দিয়েছে। তিনি বলেন, "প্রেসিডেন্ট যদি ইরানের বিরুদ্ধে আবারও যুদ্ধ শুরু করার সিদ্ধান্ত নেন, তবে তা করার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত কর্তৃত্ব আমাদের হাতে থাকবে।"

আমি না থাকলে এখন ইসরায়েলের

৭ পৃষ্ঠার পর

জবাবে ট্রাম্প বলেন,হ্যাঁ, কথা হয়েছিল। তবে আমি এটাকে রাগ বলাটা ঠিক মনে করি না। লেবাননের সঙ্গে তার অব্যাহত সংঘর্ষে আমি কিছুটা বিরক্ত ছিলাম। একপর্যায়ে আমি বলেছিলাম, বিবি তোমাকে এটা বন্ধ করতে হবে। তোমাকে এটা থামাতেই হবে।

তবে একই সঙ্গে তিনি জোর দিয়ে বলেন, নেতানিয়াহুর সঙ্গে তার সম্পর্ক এখনো ভালো। ট্রাম্প বলেন,আমাদের মধ্যে খুব ভালো সম্পর্ক রয়েছে। আমি তাকে খুবই পছন্দ করি এবং তার সঙ্গে সব সময় ভালোভাবেই কাজ করেছি। ট্রাম্পের এই মন্তব্য এমন এক সময়ে এলো, যখন বুধবার মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান নতুন করে পাল্টাপাল্টি হামলা চালিয়েছে। একই সঙ্গে যুদ্ধবিরতি নিয়ে আলোচনা কার্যত অচলাবস্থায় পৌঁছেছে বলেও মনে হচ্ছে। ইরান জানিয়েছে, কোনো যুদ্ধবিরতি চুক্তি হলে তা অবশ্যই লেবাননের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে হবে। তবে, ইসরায়েল ও হিজবুল্লাহর মধ্যে লড়াই অব্যাহত রয়েছে। সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প দাবি করেন, ইরান পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি না করার বিষয়ে সম্মত হয়েছে। তবে তিনি সতর্ক করে বলেন, তেহরান চাইলে ভবিষ্যতে অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে।

তিনি বলেন,আমাকে বলতে হয়েছিল যে ইরানকে নিয়ে কিছু একটা করতে হবে। অর্থনীতিতে আমরা যতই ভালো করি না কেন, তাদের পারমাণবিক অস্ত্র পেতে দেওয়া যায় না। তারা ইতোমধ্যেই সম্মত হয়েছে যে তারা পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করবে না। বুধবার ইরানের একটি ড্রোন হামলায় কুয়েত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে একজন নিহত এবং অন্তত ৬৩ জন আহত হয়েছেন বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। একই দিনে বাহরাইনও তাদের আকাশসীমায় ইরানি ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিহত করার দাবি করেছে।

ইরান অভিযোগ করেছে, যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধবিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করেছে। একই সঙ্গে কুয়েত ও বাহরাইনকে ইরানের বিরুদ্ধে হামলার জন্য,সরাসরি ও স্পষ্টভাবে দায়ী বলেও উল্লেখ করেছে। অন্যদিকে মার্কিন সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, বাহরাইন ও কুয়েতে হামলার জবাবে তারা হরমুজ প্রণালির কেশম দ্বীপে ইরানের একটি সামরিক নিয়ন্ত্রণকেন্দ্রে হামলা চালিয়েছে।

ইরানের ইসলামি বিপ্লবী গার্ড বাহিনী (আইআরজিসি) হামলার কথা স্বীকার করলেও দাবি করেছে, কেশম দ্বীপে আগে চালানো হামলার প্রতিশোধ হিসেবেই এসব অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে।

এদিকে ট্রাম্প দাবি করেছেন, শান্তি আলোচনা বন্ধ হয়ে গেছে,এমন খবর,ভুল। তার ভাষ্য, আলোচনা এখনো চলছে। তবে ইরানের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, কয়েক দিন ধরেই তেহরানের আলোচক ও মার্কিন প্রতিনিধিদের মধ্যে কোনো বার্তা আদান-প্রদান হচ্ছে না।

ট্রাম্প বলেন,তারা এখন চাইলে মত বদলাতে পারে। কিন্তু যেসব বিষয়ে তাদের সম্মত হতে হয়েছে, এর মধ্যে পারমাণবিক অস্ত্র না রাখার বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

NY HOME CARE

Get paid to take care of your loved ones

আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী

37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

718-874-0047

Email:info@yourdreamhomecare.com
www.yourdreamhomecare.com

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

Contact with us
718-874-0047
Email:
info@yourdreamhomecare.com

M AZIZ
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

We Hire & Train HHA/PCA
Certificate Holders AIDES
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেটসহ
এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি

বাড়ীভাড়া বাবদ ৮০০ ডলার বা তার অধিক পেতে সহায়তা করি

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
• আমরা কোনো ফি নেই না।
• আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
• কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

Jamaica Office: 168-25A Hillside Ave, 2nd Floor Jamaica, NY 11432 (718) 725-1332, (718) 971-0054	**Jamaica Office:** 168-47 Hillside Ave, 2nd Floor Jamaica, NY 11432 (929) 400-4785, (718)874-0047	**Sutphin Branch** **Mohammad Khair**(Director) 97-01 Sutphin, Blvd Jamaica NY 11435 (929)-225-0746, (718) 755-0153 (718) 718-874-0047	**Ozone Park Office** 7721-101 Ave. Ozone Park New York 11416 (718) 874-0047, 347-771-0115
Ozone Park Office 720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208 (646) 500-1657, (718)874-0047	1088 Liberty Avenue, Brooklyn NY 11208 (929) 283-8432	**Fulton Office:** 584 Nostrand Ave. NY 11216 (646) 5001657	**Bronx Office** 2140 Starling Ave. Bronx, NY 10462 917-391-4841, 718-874-0047 (Office) Fax 718-874-0069
Bangladesh Plaza 3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215 (347) 357-4252, (347) 520-9699	**Buffalo Office:** 1155 Broadway Buffalo, NY 14212 (347) 335-3617, (718) 874-0047	1299 Harlam Road Buffalo, NY 14094 (716) 400 1446	**Albany Office** 114 Quail St. Albany, NY 12203 518-379-5496, 518-243-9096 718-864-2061

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.

Secure, Fast, Reliable.

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইট্স ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange Mobile App
ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

CORPORATE 212-808-0790 | ATLANTA 770-936-9906 | BROOKLYN 718-853-9558 | JACKSON HTS 718-507-6002
BRONX 718-822-1081 | JAMAICA 347-644-5150 | MICHIGAN 313-368-3845 | OZONE PARK 347-829-3875 | PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

Advanced
SENIOR CARE
ADVANCED SENIOR DAY CARE
DAY CARE SERVICE
We have strong connections with MLTC.
Anthem
S W H
Senior Whole Health.
VILLAGECAREMAX
And More
SHAHAB UDDIN SAGOR
MANAGING DIRECTOR
NIMME NAHAR
DIRECTOR
উত্তম সেবাই
আমাদের লক্ষ্য
718 799 1007
• We Provide Transportation for Pick-up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
CONTACT US
daycare@shahabsagor.com
220-05, Jamaica Ave, NY 11428

ইরানের অবরুদ্ধ অর্থ দিয়েই

৭ পৃষ্ঠার পর

সম্পদ নিয়েই কাজ করবে। ইরানের সম্পদ অন্য খাতে ব্যবহারের এই হুমকি যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে থাকা ভঙ্গুর যুদ্ধবিরতিকে আরও ভঙ্গুর করে তুলতে পারে। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের পাল্টাপাল্টি হামলার পর এই যুদ্ধবিরতি আবারও বড় ধরনের পরীক্ষার মুখে পড়েছে।

শান্তি আলোচনা এখন অনেকটাই থমকে আছে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে মধ্যস্থতাকারী দেশ পাকিস্তানের একজন মন্ত্রী শনিবার ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ মোজতবা খামেনির জন্য একটি চিঠি নিয়ে তেহরান সফর করেছেন বলে আধা-সরকারি সংবাদ সংস্থা আইএসএনএ জানিয়েছে।

পাল্টাপাল্টি হামলা

মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড (সেন্টকম) জানিয়েছে, শনিবার হরমুজ প্রণালিতে অবস্থিত ইরানের গোরুক এবং কেশম দ্বীপে রাডার ঘাঁটিতে হামলা চালিয়েছে মার্কিন বাহিনী। এর আগে সামুদ্রিক চলাচলের জন্য হুমকি তৈরি করা কয়েকটি ইরানি ড্রোন ভূপাতিত করেছিল যুক্তরাষ্ট্র। শনিবার রাতে মার্কিন সামরিক বাহিনী জানায়, প্রণালিতে জাহাজ চলাচলে হুমকি তৈরি করা আরও দুটি ইরানি ড্রোন ভূপাতিত করা হয়েছে।

অন্যদিকে ইরানের বিপ্লবী গার্ড (আইআরজিসি) জানিয়েছে, তারা কুয়েত ও বাহরাইনে থাকা মার্কিন ঘাঁটিগুলোতে পাল্টা হামলা চালিয়েছে।

শনিবার কুয়েতের সেনাবাহিনী জানায়, আবাসিক এলাকার ওপর দিয়ে যাওয়া সাতটি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র তারা প্রতিহত করেছে। এতে সম্পদের ক্ষতি হলেও কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। বাহরাইনেও সাইরেন বাজানো হয় এবং বাসিন্দাদের নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে বলা হয়। কুয়েত ও বাহরাইন উভয় দেশই এই হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে।

পরে ইরান দাবি করে যে তারা উভয় দেশেই মার্কিন ঘাঁটিতে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে আঘাত হেনেছে। তবে মার্কিন সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, ছয়টি ক্ষেপণাস্ত্র মাঝপথেই ধ্বংস করা হয়েছে এবং সপ্তমটি লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে পারেনি।

তেহরানে পাকিস্তানের মন্ত্রী

তিন মাসের এই যুদ্ধ থামাতে একটি অন্তর্বর্তীকালীন চুক্তির জন্য যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান মূলত পরোক্ষ আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। এই চুক্তিতে ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচিসহ অন্যান্য অমীমাংসিত বিষয় নিয়ে পরবর্তী সময়ে আলোচনার পথ খোলা রাখা হবে। কিন্তু দুই পক্ষই মাঝে ছোটখাটো সংঘাতে জড়িয়ে পড়ায় চুক্তিটি এখনো অধরাই রয়ে গেছে।

তেহরান চায় তাদের তেল রাজস্বের শত শত কোটি ডলারের ছাড়পত্র, অপরিশোধিত তেল রপ্তানির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, ইরানি বন্দরগুলোতে মার্কিন নৌ-অবরোধ তুলে নেওয়া এবং হরমুজ প্রণালির ওপর নিয়ন্ত্রণ।

যুদ্ধ শুরুর আগে বিশ্বের মোট তেল সরবরাহের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ এই হরমুজ প্রণালি দিয়েই পরিবহন করা হতো, যা ইরান এখন কার্যত অবরুদ্ধ করে রেখেছে।

ইরানের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে, পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহসিন নকভি ইরানি পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচিসহ ইরানি কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করতে শনিবার তেহরানে পৌঁছেছেন। আইএসএনএ-এর খবর অনুযায়ী, নকভি জানিয়েছেন যে তিনি তার দেশের সেনাপ্রধান ও প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে খামেনির জন্য একটি বিশেষ চিঠি নিয়ে এসেছেন।

ট্রাম্পের ওপর চাপ

জ্বালানি তেলের দাম বাড়ায় এই অজনপ্রিয় যুদ্ধ শেষ করার জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ওপর চাপ বাড়ছে। তিনি এনবিসিকে জানিয়েছেন, ইরানের ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র তৈরির বেশির ভাগ কারখানাই ধ্বংস করা হয়েছে। তবে ইরানিদের হাতে এখনো তাদের মোট ক্ষেপণাস্ত্রের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ অবশিষ্ট রয়েছে।

ট্রাম্প বলেন, তাদের কাছে কিছু মিসাইল আছে, কিছু ড্রোনও আছে। আমি বলব, শতাংশের হিসাবে হয়তো তাদের ২১ বা ২২ শতাংশ মিসাইল এখনো আছে। এটা অনেক মিসাইল, কিন্তু আমরা যখন প্রথম আক্রমণ করেছিলাম, তখনকার তুলনায় কিছুই না।

এই সংঘাতের কারণে তেলের দাম বেড়ে গেছে এবং মানবিক সহায়তাসহ অন্যান্য পণ্যের সাপ্লাই চেইন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছে।

সবধরণের ইমিগ্রেশন সমস্যায়

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এটর্নি

Khairul Bashar, ESQ., MBA., LL.M.
Attorney At Law
Dual-Qualified Exclusive Immigration Focus

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করি

- ফ্যামেলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
- অ্যাসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
- ওয়েভারস (I-601, I-601A & I-212)
- বর্ডারে গ্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
- আপিল ও রিট অব ম্যানডামাস
- U-ভিসা, VAWA & SIJS
- EB-1, EB-2 NIW & EB-3
- বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
- কনস্যুলার প্রসেসিং ও 221 (g) ভিসা রিফিউজাল

(718) 775-8509 (212) 464-8620

New York Office:
7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
khairul@basharlaw.com

D.C. Office:
1629 K Street NW, Suite 300
Washington D.C. 20006
(By Appointment Only)
(888) 771- 4529

info@basharlaw.com
+1(202) 983 - 5504

OPEN 6 Days (M-S)

Manhattan Meeting Location Available (By Appointment Only)

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
basharlaw.com

*Dual-Qualified Admitted in Washington, D.C., Alabama and Bangladesh
Practice Solely U.S.Immigration & Nationality Law in all 50 States.

ইসরায়েলে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালাল

৬ পৃষ্ঠার পর

বলবেন। চ্যানেল ১২-এর সঙ্গে আলাপকালে ট্রাম্প বলেন, ইরানি হামলায় কেউ আহত হয়নি। আশা করি, ইসরায়েল এর প্রতিশোধ নেবে না। যদি বিবি (নেতানিয়াহু) তাদের ওপর পাল্টা হামলা চালায়, তবে গত ৪৭ বছর বা গত ৩ হাজার বছরের মতো এটি চলতেই থাকবে।

ট্রাম্প আরও বলেন, আমরা ইরানের সঙ্গে চূড়ান্ত চুক্তির খুব কাছাকাছি আছি। এটি ভালো চুক্তি হতে যাচ্ছে। আমি চাই না, এখন যা ঘটছে, তার কারণে চুক্তিটি ভেস্তে যাক। আমি এখনই বিবিকে ফোন করে পাল্টা হামলা চালাতে নিষেধ করব। ওদের উভয়েরই মজা নেওয়া হয়ে গেছে। ইসরায়েল তাদের হামলা চালিয়েছে, ইরানও তাদের হামলা চালিয়েছে। আমাদের আর কোনো হামলার প্রয়োজন নেই।

কিন্তু এখন স্পষ্ট মনে হচ্ছে, ট্রাম্পের সেই নিষেধ অমান্য করেই ইরানে হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল। ইসরায়েলিরা আমেরিকানদের অনুরোধ মানেনি, বরং ইরানের বিরুদ্ধে উত্তেজনা আরও বাড়িয়ে তুলছে।

ইসরায়েলের হামলার পর তেহরানে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে। স্থানীয় গণমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, ইসফাহান ও তাবরিজেও বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে।

এই সংকটের মূল কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে লেবাননই। চলতি সপ্তাহের শুরুতে ওয়াশিংটন ডিসিতে ইসরায়েল ও লেবানন যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হওয়া সত্ত্বেও দক্ষিণ লেবাননে ইসরায়েলের অব্যাহত আগ্রাসন চলতে থাকে। এর জেরে ইরানের একাধিক সতর্কবার্তার পরই এই হামলা চালানো হয়।

রোববার আইআরজিসির খাতাম আল-আনবিয়া সদর দপ্তর এক বিবৃতিতে জানায়, বৈরুতের দক্ষিণ শহরতলি দাহিয়েহ-তে অব্যাহত হামলা চালিয়ে ইসরায়েল সমস্ত রেড লাইন সীমা অতিক্রম করেছে।

বিবৃতিতে বলা হয়, আমরা আগেই সতর্ক করেছিলাম যে বৈরুতের শহরতলিতে যদি এই অপরাধের বিস্তার ঘটে, তবে আমরা অধিকৃত অঞ্চলগুলোর লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালাব।

রোববার বিকেলে দাহিয়েহের একটি জনবহুল বেসামরিক এলাকায় ইসরায়েলের সর্বশেষ হামলায় অন্তত দুজন নিহত ও ১১ জন আহত হয়।

ইরানের শীর্ষ মধ্যস্থতাকারী ও পার্লামেন্টের স্পিকার মোহাম্মদ বাগের গালিবাফ বলেছেন, যুদ্ধবিরতি চুক্তি লঙ্ঘনের কারণে তেহরান কেবল আলোচনার পথই বন্ধ করবে না, বরং শত্রুর সঙ্গে সরাসরি সংঘাতে জড়াবে।

এখনও মোজতবার সঙ্গে দেখা করার

৭ পৃষ্ঠার পর

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে এখনও জনসমক্ষে আসেননি। ওই দিন মার্কিন ও ইসরায়েলি আকস্মিক বিমান হামলায় তার বাবা এবং তৎকালীন সর্বোচ্চ নেতা আলী খামেনিসহ পরিবারের অন্য সদস্যরা নিহত হন। অসমর্থিত বিভিন্ন সূত্রের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ওই হামলায় মোজতবা নিজেও আহত হয়েছিলেন।

মোজতবা খামেনি সম্পর্কে ট্রাম্প বলেন, তিনি অবশ্যই সবকিছুর সঙ্গে জড়িত। আমি মনে করি ইরানিরা তাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে।

মোজতবা জনসমক্ষে না আসায় বর্তমানে শান্তি আলোচনার প্রক্রিয়াটি বেশ দীর্ঘায়িত হচ্ছে এবং বার্তার আদান-প্রদান করতে কুরিয়ারের মাধ্যমে কয়েক দিন সময় লেগে যাচ্ছে বলেও মন্তব্য করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

দ্য পোস্ট-এর সাংবাদিক মিরান্ডা ডিভাইনের এক প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্প বলেন, এখনও তার সঙ্গে দেখা করার সৌভাগ্য হয়নি। লোকমুখে অনেক কথা শোনা যাচ্ছে; কেউ কেউ বলছেন তার শরীরের অনেক অংশ নাকি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

ট্রাম্প আরও বলেন, বলা হচ্ছে তিনি সবকিছুতে অনুমোদন দিচ্ছেন, কারণ দীর্ঘদিন ধরে এভাবেই চলে আসছে। প্রথমে তার বাবা এবং এখন তিনি; এটি মূলত বংশপরম্পরায় ক্ষমতা পাওয়া। তবে আমাদের মধ্যে সম্পর্ক এখন বেশ ভালোভাবেই এগোচ্ছে বলে মনে হচ্ছে।

সাক্ষাতের সম্ভাবনা নিয়ে ট্রাম্প বলেন, হ্যাঁ, আমি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই। আমি আসলে সবার সঙ্গেই দেখা করতে পছন্দ করি। কোনো এক সময়ে আমাদের সম্ভবত দেখাও হবে; তবে সবকিছু পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করছে। মোজতবা খামেনি সম্পর্কে ট্রাম্পের অবস্থানের এই পরিবর্তন বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এর আগে ট্রাম্প তাকে অযোগ্য এবং ইরানকে শাসন করার জন্য অগ্রহণযোগ্য ব্যক্তি হিসেবে অভিহিত করেছিলেন।

হাতের মুঠোয় পরিচয় পড়ুন
নিরাপদে থাকুন
ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন
parichoyny@gmail.com

GLOBAL MULTI SERVICES, INC
IRS e-file
INCOME TAX
IMMIGRATION
ACCOUNTING
TAX AUDIT
BUSINESS SETUP
TRAVELS
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
অভিজ্ঞ ট্যাক্স প্রিপারেটরের মাধ্যমে ট্যাক্স এনালাইসিস ও ফাইলিং করা হয়
তারেক হাসান খান, সিইও
37-18, 74th Street, Suite#202, Jackson Heights, NY 11372
Ph: (718) 205-2360, Fax: (718) 799-5864
Email: globalmsinc@yahoo.com

KARNAFULLY
TAX SERVICES INC
KARNAFULLY INCOME TAX SCHOOL
কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স স্কুল
Register today to ensure your place in the class!
Jackson Heights - এর বিশ্বস্ত ট্যাক্স প্রশিক্ষণ কেন্দ্র!
কেন এই কোর্স করবেন?
কোর্স শেষে সার্টিফিকেট
নতুন ট্যাক্স ল' অনুসারে কোর্স
উচ্চ আয়ের সুযোগ
কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা লাগবে না
Mohammed Hasem MBA
President and CEO
আমাদের ঠিকানা:
37-20 74th St. 2nd Fl,
Jackson Heights, NY 11372
আজই রেজিস্ট্রেশন করুন:
718-205-6040
www.karnafulllytax.com
Learn To Earn
Become a Tax Pro!
We'll Teach You Everything You Need to Know
Join Us To Grow & Succeed
Designed By BrandClamp

‘বহু বছর ধরে আমেরিকার কাছ থেকে ফায়দা তুলেছে

৬ পৃষ্ঠার পর

আরও বলেন,ওবহু বছর ধরে আমেরিকার কাছ থেকে ফায়দা তুলেছে ভারত। তারা আমাদের পণ্যের ওপর বিপুল পরিমাণ শুল্ক চাপাত, নিজেরা কিছুই দিত না। এখন অবশ্য পরিস্থিতি উল্টে গেছে। ভারতের সঙ্গে ব্যবসা করে এখন প্রচুর লাভ হচ্ছে আমাদের। তবে আমরা খুব একটা চুক্তিতে পৌঁছাব৶

উভয় পক্ষ যখন দুই দেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করতে এবং দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত বাণিজ্যিক সমস্যাগুলোর সমাধানের চেষ্টা করছে, সেই মুহূর্তেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট এই মন্তব্য করলেন।

১ থেকে ৪ জুন নয়াদিল্লিতে ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে চার দিনব্যাপী বাণিজ্য আলোচনা শেষ হয়েছে। ইউনাইটেড স্টেটস ট্রেড রিপ্রেজেন্টেটিভের (ইউএসটিআর) প্রধান মধ্যস্থতাকারীর নেতৃত্বে মার্কিন প্রতিনিধি দল ভারতীয় কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। পণ্য বাণিজ্য, শুল্ক-সংক্রান্ত প্রক্রিয়া, বাণিজ্য সহজীকরণ, অশুল্ক বাধা ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা সহযোগিতার মতো একাধিক বিষয়ে দুই পক্ষের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

এই বৈঠককে অত্যন্তওইতিবাচক্ব ও ফলপ্রসূ বলে উল্লেখ করেছে দুই পক্ষ। জানানো হয়েছে, দুই দেশের জন্যই লাভজনক হবে, এমন অন্তর্বর্তী বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত করার চেষ্টা চলছে। পাশাপাশি একটি বৃহত্তর দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি (বিটিএ) নিয়েও সমান্তরালভাবে আলোচনা এগোচ্ছে।

গত কয়েক সপ্তাহে এই চুক্তি স্বাক্ষরের প্রক্রিয়া আরও গতি পেয়েছে। ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত সের্জিও গোর জানিয়েছেন, আলোচনা প্রায় শেষ পর্যায়ে। হাতেগোনা কয়েকটি বিষয় মাত্র বাকি রয়েছে। একই ইঙ্গিত দিয়েছেন ভারতের বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গয়ালও। তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন, অধিকাংশ বিষয়েরই নিষ্পত্তি হয়ে গেছে। চুক্তির প্রথম ধাপটি প্রকাশ্যে আনার আগে এখন শুধু শেষ মুহূর্তের খুঁটিনাটি চূড়ান্ত করার কাজ চলছে।

তবে বাণিজ্য আলোচনা এগোলেও একটি বড় আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে। ভারতসহ ৬০টি দেশের পণ্যের ওপর বাড়তি ১২.৫ শতাংশ আমদানি শুল্ক আরোপের পরিকল্পনা করছে ট্রাম্প প্রশাসন।

এর পাশাপাশি ইউএসটিআরের একটি পৃথক প্রস্তাব এই আলোচনাকে আরও জটিল করে তুলতে পারে। ১৯৭৪ সালের মার্কিন বাণিজ্য আইনের ৩০১ নম্বর ধারা অনুযায়ী ৬০টি দেশের ওপর একটি বিশেষ সমীক্ষা চালানো হচ্ছে। জোরপূর্বক শ্রমের মাধ্যমে তৈরি পণ্য আমদানির অভিযোগ খতিয়ে দেখা এই পর্যালোচনার মূল লক্ষ্য।

প্রস্তাব অনুযায়ী, যেসব দেশ এ ধরনের পণ্য আমদানির ওপর কড়া নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে, তাদের ১০ শতাংশ শুল্কের মুখোমুখি হতে হতে পারে। আর যারা এ ধরনের কোনো পদক্ষেপ নেয়নি, তাদের ওপর ১২.৫ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপ হতে পারে। এই পর্যালোচনার তালিকায় ভারত ছাড়াও রয়েছে চীন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, ব্রিটেন, বাংলাদেশ, ভিয়েতনামের মতো দেশগুলো।

মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধি জেমিসন গ্রিয়ার বলেছেন, বাধ্যতামূলক শ্রমের সঙ্গে জড়িত পণ্য আমদানির বিরুদ্ধে যেসব দেশ উপযুক্ত পদক্ষেপ নিচ্ছে না, তারা মার্কিন শ্রমিকদের জন্য অসম প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র তৈরি করছে।

ইরানের সঙ্গে চুক্তি মেনে নেওয়া ছাড়া নেতানিয়াহুর

৬ পৃষ্ঠার পর

নন।’ গত এপ্রিলের শুরুর দিকে হওয়া যুদ্ধবিরতি চুক্তির মধ্যেই রোববার ইসরায়েলে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে ইরান। এর পরপরই প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এসব কথা বলেন।

এদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফক্স নিউজকে আলাদাভাবে জানিয়েছেন, তিনি নেতানিয়াহুকে ইরানের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপ নেওয়া থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেবেন। ট্রাম্পের এই অবস্থান ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর বক্তব্যের সম্পূর্ণ বিপরীত।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেন, ইরানের এই হামলা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দেশটির সঙ্গে চলমান আলোচনা সম্পন্ন করার বিষয়ে তাঁর ইচ্ছায় কোনো পরিবর্তন আনেনি। তিনি বলেন, ‘চুক্তির ওপর এর কোনো প্রভাব পড়বে না।’

ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, ‘দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কী হয়। তবে এটি (ইসরায়েলে চালানো ক্ষেপণাস্ত্র হামলা) এমন আক্রমণ ছিল না যা খুব বড় কোনো ধাক্কা দিয়েছে। আপনি কীভাবে দেখছেন তার ওপর ভিত্তি করে বলা যায়, এটি এমন একটি বিষয় যা ৩ হাজার বছর বা ৪৭ বছর ধরে চলে আসছে।’

তবে গত এপ্রিলের শুরুতে ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সের নেতৃত্বে ইরানের সঙ্গে প্রথম দফা আলোচনা শুরু হওয়ার পর থেকে ট্রাম্প যে অবস্থানে ছিলেন, তার তুলনায় এবার তাঁকে ইরানের সঙ্গে চুক্তি খুব দ্রুতই সম্পন্ন হচ্ছেড়এমন কোনো দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করতে দেখা যায়নি।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বলেন, ‘আমার মনে হয় চুক্তির বিষয়ে অগ্রগতি হচ্ছে। দেখা যাক কী হয়।’ তিনি জোর দিয়ে বলেন, রোববারের ইরানি হামলা তাঁর চিন্তাভাবনায় কোনো প্রভাব ফেলবে না। ট্রাম্প বলেন, ‘চুক্তিটি তার নিজস্ব গুণাগুণের ভিত্তিতে হতেও পারে, আবার নাও হতে পারে; তবে এই ঘটনার কোনো প্রভাব এর ওপর পড়বে না।’

যদি এ ধরনের কোনো চুক্তি ‘তার নিজস্ব গুণাগুণের কারণেই’ ব্যর্থ হয়, তাহলে কী হবেড়এমনটা জানতে চাইলে ট্রাম্প বলেন, তিনি ইরানে কমান্ডো অভিযানের কথা বিবেচনা করবেন।

এ ক্ষেত্রে দুটি পরিস্থিতি হতে পারে জানিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেন, ‘প্রথমত, আমরা সম্ভবত সেখানে যাব এবং দেশটির বাকি অংশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব, যেসব অংশে আগে হামলা চালানো হয়নি। অথবা কেবল এটিই হতে পারে যে আমরা ইরানের ওপর অবরোধ বজায় রাখব। কারণ, এই (নৌ) অবরোধ সম্ভবত দেশটির ওপর এ পর্যন্ত চালানো যেকোনো হামলার চেয়ে বেশি কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে।’

নেতানিয়াহুকে নিয়ে এসব মন্তব্য এমন এক সময়ে করলেন ট্রাম্প, যখন গত সপ্তাহে মার্কিন সংবাদমাধ্যম অ্যাক্সিওসে এই দুই নেতার মধ্যকার একটি উত্তপ্ত ফোনালাপের তথ্য ফাঁস হয়। এক মার্কিন কর্মকর্তা জানিয়েছিলেন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প নেতানিয়াহুকে বলেছেনড় তুমি পুরোপুরি পাগল হয়ে গেছ। আমি না থাকলে তুমি এত দিনে কারাগারে থাকতে। এখন সবাই তোমাকে ঘৃণা করে। এই কারণে সবাই এখন ইসরায়েলকে ঘৃণা করে।’

ট্রাম্প ফোনালাপটি হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন এবং সেটিকে যেভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে তা নিয়ে কোনো দ্বিমত করেননি।

যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় ইসরায়েল-লেবাননের মধ্যে বেশ কয়েকটি যুদ্ধবিরতি হওয়া সত্ত্বেওড়যার মধ্যে একটি গত সপ্তাহে কার্যকর হয়েছেড়ট্রাম্প লেবাননে ইসরায়েলের প্রায় প্রতিদিনের হামলা বন্ধ করতে পারেননি। এর মধ্যে রোববার সকালেও লেবাননের রাজধানী বৈরুতে হামলা চালায় ইসরায়েল।

বারী হোম কেয়ার

BARI HOME CARE
YOUR HEALTH OUR CARE

Ultracare Family Wellness of NY, Inc.
Diana's Angels Home Care Inc.

PCA/HHA HOME CARE
Service Provider

Home care PCA/PA দের সর্বোচ্চ সাপ্তাহিক পেমেন্ট **Direct Deposit** এর মাধ্যমে দেওয়া হয়।
Home care সুবিধা পেতে আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আমরা **Medicaid** এর আবেদন ও নবায়নে সাহায্য করে থাকি।
We hire PCA Aides/ Provide Training & Certificate
We speak Bengali, Hindi, Urdu, Punjabi & Spanish

আমরা **HHA/PCA**
সার্টিফিকেট প্রদান করে
হোম কেয়ারে সকল সেবা প্রদান করছি।

PCA সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

NYS- licensed LHCSA Agency Offering
Professional, compassionate care -
we are ready to help you to Enroll
PCA/HHA services.
Our Expert Team will guide you through the
LHCSA transition with trained PCA ready to help.

THE BARI GROUP

BARI SUPERMARKET · BARI PARTY HALL · BARI RESTAURANT · BARI HOME CARE · BARI &BARI · BARI CHARITY FOUNDATION · BUTTERFLY SENIOR DAY CARE

Head Office:
37-16 73rd St., 4th FL
Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100

Jamaica Office:
169-06 Hillside Ave,
2nd FL
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163

Bronx Office:
1412 Castle Hill Ave
2nd FL, Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel:718-319-1000

Woodside Office:
49-22 30th Ave
Woodside
NY 11377
Tel: 347-242-2175

Brooklyn Office:
31 Church Ave, #8
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-837-4908
Cell: 347-777-7200

Long Island Office:
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901

Ozone Park Office:
1088 Liberty Ave
Brooklyn, NY 11208
Tel: 470-447-8625

Buffalo Office:
59 Walden Ave,
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000
716-400-8711

Buffalo Office:
977 Sycamore St
2nd Floor,
Buffalo, NY 14212
Tel: 347-272-3973

Bari Tower:
74-09 37th Ave
Room 401
Jackson Heights,
NY 11372
Tel: 718-898-7100

CALL US TODAY: 718-898-7100, 631-428-1901
Fax: 646-630-9581, info@barihomecare.com www.barihomecare.com

ইরানের কাছে এখনো ২২ শতাংশ

৭ পৃষ্ঠার পর

হাতে মোট ক্ষেপণাস্ত্রের প্রায় ১৮ শতাংশ অবশিষ্ট রয়েছে। যদিও তিনি বারবার দাবি করে আসছেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের হামলায় ইরানের যুদ্ধ পরিচালনার সক্ষমতা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

এদিকে শুক্রবার (৫ জুন) ইরানের সামরিক বাহিনী দাবি করেছে, তারা ওমান উপসাগরে অবস্থানরত যুক্তরাষ্ট্রের দুটি ডেস্ট্রয়ারের দিকে সতর্কতামূলক ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে। তবে এ দাবি তাৎক্ষণিকভাবে অস্বীকার করেছে মার্কিন সামরিক বাহিনী।

অন্যদিকে শনিবার (৬ জুন) ভোরে কুয়েতের সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, তারা দেশটির আকাশসীমায় আসা শত্রুভাবাপন্ন ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা প্রতিহত করছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক বার্তায় কুয়েতের সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, 'কুয়েতি বিমান প্রতিরক্ষা বাহিনী বর্তমানে শত্রুভাবাপন্ন ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা প্রতিহত করছে।' তবে এ হামলা কোথা থেকে চালানো হয়েছে, তা নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি।

কুয়েতের সেনাবাহিনী আরও জানায়, ভোরে যে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে, তা মূলত শত্রুপক্ষের ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন প্রতিহত করার সময় বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার কার্যক্রমের ফল।

এর দুই দিন আগে কুয়েত দাবি করেছিল, তারা ইরানের ছোড়া ৩০টি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ভূপাতিত করেছে। দেশটি ওই হামলাকে 'জঘন্য আগ্রাসন' হিসেবে উল্লেখ করে।

যুক্তরাষ্ট্রের নতুন শুল্ক প্রস্তাব নিয়ে

১০ পৃষ্ঠার পর

ট্রেড চুক্তির আওতায় দেশটিতে পণ্য রাপ্তানির ক্ষেত্রে ১৯ শতাংশ বাড়তি শুল্ক দিতে হবে বাংলাদেশকে।

কিন্তু মার্কিন উচ্চ আদালতওইউনিভার্সাল বেসলাইন ট্যারিফ্ব দেশটির সংবিধান পরিপন্থী এবং আইনিভাবে অবৈধ বলে ঘোষণা দেওয়ার পর, ট্যারিফ ইস্যুতে ভিন্ন পথে হাঁটে ট্রাম্প প্রশাসন।

বাংলাদেশসহ বেশ কিছু দেশে পণ্য উৎপাদনে জোরপূর্বক শ্রম এবং অতিরিক্ত উৎপাদন ইস্যুতে তদন্তের ঘোষণা দেয় যুক্তরাষ্ট্র। অভিযোগগুলো প্রমাণিত হলে বাড়তি শুল্ক আরোপের ঘোষণাও দেওয়া হয়।

মঙ্গলবার (২ জুন) সেই তদন্তের কারণ দেখিয়েজোরপূর্বক শ্রম্ব ব্যবহারের অভিযোগ এনে বাংলাদেশসহ ৬০ দেশে নতুন করে বাড়তি শুল্ক আরোপের প্রস্তাব দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধির দপ্তর।

দেশটির ট্রেড রিপ্রেজেন্টেটিভ জেমসন গ্রিয়ার এক বিবৃতিতে বলেছেন, ওজোরপূর্বক শ্রমের মাধ্যমে তৈরি পণ্য আমদানির বিষয়টি মোকাবিলায় আমাদের গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য অংশীদারদের ব্যর্থতা অগ্রহণযোগ্য।

ওএটি এমন একটি পরিস্থিতির সৃষ্টি করে যেখানে আমেরিকান শ্রমিকরা বিশ্ববাজারে অসম প্রতিযোগিতার মুখে পড়তে বাধ্য হন্ব বলেও উল্লেখ করেছেন তিনি।

যুক্তরাষ্ট্রের এই পদক্ষেপকে একতরফা শুল্ক আরোপেরওকৌশল্ব হিসেবেই দেখছেন অর্থনীতিবিদ এবং খাত সংশ্লিষ্টরা।

এর ফলে বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি হওয়া পণ্য- বিশেষ করে বাংলাদেশের পোশাক শিল্প বড় ধরনের ক্ষতির মুখে পড়তে পারে বলেও মনে করেন তারা।

বাংলাদেশের পোশাক খাতের ব্যবসায়ীরা বলছেন, ট্রাম্প প্রশাসনের শুল্ক বা গ্লোবাল ট্যারিফ নীতিকে দেশটির সুপ্রিম কোর্ট অবৈধ ঘোষণার পরই শুল্ক ইস্যুতে নিজের কৌশলে পরিবর্তন এনেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

তাদের মতে, যেকোনো উপায়েই নিজেদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে চায় যুক্তরাষ্ট্র।

অবশ্য শুল্ক নিয়ে ট্রাম্প প্রশাসনের সিদ্ধান্তকে একতরফা বললেও বাংলাদেশে শ্রম অধিকারের বিষয়ে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে সেদিকেও নজর দেওয়ার কথা বলছেন অর্থনীতিবিদদের অনেকে।

এদিকে, যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধির দপ্তরের নতুন এই প্রস্তাব নিয়ে এখনও কোনো আনুষ্ঠানিক মন্তব্য করেনি বাংলাদেশ সরকার।

নতুন প্রস্তাবে যা আছে

জোরপূর্বক শ্রমের মাধ্যমে তৈরি পণ্যের বাণিজ্য রোধে ব্যর্থ হওয়ায় বাংলাদেশসহ ৬০টি দেশের পণ্যের ওপর নতুন করে শুল্ক আরোপের প্রস্তাব দিয়েছে ইউনাইনেটড স্টেটস ট্রেড রিপ্রেজেন্টেটিভ বা ইউএসটিআর।

যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধির দপ্তর বা ইউএসটিআর জানিয়েছে, তাদের বাণিজ্য অংশীদার যে ৬০টি দেশ পণ্য তৈরির ক্ষেত্রে জোরপূর্বক শ্রমের বিষয়টি মোকাবিলা করতে পারেনি তাদের ওপর ১০ শতাংশ থেকে ১২ দশমিক ৫ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপ করা হবে।

ইউএসটিআর এর এই প্রস্তাবনায় বাংলাদেশ ছাড়াও চীন, ভারত, পাকিস্তান, কানাডা, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ইন্দোনেশিয়া, মেক্সিকো, কম্বোডিয়া, মালয়েশিয়া, জাপানসহ ৬০টি দেশের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

মূলত পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে শ্রমিকদের অধিকারের বিষয়টিকেই গুরুত্ব দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। তারা বলছে, বাণিজ্য অংশীদার দেশগুলো জোরপূর্বক শ্রমের মাধ্যমে পণ্য উৎপাদন বন্ধ করতে না পারায় তাদের এই সিদ্ধান্ত।

বার্তা সংস্থা রয়টার্স বলছে, যুক্তরাষ্ট্র তাদের জরুরি শুল্ক ব্যবস্থা পুনর্গঠনের প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যা গত ফেব্রুয়ারিতে দেশটির সুপ্রিম কোর্টের এক রায়ে বাতিল হয়ে গিয়েছিল।

এক্ষেত্রে কোন দেশের ওপর কত শুল্ক আরোপ করা হবে সেটিও ওই প্রস্তাবনায় উল্লেখ করেছে ইউএসটিআর।

তারা জানিয়েছে, যেসব দেশ ইতোমধ্যেই জোরপূর্বক শ্রমের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে অথবা পারস্পরিক বাণিজ্য চুক্তির মাধ্যমে এমন নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বা আংশিক নিয়ম বিদ্যমান তাদের ক্ষেত্রে ১০ শতাংশ অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

এছাড়া অন্য সব দেশের ক্ষেত্রে ১২ দশমিক ৫ শতাংশ অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করা হতে পারে।

বার্তা সংস্থা রয়টার্স বলছে, কানাডা, ইকুয়েডর, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ইন্দোনেশিয়া, মেক্সিকো, পাকিস্তান, আর্জেন্টিনা, বাংলাদেশ, কম্বোডিয়া, এল সালভাদর, গুয়াতেমালা, মালয়েশিয়া, তাইওয়ান এবং ব্রিটেনের ওপর ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপ হতে পারে।

এছাড়া বাকি ৪৫টি দেশের ওপর তারা ১২ দশমিক ৫ শতাংশ হারে অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করবে।

এছাড়া একটি টেক্সটাইল মেকানিজমও প্রস্তাব করছে যুক্তরাষ্ট্র। যা নির্দিষ্ট পরিমাণ পোশাক ও টেক্সটাইল পণ্যকে হ্রাসকৃত শুল্ক হারে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের অনুমতি দেবে, যদিও এর হার বা পরিমাণ এখনো প্রকাশ করা হয়নি। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের তথ্য অনুযায়ী, জোরপূর্বক শ্রম সংক্রান্ত শুল্কের ক্ষেত্রে, জ্বালানি, বিরল মৃত্তিকা এবং অন্যান্য নির্দিষ্ট কিছু ধাতু, গরুর মাংস, কফি, নির্দিষ্ট কিছু ফল ও সবজি, ওষুধ, জৈব রাসায়নিক এবং বিমানের যন্ত্রাংশ এই শুল্কের আওতামুক্ত থাকবে বলে জানিয়েছে ইউএসটিআর।

ট্রাম্প প্রশাসনের ভিন্ন কৌশল

২০২৫ সালের দোসরা এপ্রিল একটি নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের উপর বিভিন্ন হারে রেসিপ্রোকাল ট্যারিফ বা পাল্টা শুল্ক আরোপ করেছিল ট্রাম্প প্রশাসন। যেটি বিশ্ব অর্থনীতিতে অস্থিরতা সৃষ্টি করেছিল।

বাংলাদেশের উপর শুরুতে ৩৫ শতাংশ পালটা শুল্ক আরোপ করা হলেও শেষ পর্যন্ত দরকষাকষি শেষে উভয় পক্ষঅ্যাগ্রিমেন্ট অন রেসিপ্রোকাল ট্রেড্ব নামে একটি বাণিজ্য চুক্তিতে স্বাক্ষর করে।

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে হওয়া এই চুক্তি নিয়ে বাংলাদেশে নানা আলোচনা-সমালোচনা রয়েছে। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাত্র কদিন আগে এই চুক্তিতে সই করেছিল অন্তর্বর্তীকালীন সরকার।

এমনকি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা করে চুক্তিতে পরিবর্তন আনা যায় কি না বাংলাদেশের নতুন সরকারের প্রতি সেই দাবিও রয়েছে।

ওই সময় বাংলাদেশ ছাড়াও আরও বেশ কয়েকটি দেশের সঙ্গে চুক্তি করেছিল যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই শুল্ক যুদ্ধে হঠাৎই বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায় দেশটির সুপ্রিম কোর্ট।

মার্কিন প্রেসিডেন্টের বহুল আলোচিতওইউনিভার্সাল বেসলাইন ট্যারিফ্ব যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের পরিপন্থী এবং আইনিভাবে অবৈধ বলে ঘোষণা করেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বিচারপতি জন রবার্টসের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ।

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com

Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com

Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

নিউইয়র্ক সিটি ইলেকট্রিশিয়ান

NASRIN CONTRACTING
FULL LICENCED @ INSURED
718-223-3856

আমরা যে সব কাজে পারদর্শি

- যে কোন ইলেকট্রিক বায়োলেশন রিমুভ
- সার্ভিস আপগ্রেট এবং নতুন
- ট্রাবল স্যুর্টিং এবং শটসার্কিট
- নিউওয়েরিং এবং পুরাতন ওয়েরিং
- ইলেকট্রিক আপগ্রেট
- সবধরনের লাইট, হায়হেট, সুইস আউট লাইট, নতুন ও আপগ্রেট
- সকল প্রকার ইলেকট্রিক কাজ করি
- রেসিডেন্টশিয়াল এবং কমার্শিয়াল

বিঃদ্রঃ কাউকে কাজ দিয়ে সমস্যায় আছেন অ-সমাপ্ত কাজ নিয়ে? নিশ্চিন্তে ফোন করুন। আপনার কাজ খুবই দায়িত্ব সহকারে শেষ করে বুঝিয়ে দিবো **Inspection** নিয়ে সমস্যা কল করুন

Nasrin Contracting Corp
116 Avenue C, Suite # 3C
Brooklyn, NY 11218
nysarker@gmail.com
nasrincontracting10@gmail.com
Visit Us : www.nasrincontractingcorp.com

ARMAN CHOWDHURY, CPA

MBA I CMA I CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.

AUTHORIZED e-file PROVIDER

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)

F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

Sahara Homes

NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!

BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!

Nayeem Tutul
Lic. Real Estate Sales Executive
Cell: 917-400-8461
Office: 718-805-0000
Fax: 718-850-3888
Email: nayeem@saharahomesinc.com
Web: www.saharahomesinc.com

WOMEN'S MEDICAL OFFICE

(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)

OBSTETRICS & GYNECLOGICAL

ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী

Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obsterics & Gynecology) *Board Certified*
Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital

Gopika Nandini Are, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician
Flushing Hospital Medical Center

বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

Dr. Alda Andoni, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Flushing Hospital Medical Center

(F Train to 179th Street (South Side)

91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432

Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

WALI KHAN, D.D.S

Family Dentistry

- স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
- জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
- অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
- সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

জ্যাকসন হাইটস
37-33 77TH STREET,
JACKSON HEIGHTS NY 11372
TEL : 718-478-6100

ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার
1288 WHITE PLAINS ROAD
BRONX NY 10472
TEL : 718-792-6991

Office Hours By Appointment

আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

প্রবাসীদের চাহিদায় বাংলাদেশের

১০ পৃষ্ঠার পর

হাজার ডলার, যেখানে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে আয় ছিল ৬ কোটি ৬০ লাখ ৫০ হাজার ডলার।

এছাড়া হিমায়িত ফল ও বাদাম রপ্তানি থেকে আয় বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪ লাখ ৩৯ হাজার ৮২১ ডলারে। তাজা ফলের রপ্তানিও সামগ্রিক প্রবৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে।

রপ্তানিকারকদের মতে, গ্রীষ্ম মৌসুমে আম এখনো দেশের প্রধান রপ্তানি ফল। বিশেষ করে সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব, কাতার, ওমান, কুয়েত, যুক্তরাজ্য এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে এর চাহিদা বেশি।

উন্নত মান ও প্রতিযোগিতামূলক দামের কারণে পেয়ারা ও কাঁঠালও জনপ্রিয়তা পেয়েছে। পাশাপাশি আনারস, লিচু, কলাসহ অন্যান্য মৌসুমি ফলের চাহিদাও ধারাবাহিকভাবে বাড়ছে।

বর্তমানে বাংলাদেশের ফল সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব, কাতার, ওমান, কুয়েত, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, যুক্তরাজ্য এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের কয়েকটি দেশসহ বিভিন্ন গন্তব্যে রপ্তানি হচ্ছে।

ইপিবির পরিচালক কুমকুম সুলতানা বলেন, বাংলাদেশে ফল চাষে, বিশেষ করে পার্বত্য জেলাগুলোতে, উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে।

তিনি বলেন, "পার্বত্য অঞ্চলে এক ধরনের ফল বিপ্লব ঘটছে। ড্রাগন ফল, কাজুবাদাম ও কফির মতো ফসলের চাষ দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে, যা সত্যিই আশাব্যঞ্জক।চ

তিনি আরও বলেন, অবকাঠামোগত সহায়তা বাড়ানো গেলে ফল রপ্তানি আরও বৃদ্ধি পেতে পারে।

তার ভাষ্য, "প্যাকিং শেড, ফসলোত্তর প্রক্রিয়াজাতকরণ সুবিধা এবং অন্যান্য মৌলিক অবকাঠামো সম্প্রসারণ করা গেলে রপ্তানিকারকেরা আন্তর্জাতিক বাজারের আরও বেশি সুযোগ কাজে লাগাতে পারবেন।চ

ইপিবির সহসভাপতি মোহাম্মদ হাসান আরিফ বলেন, ফল রপ্তানি দেশের অর্থনীতিতে বেশি অবদান রাখে, কারণ এ খাত মূলত দেশীয় কাঁচামালের ওপর নির্ভরশীল।

তিনি বলেন, "অন্যান্য অনেক খাতের মতো ফল উৎপাদনে আমদানিনির্ভর উপকরণের প্রয়োজন খুব বেশি হয় না।চ

তিনি আরও জানান, রপ্তানি বাজারে আরও বেশি কৃষক ও উদ্যোক্তাকে যুক্ত করতে কাজ করছে ইপিবি।

খাতসংশ্লিষ্টরা জানান, কোল্ড-চেইন ব্যবস্থা, আধুনিক প্যাকেজিং সুবিধা এবং উন্নত ফসলোত্তর ব্যবস্থাপনায় বিনিয়োগের ফলে পণ্যের মান ও সংরক্ষণক্ষমতা বেড়েছে।

তারা আরও বলেন, রপ্তানিযোগ্য মানের ফলের স্থিতিশীল সরবরাহ নিশ্চিত করতে বেসরকারি কৃষি-প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রতিষ্ঠান এবং চুক্তিভিত্তিক চাষের ভূমিকা ক্রমেই বাড়ছে।

লজিস্টিকস এখনো বড় চ্যালেঞ্জ

ভ্যাপার হিট ট্রিটমেন্ট, কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ পর্যবেক্ষণ এবং পণ্যের উৎস শনাক্তকরণ (ট্রেসেবিলিটি) ব্যবস্থা চালুর ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে ক্রেতাদের আস্থা বেড়েছে।

তবে রপ্তানিকারকদের মতে, লজিস্টিকস-সংক্রান্ত সমস্যাগুলো এখনো বড় বাধা হয়ে রয়েছে। উচ্চ বিমান ভাড়া, মৌসুমে কার্গো পরিবহনের সীমিত সুযোগ, পর্যাপ্ত শীতাতপনিয়ন্ত্রিত পরিবহন ব্যবস্থার অভাব এবং শুল্ক প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রতা রপ্তানি বৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্ত করছে।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি আবদুল ওয়াহেদ বলেন, গত বছর জেলা থেকে প্রায় ১০ হাজার টন আম রপ্তানি হয়েছে। চলতি মৌসুমে এর পরিমাণ আরও বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে। তবে পরিবহন ব্যয় বৃদ্ধি উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তিনি বলেন, "কোয়ারেন্টিন সনদ প্রদান ও প্যাকেজিং সুবিধাসহ অধিকাংশ রপ্তানিসংশ্লিষ্ট সেবা ঢাকাকেন্দ্রিক। এসব সুবিধা বিভাগীয় পর্যায়ে থাকলে রপ্তানি আরও সহজ ও ব্যয়সাশ্রয়ী হতো।চ

তিনি আরও বলেন, পরিবহন ব্যয় কমানো এবং রপ্তানি প্রক্রিয়া সহজ করা গেলে ফল রপ্তানি উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানো সম্ভব।

খাতসংশ্লিষ্টদের আশা, আম রপ্তানির মৌসুম পুরোদমে চলতে থাকায় অর্থবছর শেষ হওয়ার আগে ফল রপ্তানি থেকে আয় আরও বাড়বে।সংবাদ সুত্র দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড

তুরস্ককে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল

১০ পৃষ্ঠার পর

সম্মেলনে ড. খলিলুর রহমান এসব তথ্য জানান।

সংবাদ সম্মেলনে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, "মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নির্দেশনা অনুযায়ী আমরা তুরস্কের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) স্বাক্ষরের সম্ভাবনার বিষয়ে আলোকপাত করেছি। আমরা একটি অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তির (পিটিএ) সম্ভাবনা নিয়েও আলোচনা করেছি। আমাদের দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যের পরিমাণ দ্রুত বাড়ানোর যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। আমি তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য বিদ্যমান প্রণোদনা সম্পর্কে অবহিত করেছি এবং তুরস্কের সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদের বাংলাদেশের বিভিন্ন বেসরকারি ও বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগের আমন্ত্রণ জানিয়েছি। বাংলাদেশে একটি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠায় তুরস্কের প্রতি আমরা আমাদের পূর্ণ সমর্থন জানাই।চ

বিনিয়োগের সম্ভাব্য খাত হিসেবে তিনি টেক্সটাইল ও অ্যাপারেলস, প্রতিরক্ষা সামগ্রী উৎপাদন, জাহাজ নির্মাণ, ফার্মাসিউটিক্যালস, অবকাঠামো, নবায়নযোগ্য জ্বালানি, আইসিটি, স্মার্ট প্রযুক্তি এবং বেসামরিক বিমান পরিবহনের কথা উল্লেখ করেন।

ড. খলিলুর রহমান বর্তমান সরকারের পররাষ্ট্রনীতির মূল দর্শন তুলে ধরে বলেন, "মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন আমাদের এই সরকার 'বাংলাদেশ ফার্স্ট' দর্শনে পরিচালিত। এর অর্থ হলো বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, জাতীয় স্বার্থ এবং আমাদের জনগণের কল্যাণ রক্ষায় আমাদের আপসহীন অঙ্গীকার। একই সাথে এটি আমাদের এই বিশ্বাসকেও প্রতিফলিত করে যেড় আমাদের সীমান্তের বাইরে আমাদের বন্ধু এবং অংশীদার রয়েছে, কোনো প্রভু নয়।চ

তিনি আরও বলেন, "বাংলাদেশ সমতা, ন্যায্যতা এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধার ওপর ভিত্তি করে কূটনীতিতে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে। আমরা একমত হয়েছি যে বাংলাদেশ তুরস্কের মতো বন্ধুদের সঙ্গে সহযোগিতা, শান্তি, স্থিতিশীলতা ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি প্রচারের জন্য কাজ চালিয়ে যাবে।চ

তুরস্কের সহযোগিতার কথা স্মরণ করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, "আমরা তুরস্ককে ধন্যবাদ জানাই ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশের সংসদীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণে প্রতিনিধি পাঠানোর জন্য। বিশেষ করে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন নতুন সরকারের ঐতিহাসিক শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে আপনাদের উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে পাঠানোর জন্য আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।চ

এছাড়াও জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনের সভাপতিত্বের জন্য বাংলাদেশের প্রার্থিতায় তুরস্কের অমূল্য সমর্থনের জন্য তিনি ধন্যবাদ জানান।

বৈঠকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী তুরস্ককে ঢাকায় একটি আন্তর্জাতিক মানের হাসপাতাল এবং নার্সিং ইনস্টিটিউট নির্মাণের প্রস্তাব দেন। পাশাপাশি বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য স্কলারশিপ বা বৃত্তি বাড়ানোর অনুরোধ জানান। তিনি উল্লেখ করেন, বর্তমানে প্রায় ৩ হাজার বাংলাদেশি তুরস্কে বসবাস করছেন, যাদের বেশিরভাগই শিক্ষার্থী। তিনি দুই দেশের মধ্যে ছাত্র বিনিময়সহ জনগণের মধ্যে যোগাযোগঅ্যা উন্নত করার ওপর জোর দেন।

রোহিঙ্গা সংকটকে বাংলাদেশের অন্যতম বড় মানবিক ও কূটনৈতিক চ্যালেঞ্জ হিসেবে অভিহিত করে ড. খলিলুর রহমান বলেন, "৯ বছর পেরিয়ে গেছে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই সংকট সমাধানের জন্য আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা নিশ্চিত করতে হবে। রোহিঙ্গাদের নিরাপদ, স্বেচ্ছাসেবী, মর্যাদাপূর্ণ এবং টেকসই প্রত্যাবাসনই আমাদের অগ্রাধিকার। আমরা কৃতজ্ঞ যে তুরস্ক এই সংকট সমাধানে মানবিক ও কূটনৈতিক সহায়তা দিতে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করছে।চ

পরিশেষে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, এই সফর বাংলাদেশ-তুরস্ক সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে এসেছে। তুরস্কের সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও গভীর করতে এবং অংশীদারিত্বকে নতুন উচ্চতায় ও কৌশলগত পর্যায়ে নিয়ে যেতে বাংলাদেশ পুরোপুরি প্রস্তুত। যৌথ সংবাদ সম্মেলনে তুরস্কের উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদল এবং বাংলাদেশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

নীতি নয়, ইলিশ বোঝে পানির

১০ পৃষ্ঠার পর

রাখে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে লাখো মানুষের জীবিকার সঙ্গে জড়িত। তবে এই সাফল্যের গল্পের আড়ালে চাপ বাড়ছে।

গণমাধ্যমে প্রকাশিত মৎস্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ইলিশ উৎপাদন ধারাবাহিকভাবে কমছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৫ লাখ ৭১ হাজার টন উৎপাদন থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে তা কমে ৫ লাখ ২৯ হাজার টনে নেমে আসে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে উৎপাদন আরও কমে ৫ লাখ ১২ হাজার টনে দাঁড়াতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বিশ্বের প্রধান ইলিশ উৎপাদনকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ এখনও শীর্ষ অবস্থানে থাকলেও বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সবচেয়ে বড় পরিবর্তন উৎপাদনের পরিমাণে নয়, বরং ইলিশের ভৌগোলিক বিস্তারে।

এ মাছের ভৌগোলিক বিস্তার বদলে যাচ্ছে

সাউথইস্ট এশিয়ান ফিশারিজ ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (সিফডেক) -এর 'ফিশ ফর দ্য পিপল' সাময়িকীতে প্রকাশিত 'দ্য শিফটিং হ্যাবিট্যাট অব হিলসা: রিভার টু সি'সহ গত কয়েক দশকের গবেষণায় দেখা গেছে, ইলিশের বিস্তার অভ্যন্তরীণ নদী থেকে ধীরে ধীরে সাগর ও মোহনাকেন্দ্রিক অঞ্চলের দিকে সরে যাচ্ছে।

১৯৫০ ও ১৯৬০-এর দশকে মোট উৎপাদনের প্রায় ৯৪ শতাংশ আসত নদী থেকে। কিন্তু ২০১২-১৩ সালে চিত্র পুরোপুরি বদলে যায়। সেসময় প্রায় ৭২ শতাংশ ইলিশ ধরা পড়ে সামুদ্রিক জলসীমায় এবং ২৮ শতাংশ নদী থেকে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, উজানের পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো, অভিবাসন পথে প্রতিবন্ধকতা, নদী ভরাট, আবাসস্থল সংকোচন এবং অতিরিক্ত আহরণের কারণে এ পরিবর্তন ঘটছে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) প্রাণিবিদ্যা বিভাগের হালদা নদী গবেষণাগারের সমন্বয়ক ও অধ্যাপক ড. মো. মনজুরুল কিবরিয়া জলবায়ু পরিবর্তনকে একমাত্র বা সবচেয়ে বড় তাৎক্ষণিক হুমকি হিসেবে দেখছেন না।

তিনি বলেন, 'আমার মতে জলবায়ু পরিবর্তনের চেয়েও মানবসৃষ্ট প্রভাব বর্তমানে বড় হুমকি হিসেবে কাজ করছে।'

তিনি দূষণ, নদী ভরাট, নাব্যতা হ্রাস এবং অতিরিক্ত মাছ ধরাকে তাৎক্ষণিক ঝুঁকি হিসেবে উল্লেখ করেন।

তার মতে, জলবায়ু পরিবর্তন এমন একটি পরিবেশে প্রভাব ফেলছে, যা ইতোমধ্যে নানা কারণে দুর্বল হয়ে পড়েছে। ফলে পরিবেশগত সামান্য পরিবর্তনও ইলিশের মতো পরিযায়ী মাছের ওপর বড় প্রভাব ফেলতে পারে।

তিনি বলেন, 'ইলিশ তারিখ দেখে চলাচল করে না। পানির গুণগত মান ও জলবায়ুগত অবস্থা অনুকূল হলে তবেই এটি চলাচল করে।'

নদীর ভাষা বুঝে কীভাবে পথ নির্ধারণ করে ইলিশ

ইলিশের অভিবাসন নির্দিষ্ট সময়সূচি অনুযায়ী নয়, বরং পরিবেশের সংকেতের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়।

২০১৪ সালে 'ইকোলজিক্যাল মডেলিং' সাময়িকীতে প্রকাশিত 'ডিসকভারিং স্পনিং গ্রাউন্ড অব হিলসা শ্যাড (টেনুয়ালোসা ইলিশা) ইন দ্য কোস্টাল ওয়াটার্স অব বাংলাদেশ'- শীর্ষক গবেষণায় দেখা গেছে, ইলিশের অভিবাসন ও প্রজনন নির্ভর করে পানির তাপমাত্রা, লবণাক্ততা, দ্রবীভূত অক্সিজেন, স্রোত, বৃষ্টিপাত ও পানির গুণগত মানের ওপর। পরিবেশগত এসব সংকেত বদলে গেলে ইলিশও তার বিচরণপথ ও প্রজননক্ষেত্র পরিবর্তন করতে পারে। জিআইএসভিত্তিক একটি পরিবেশগত মডেলে দেখা গেছে, বাংলাদেশের জলজ পরিবেশের খুব ছোট একটি অংশই উচ্চমানের প্রজননক্ষেত্র হিসেবে উপযোগী। অর্থাৎ, ভৌগোলিকভাবে অনুকূল পরিবেশ এমনিতেই সীমিত।

সাম্প্রতিক আরেক গবেষণা 'অ্যাসেসমেন্ট অব স্পনিং অ্যান্ড নার্সারি হ্যাবিট্যাটস অব হিলসা ইন দ্য তেঁতুলিয়া অ্যান্ড মেঘনা রিভার এস্টুয়ারিজ'-এ লবণাক্ততার গুরুত্ব বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

তেঁতুলিয়া ও মেঘনা মোহনার মতো এলাকায় ইলিশের প্রজনন ও পোনা বেড়ে ওঠার পরিবেশ খুব কম লবণাক্ততার ওপর নির্ভরশীল। মিঠা পানির প্রবাহে সামান্য পরিবর্তনও এসব এলাকার উপযোগিতা বদলে দিতে পারে। উদাহরণ হিসেবে তেঁতুলিয়া নদীর মোহনাকে বছরজুড়ে প্রায় মিঠা পানির পরিবেশ থাকার কারণে অনুকূল প্রজনন ও পোনা লালনক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিজ্ঞানীরা এমন এলাকায় সারা বছর জাটকা ও মা ইলিশের কঠোর সুরক্ষার সুপারিশ করেছেন।

ফলে জলবায়ুগত পরিবর্তন, উজানে পানি প্রত্যাহার কিংবা অনিয়মিত বৃষ্টিপাতের কারণে মিঠা পানির প্রবাহ ব্যাহত হলে ইলিশ মারাত্মক ঝুঁকিতে পড়তে পারে।

জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে দূষণের মেলবন্ধন

শুধু জলবায়ু পরিবর্তনই উদ্বেগের বিষয় নয়, এর সঙ্গে দূষণ, পলি জমা এবং অতিরিক্ত মাছ ধরা প্রভৃতি সম্মিলিত প্রভাব ফেলছে।

তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে পানিতে অক্সিজেনের মাত্রা কমতে পারে। নদীর প্রবাহ কমে গেলে লবণাক্ত পানি মোহনার আরও ভেতরে প্রবেশ করে। শিল্পবর্জ্য ও কৃষিজমির প্রবাহিত বর্জ্য পুষ্টি উপাদানের ভারসাম্য এবং ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটনের গঠন পরিবর্তন করে, যা ইলিশের খাদ্যশৃঙ্খলের ভিত্তি। ২০১৫ সালে প্রকাশিত 'ক্লাইমেটিক অ্যান্ড অ্যানথ্রোপোজেনিক ফ্যাক্টরস চেঞ্জিং স্পনিং প্যাটার্ন অ্যান্ড প্রোডাকশন জোন অব হিলসা ফিশারি ইন দ্য বে অব বেঙ্গল'- গবেষণায় বলা হয়েছে, মানবসৃষ্ট কর্মকাণ্ড, জলবায়ু পরিবর্তন, পলি জমা এবং নদী অববাহিকার পরিবর্তনের কারণে ইলিশের অভিবাসন পথ ও প্রজননক্ষেত্র ব্যাহত, স্থানচ্যুত কিংবা ধ্বংস হয়েছে।

গবেষণায় দেখা গেছে, দুই দশকে অভ্যন্তরীণ নদীগুলোতে ইলিশ উৎপাদন প্রায় ২০ শতাংশ কমেছে, বিপরীতে সামুদ্রিক উৎপাদন প্রায় তিন গুণ বেড়েছে। একই সঙ্গে প্রধান প্রজননক্ষেত্রগুলো হাতিয়া, সন্দ্বীপ ও ভোলার মতো নিম্ন মোহনা অঞ্চলের দিকে সরে গেছে।

কিছু এলাকায় পানির গভীরতা মাছের স্বাভাবিক চলাচলের জন্য প্রয়োজনীয় মাত্রার অনেক নিচে নেমে গেছে। ফলে সেখানে শুধু নৌ-চলাচলের প্রতিবন্ধকতা নয়, বরং 'জৈবিক বাধা' তৈরি হয়েছে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। মেঘনা-হাতিয়া-সন্দ্বীপ-মনপুরা-ভোলা অঞ্চল ইতোমধ্যে অতিরিক্ত মাছ ধরা, নদীর খণ্ডিত হয়ে যাওয়া এবং পলি জমার কারণে বাড়তি চাপে রয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তর গুরুত্বপূর্ণ নদীগুলোতে একাধিক প্রতিবন্ধক স্থান চিহ্নিত করেছে, যেখানে ইলিশের চলাচল আংশিকভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। চর জেগে ওঠা, গভীরতা কমে যাওয়া এবং সরু চ্যানেল তৈরি হওয়ায় সাগর ও প্রজননক্ষেত্রের মধ্যে মাছের যাতায়াত সীমিত হয়ে পড়ছে।

ফলে ইলিশের টিকে থাকা এখন ক্রমেই কয়েকটি নাজুক পরিবেশগত করিডরের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে।

জাটকা ও ভবিষ্যৎ উৎপাদনের প্রশ্ন

ইলিশের ভবিষ্যৎ অনেকাংশে নির্ভর করে সেই নার্সারি এলাকার ওপর, যেখানে জাটকা সমুদ্রে ফিরে যাওয়ার আগে বেড়ে ওঠে।

চাঁদপুর, পদ্মার নিম্নাঞ্চল এবং তেঁতুলিয়া মোহনার কিছু অংশ এখনও গুরুত্বপূর্ণ জাটকা লালনক্ষেত্র। তবে বিজ্ঞানীরা সতর্ক করে বলছেন, এসব আবাসস্থল যদি সংকুচিত হয় বা অল্প কয়েকটি এলাকায় সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে, তাহলে অবশিষ্ট এলাকাগুলোর ওপর চাপ আরও বেড়ে যাবে।

ড. মনজুরুল কিবরিয়া বলেন, পকেট জালের মতো ক্ষতিকর মাছ ধরার সরঞ্জাম বড় আকারের মা ইলিশকে অভিবাসন, ডিম ছাড়ার এবং সমুদ্রে ফিরে যাওয়ার আগেই ধরে ফেলতে পারে।

তার মতে, নির্দিষ্ট জালসংক্রান্ত এ দাবির বিষয়ে আরও সরকারি গবেষণা প্রয়োজন। তবে সামগ্রিক উদ্বেগটি সুপ্রতিষ্ঠিত। নির্বিচারে জাটকা ও মা ইলিশ ধরা, ছোট ফাঁসের জাল ব্যবহার এবং ক্রমবর্ধমান মাছ ধরার চাপ নদীকেন্দ্রিক ইলিশের মজুদকে দুর্বল করে দিয়েছে।

নিষেধাজ্ঞা কি এখনও জীববৈজ্ঞানিক বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ?

বাংলাদেশে ইলিশ ব্যবস্থাপনা এখনও অনেকাংশে নির্দিষ্ট সময়ভিত্তিক নিষেধাজ্ঞার ওপর নির্ভরশীল। এর মধ্যে রয়েছে ২২ দিনের মা ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধকাল, আট মাসের জাটকা সংরক্ষণ কর্মসূচি, অভয়াশ্রমে নিষেধাজ্ঞা এবং সাগরে মাছ ধরার নিষেধাজ্ঞা।

এসব পদক্ষেপ বাংলাদেশে ইলিশের মজুদ পুনরুদ্ধারে সহায়তা করেছে। কিন্তু বৃষ্টিপাত, লবণাক্ততা, পানির প্রবাহ ও তাপমাত্রা যদি পরিবর্তিত হতে থাকে, তাহলে নির্দিষ্ট তারিখভিত্তিক নিষেধাজ্ঞা সব সময় মাছের জীববৈজ্ঞানিক সময়সূচির সঙ্গে মিল নাও খেতে পারে।

ড. কিবরিয়া বলেন, নিষেধাজ্ঞা ঘোষণার আগে প্রতি বছর বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ, আবহাওয়ার পূর্বাভাস, বৃষ্টিপাত, তাপমাত্রা, লবণাক্ততা, পানির গুণগত মান, জীববৈজ্ঞানিক সূচক এবং মাঠপর্যায়ের তথ্য বিবেচনায় নিয়ে এর সময়কাল পর্যালোচনা করা উচিত।

তার যুক্তি হলো, মানুষ একটি তারিখ নির্ধারণ করতে পারে, কিন্তু ইলিশ সাড়া দেয় পানির অবস্থার ভিত্তিতে।

তিনি আঞ্চলিক সমন্বয়ের ওপরও গুরুত্বারোপ করেন। তার মতে, ইলিশ যেহেতু পরিযায়ী মাছ, তাই বাংলাদেশ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলেও প্রতিবেশী দেশের জলসীমা উন্মুক্ত থাকলে বাংলাদেশের জেলেরা ক্ষতির মুখে পড়তে পারেন, অথচ এসব মাছ অন্যত্র আহরণ করা হতে পারে।

জীবিকা ঝুঁকিতে

পরিবেশগত এই বিতর্কের পেছনে রয়েছে একটি বড় জীবিকা-সংক্রান্ত প্রশ্ন। লাখো মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ইলিশ আহরণ ও বাণিজ্যের ওপর নির্ভরশীল। ইলিশের চলাচলের ধরন বা আহরণের পরিমাণে যেকোনো পরিবর্তন আয়, খাদ্যনিরাপত্তা এবং নদী ও উপকূলীয় অঞ্চলের স্থানীয় অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলে।

KARNAFULLY HOME CARE

KARNAFULLY HOME CARE LLC

A TRUSTED INSTITUTION FOR HOME CARE SERVICES

WE ARE LICENSED HOME CARE SERVICES AGENCY

We Care
Your Family
Like Ours

LHCSAs

Our Services in New York Counties

We Provide The Following Home Care Services

- HHA (Home Health Aide)
- PCA (Personal Care Assistant)
- CDPAP (Consumer Directed Personal Assistance Program)

Service Areas (Boroughs & Counties)

- Queens
- Nassau
- Suffolk
- Bronx
- Westchester
- Dutchess
- Orange
- Rockland
- Sullivan
- Ulster

NYS Department of Health LHCSAs

Main Office
37-20 74th Street, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY, 11372

Jamaica Office
167-18 Hillside Ave, 2nd Fl,
Jamaica, NY, 11432

Mohammed Hasem, EA, MBA
President and CEO

MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

Fax: 347-338-6799

347-621-6640

অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, সংস্কারের

১০ পৃষ্ঠার পর

ক্রজনার জানান, সংস্থাটির পক্ষ থেকে পরবর্তী সম্ভাব্য পদক্ষেপগুলো বিবেচনার অংশ হিসেবে এই সফরটি সরকারের সংস্কার কর্মসূচি এবং নীতিগত অগ্রাধিকারের বিষয়ে সরাসরি আলোচনার পথ সুগম করবে।

ক্রজনার বলেন, আইএমএফ-সমর্থিত একটি সম্ভাব্য নতুন ঋণ কর্মসূচির পরিধি, এর আর্থিক আকার এবং সংশ্লিষ্ট সংস্কারের প্রতিশ্রুতিসহ বিভিন্ন রূপরেখা নিয়ে মূল আলোচনাটি অনুষ্ঠিত হবেড়পরবর্তীতে আরেকটি দ্বিপাক্ষিক কর্মসূচি আলোচনা মিশনের সময়।

তিনি উল্লেখ করেন, বাংলাদেশের কর্তৃপক্ষ তাদের অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচি এগিয়ে নিতে আইএমএফ-এর কাছে নতুন একটি ঋণ কর্মসূচির অনুরোধ জানিয়েছে।

আইএমএফের পরবর্তী সম্ভাব্য পদক্ষেপগুলো বিবেচনার অংশ হিসেবে, সংস্থাটির কর্মকর্তারা বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের সংস্কার এজেন্ডা এবং নীতিগত অগ্রাধিকার নিয়ে আলোচনা ও কাজ করছেন বলে জানান ক্রজনার।

তিনি উল্লেখ করেন যে, ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে অনুমোদিত বর্ধিত ক্রেডিট সুবিধা (ইসিএফ), বর্ধিত ফান্ড সুবিধা (ইএফএফ) এবং রেজিলিয়েন্স অ্যান্ড সাসটেইনেবিলিটি সুবিধা (আরএসএফ)-এর অধীনে চলমান আর্থিক কর্মসূচিগুলো একটি অত্যন্ত কঠিন সময়ে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক নীতির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে।

তবে তিনি বলেন, ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে আইএমএফ-সমর্থিত ওই কর্মসূচি অনুমোদনের পর থেকে বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বড় ধরণের পরিবর্তন এসেছে, এবং বর্তমান সরকার আরও অনেক বেশি জটিল চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে।

ক্রজনার আরও বলেন, বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের বিদ্যমান দুর্বলতা এবং কম রাজস্ব আহরণ পরিস্থিতি নতুন করে একটি দীর্ঘমেয়াদি ও টেকসই সংস্কার প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তাকে আরও জোরালো করে তুলেছে।

তিনি বলেন, নতুন একটি কর্মসূচির (সাকসেসর অ্যারেঞ্জমেন্ট) জন্য কর্তৃপক্ষের এই অনুরোধ, আইএমএফ এবং সরকারের জন্য এমন একটি সম্ভাব্য কর্মসূচিতে একমত হওয়ার সুযোগ তৈরি করেছে, যাতে বর্তমান বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জগুলোর সুনির্দিষ্ট প্রতিফলন থাকবে এবং তা নতুন সরকারের লক্ষ্য ও অগ্রাধিকারগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করবে।

আইএমএফ মিশন প্রধান স্পষ্ট করেন যে, যেকোনো নতুন আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা অবশ্যই বাংলাদেশের লেনদেনের ভারসাম্যের প্রয়োজনীয়তা এবং একটি নির্ভরযোগ্য সংস্কার কর্মসূচি দ্বারা পরিচালিত দৃঢ় নীতিগত প্রতিশ্রুতির ওপর ভিত্তি করে হতে হবে। একই সাথে এটি আইএমএফ-এর নিজস্ব নীতিমালা এবং নির্বাহী বোর্ডের চূড়ান্ত অনুমোদনের সাপেক্ষে কার্যকর হবে।

বিবৃতির শেষে তিনি বলেন, "সামষ্টিক অর্থনৈতিক ও আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে, অর্থনৈতিক সক্ষমতা জোরদার করতে এবং একটি শক্তিশালী ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি অর্জনে বাংলাদেশের যে প্রচেষ্টা, তাতে আইএমএফ সর্বদা একটি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ অংশীদার হিসেবে পাশে থাকবে।চ

সনদনির্ভর নয়, দক্ষ ও কর্মমুখী

৮ পৃষ্ঠার পর

প্রতিষ্ঠা এবং দেশ ও জনগণের স্বাধীনতা রক্ষায় আত্মত্যাগ করেছেন, তাঁদের অবদানকে সম্মান জানাতে আমাদের শিক্ষা-দীক্ষায়, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে ও প্রযুক্তিতে নিজেদের প্রস্তুত করতে হবে। অন্যথায় বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা কষ্টকর হবেএ

উচ্চশিক্ষা বিস্তারে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদানের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেনওসারাদেশে ২ হাজারের বেশি অধিভুক্ত কলেজে বর্তমানে ৪০ লাখের বেশি শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছেন। উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থাপনার সংকট নিরসন এবং সবার জন্য শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করতে সাবেক প্রধানমন্ত্রী মরহুমা বেগম খালেদা জিয়া ১৯৯২ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। দেশের আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর উচ্চশিক্ষা বিস্তারে এই প্রতিষ্ঠানটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেএ

প্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তনের চিত্র তুলে ধরে তিনি বলেনওঅটোমেশন এবং এআই-চালিত প্রযুক্তির কারণে অনেক পুরোনো পেশা ঝুঁকির মুখে পড়লেও নতুন অনেক কর্মসংস্থানের সুযোগও সৃষ্টি হচ্ছে। এই প্রযুক্তিগত বিপ্লব মোকাবিলায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, সাইবার সিকিউরিটি, প্রোগ্রামিং, ডিজিটাল এন্টারপ্রেনারশিপ, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং, ন্যানো টেকনোলজি এবং ফাইভ জি প্রযুক্তির মতো বিষয়গুলো শিক্ষা কারিকুলামে অন্তর্ভুক্ত করা অপরিহার্য। বর্তমান সরকার ইতোমধ্যে প্রাথমিক থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত শিক্ষাক্রমকে বাস্তবভিত্তিক ও প্রযুক্তিনির্ভর করার কাজ শুরু করেছেএ

প্রধানমন্ত্রী উচ্চশিক্ষিত পর্যায়ে বেকারত্বের হার কমানোর ওপর গুরুত্ব দিয়ে বলেনওসর্বোচ্চ একাডেমিক সার্টিফিকেট অর্জন করলেও প্রায়োগিক দক্ষতার অভাবে অনেকেই বেকার থাকছেন। এই পরিস্থিতি উত্তরণে সরকার এপ্রেন্টিসশীপ, ইন্টার্নশীপ এবং ইন্ডাস্ট্রি-একাডেমিয়া সহযোগিতা বাড়াতে কার্যকর পদক্ষেপ নিচ্ছে। প্রাথমিকভাবে বিভাগীয় শহরগুলোতে এই পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে, যাতে শিক্ষার্থীরা পড়াশোনার পাশাপাশি কর্মদক্ষতা অর্জন করতে পারেনএ

তরুণদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের কথা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেনওক্যাম্পাস থেকেই ব্যবসায়িক উদ্যোক্তা তৈরি করতে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়েওইনোভেটিভ বিজনেস আইডিয়া, বাণিজ্যিকীকরণের লক্ষ্যে প্রতিযোগিতামূলক প্রক্রিয়ায়ওসিড ফান্ডিং, বাওইনোভেশন গ্র্যান্ট প্রদানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর ফলে তরুণরা চাকুরির পেছনে না ছুটে নিজেই কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে সক্ষম হবেএ

প্রযুক্তির পাশাপাশি নৈতিক শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ওএকজন মানবিক মানুষ হয়ে ওঠার জন্য নৈতিক শিক্ষার বিকল্প নেই। দক্ষতা ও মডার্নাইজেশনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের নৈতিকতা, মানসিক স্বাস্থ্য, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি ও পরিবেশ সংরক্ষণের প্রতি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে আরও যত্নশীল হতে হবেএ

এ ছাড়া বাংলা ও ইংরেজির পাশাপাশি তৃতীয় আরেকটি ভাষা শিখতে পারলে দেশে-বিদেশে চাকুরির অভাব হবে না বলেও উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।

শিক্ষকদের সমাজ পরিবর্তনের অগ্রদূত ও রোল মডেল হিসেবে ভূমিকা রাখার আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন,ওদেশের ছাত্র ও যুবশক্তিকে প্রযুক্তিতে দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তর করতে পারলে সমৃদ্ধ ও স্বনির্ভর বাংলাদেশ বিশ্বের রোল মডেল হবেএ

জাতীয় উন্নয়নকে একটি সম্মিলিত যাত্রা হিসেবে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী একটি জ্ঞান ও মেধাভিত্তিক সমাজ গঠনে বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, নাগরিক সমাজ এবং শিল্পখাতসহ সকলের ঐক্যবদ্ধ সহযোগিতা কামনা করেন।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. এ এস এম আমানুল্লাহ্‌র সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা মাহদী আমিন, শিক্ষা সচিব আবদুল খালেক, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক মো. লুৎফর রহমান বক্তব্য রাখেন।

ভারতে ৩০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ

৮ পৃষ্ঠার পর

কাজে লাগাতেই এই বড় বিনিয়োগ করা হবে।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বৈঠকের পর এ পরিকল্পনার কথা জানায় এয়ারট্রাংক। কোম্পানিটি দেশজুড়ে প্রায় ৫ গিগাওয়াট সক্ষমতার ডেটা সেন্টার গড়ে তুলতে চায়।

নরেন্দ্র মোদি বলেন, এই বিনিয়োগ ভারতের এআই ও ক্লাউড কম্পিউটিং খাতে বৈশ্বিক অবস্থান আরও শক্তিশালী করবে। পাশাপাশি নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, স্থানীয় সরবরাহব্যবস্থার উন্নয়ন এবং উদ্ভাবনভিত্তিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত হবে।

প্রস্তাবিত প্রকল্পগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড়টি হবে মহারাষ্ট্রে। রাজ্যটির মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিস জানিয়েছেন, এয়ারট্রাঙ্ক সেখানে প্রায় ২ ট্রিলিয়ন রুপি বিনিয়োগে ৩ গিগাওয়াট ক্ষমতার একটি ডেটা সেন্টার হাব নির্মাণ করবে। এ জন্য মুম্বাইয়ের উপকণ্ঠে রায়গড়ে জমি কেনার প্রাথমিক চুক্তিও করেছে প্রতিষ্ঠানটি।

ফোর্বস এশিয়াকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে রবিন খুদা বলেন, ভারত এমন একটি বাজার, যেখানে ভবিষ্যতের চাহিদার পরিসর আমাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। জনসংখ্যা, ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার এবং এআই খাতে ভারতের অগ্রযাত্রা একে অনন্য করে তুলেছে।

এয়ারট্রাংক বর্তমানে অস্ট্রেলিয়া, হংকং, ভারত, জাপান, মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। চলতি বছরের এপ্রিলে কোম্পানিটি ভারতের মুম্বাইভিত্তিক ডেটা সেন্টার ডেভেলপার লুমিনা ক্লাউডইনফ্রাও অধিগ্রহণ করে।

ফোর্বসের তথ্য অনুযায়ী, রবিন খুদার বর্তমান সম্পদের পরিমাণ প্রায় ২ দশমিক ১ বিলিয়ন ডলার। তিনি ২০১৫ সালে এয়ারট্রাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করেন। ২০২৪ সালে ব্ল্যাকস্টোন ও কানাডা পেনশন প্ল্যান ইনভেস্টমেন্ট বোর্ডের নেতৃত্বাধীন একটি জোট ১৬ বিলিয়ন ডলারে কোম্পানিটি অধিগ্রহণ করলেও রবিন খুদা এখনও এতে মূল্যবান অংশীদারিত্ব ধরে রেখেছেন।

নির্বাচিত হয়েছেন তারেক রহমান,

৮ পৃষ্ঠার পর

ভবিষ্যৎ একটা ভয়ংকর বিপদের মধ্যে যাচ্ছে।' ইতোমধ্যেই চুক্তি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'বোয়িং উড়োজাহাজ কেনা হচ্ছে, এলএনজি আমদানি করা হচ্ছে। চুক্তির সহযোগী চুক্তিগুলোও সই করা হচ্ছে। এই চুক্তি অনুযায়ী, অনেক অপ্রয়োজনীয় জিনিস আমদানি করতে হবে। বেশি দামে এলএনজিসহ নানান ধরনের জিনিস আমদানি করতে হবে। জ্বালানি নিরাপত্তা সৃষ্টি করতে পারব না।'

অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ আরও বলেন, 'আমাদের কৃষি, পোল্ট্রি, ডেইরিখাতগুলো গত তিন দশকে তৈরি হয়েছিল, কর্মসংস্থান হয়েছিল। এই চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় লাখ লাখ কর্মসংস্থান ভয়াবহ বিপর্যয়ের মুখে পড়বে। এই আদেশপত্রে আছে, কোনো মান পরীক্ষা আমরা করতে পারব না। যুক্তরাষ্ট্র যে মান পরীক্ষা করবে, সেটাতেই আমাদের বিশ্বাস করতে হবে। যদি বিষাক্ত, বিপজ্জনক ও হারাম পণ্য আসে, সেগুলো নিয়ে কোনো প্রশ্ন করা যাবে না। বেশি দামে কিনতে হবে, আবার শুল্কও নেওয়া যাবে না।'

তিনি বলেন, 'রাজস্ব আয় যেটা সরকার হারাবে, সেটাতে ভর্তুকি দিতে হবে। সেটা জনগণের ওপর নতুন নতুন কর বসিয়ে, জনগণের করের আওতা সম্প্রসারণ করে, জনগণের রক্ত নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন করপোরেট স্বার্থ রক্ষা করা হবে। এই চুক্তি বাতিল আমাদের অস্তিত্বের প্রশ্ন। দেশের সব পর্যায়ের মানুষকে ঐক্যবদ্ধভাবে এই চুক্তির বিরুদ্ধে দাড়াতে হবে।'

তিনি আরও বলেন, 'চুক্তি নিয়ে এই সরকার এখন পর্যন্ত যে ভূমিকা দেখিয়েছে, তা খুবই উদ্বেগজনক। এই সরকার নির্বাচিত ও স্বাধীন হওয়া সত্ত্বেও তার কোনো প্রমাণ এখনো আমরা পাইনি। এই সরকারও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক শক্তির কাছে পরাভূত। জনগণের ভোট নিয়ে তারা জনবিরোধী অবস্থান নিচ্ছে। তা না হলে সংসদের গত অধিবেশনেই এটা নিয়ে সরকার আলাপ করত।'

'বর্তমান সরকার নির্বাচিত সরকার, জনগণের সরকার। এই সরকারকে মানুষ নির্বাচিত করেছে। মানুষ নির্বাচিত করেছে তারেক রহমানকে। আর দেশ চালাবে যুক্তরাষ্ট্র, ট্রাম্প প্রশাসন, আইএমএফ, বিভিন্ন ধরনের করপোরেট স্বার্থড়এটা তো চলতে পারবে না। দেশের মানুষ যাকে নির্বাচিত করেছে তাকে জবাবদিহি করতে হবে। সুতরাং এই সরকার দায়বদ্ধ। তাকে জবাবদিহি করতে হবে,' যোগ করেন তিনি।

মার্কিন চুক্তি যারা করেছে, তাদের বিচারের দাবি জানিয়ে আনু মুহম্মদ বলেন, 'ইউনুস সরকার এই চুক্তি করেছে। তাদের সঙ্গে খলিলুর রহমানসহ যারা যুক্ত ছিল, তাদের বিচার করতে হবে।'

জাতীয় সংসদে আলোচনা না করে মার্কিনচুক্তি যেন বাস্তবায়ন না করা হয়, সেই দাবি জানিয়ে তিনি বলেন, 'সরকারের কাছে দাবি, কোনো চুক্তি সংসদে আলোচনা ছাড়া যেন না হয়। চুক্তির বিস্তারিত আলোচনা করে বের হওয়ার রাস্তা বের করতে হবে। বের হওয়ার রাস্তা খুব সহজ। যেহেতু, মার্কিন আদালত ট্রাম্পের এই শুল্ক-কাঠামোকে অবৈধ ঘোষণা করেছে, সুতরাং বাংলাদেশ সরকারের নূন্যতম যদি মেরুদণ্ড থাকে, নূন্যতম দায় থাকে, মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করে অঙ্গীকার ও দায়বদ্ধতা থাকে, তাহলে অবশ্যই চুক্তি থেকে বের হওয়ার রাস্তা বের করতে হবে।'

মার্কিন চুক্তি বাতিলের দাবিতে জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহে মহাসমাবেশের ডাক দেওয়ার কর্মসূচি ঘোষণা করেন তিনি।

সভায় লিখিত বক্তব্যে মোশাহিদা সুলতানা বলেন, 'ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তিনদিন আগে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সারা দেশের মানুষকে অন্ধকারে রেখে, জাতীয় সংসদ না থাকা অবস্থায় এখতিয়ার বহির্ভূতভাবে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটি ভয়াবহ বাণিজ্য চুক্তি সই করে। এই চুক্তিতে এমন ধারা আছে, যেগুলো কেবল দেশের জাতীয় স্বার্থবিরোধীই নয়, সেগুলো একাধারে বাণিজ্যিক সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় নিরাপত্তার জন্য প্রবল হুমকি।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক রুশাদ ফরিদী বলেন, 'মার্কিন চুক্তিটির মাধ্যমে দেশের জাতীয় নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়বে। এই ৩২ পাতার চুক্তির প্রথম ১০ পাতা কেউ পড়লেই গা শিউরে উঠবে। এটি মূলত বাণিজ্য চুক্তির আড়ালে একটি সামরিক চুক্তি। চুপিসারে এই চুক্তিটা করা হলো, যা বিশাল বড় ষড়যন্ত্র।'

তুরস্ক কেন বাংলাদেশের সাথে

৮ পৃষ্ঠার পর

কূটনৈতিক ও সামরিক বিশ্লেষকরা।

বাংলাদেশে কয়েক বছর আগেই তুরস্কের একটি ড্রোন নির্মাতা কোম্পানির কাছ থেকে ড্রোন সংগ্রহের জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে রেখেছে।

তিন দিনের বাংলাদেশ সফরের শেষ দিনে ফিদান আজ শনিবার সাক্ষাৎ করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সাথে।

তার এই সফরের সামরিক কিংবা প্রতিরক্ষা শিল্পে সহযোগিতার বিষয়টি জোরেশোরে আলোচিত হলেও স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকে সুনির্দিষ্টভাবে এ বিষয়ে কোনো কিছু বলা হয়নি। একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে সহযোগিতার বিষয়ে।

তবে দুই দেশের মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) এবং অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্যচুক্তি (পিটিএ) স্বাক্ষরের সম্ভাবনা নিয়েও ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমান।

যদিও বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমানের সাথে যৌথ সংবাদ সম্মেলনে তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী দুই দেশের মধ্যকার বাণিজ্য ২০০ কোটি ডলারে উন্নীত করার লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রতিরক্ষাশিল্পে সহযোগিতার প্রসঙ্গটি উল্লেখ করেছেন। প্রসঙ্গত, ১৯৯৯ সালেও তুরস্ক ছিলো বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অস্ত্র আমদানিকারক দেশ, আর সেই দেশটিই ২০১৮ সালে এসে বিশ্বের ১৪তম বৃহত্তম অস্ত্র রপ্তানিকারক দেশে পরিণত হয়। দেশটি এখন শীর্ষ দশ রফতানিকারক দেশের একটি হতে চাইছে।

আলোচনায় কী এসেছে

ঢাকায় দুই পররাষ্ট্রমন্ত্রীর আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলনে সামরিক সহযোগিতার সম্ভাব্য ক্ষেত্রগুলো সম্পর্কে কোনো ধারণা দেওয়া হয়নি।

তবে বাংলাদেশ তুরস্কের জন্য একটি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দিয়েছে। এছাড়া ঢাকায় একটি আন্তর্জাতিক মানের হাসপাতাল এবং নার্সিং ইনস্টিটিউট স্থাপন বা উন্নয়নে তুরস্ককে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে বলে পররাষ্ট্রমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন। তবে শনিবার দুপুরে তেজগাঁও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সাথে তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাকান ফিদানের বৈঠকে দুই দেশের মধ্যে প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ে যৌথ কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত হয়েছে। এছাড়া দুই দেশের পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষামন্ত্রীদের অংশগ্রহণে প্রতিবছরওটু প্লাস টু (২+২) পরামর্শ বৈঠক আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ঢাকার কূটনৈতিক সূত্রগুলো বলছে, বেশ কয়েক বছর ধরেই বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা শিল্পে তুরস্কের সহযোগিতার বিষয়টি আলোচিত হয়ে আসছে। তার আলোকেই ২০২২ সালে ড্রোন সংগ্রহ নিয়ে তুরস্কের কোম্পানির সাথে চুক্তি করেছিল বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী। এবারেও দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এই সফরে সামরিক সহযোগিতার বিষয়টি তাই বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

গত এক দশকে বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন যুদ্ধে তুরস্কের নির্মিত ড্রোন ব্যাপকভাবে আলোচনায় এসেছে। পাশাপাশি ইলেকট্রনিক যুদ্ধ সরঞ্জাম উৎপাদনে দেশটির অগ্রগতি বাংলাদেশকে প্রতিরক্ষা উপকরণ কেনার ক্ষেত্রে বাজার বৈচিত্র্যকরণের সুযোগ করে দিয়েছে। সেই আলোকেই রকেট সিস্টেম ও ড্রোনসহ নানা ধরনের ও ইলেকট্রনিক যুদ্ধ সরঞ্জাম যৌথ উৎপাদন ও প্রযুক্তি হস্তান্তরে তুরস্কের সাথে পর্দার অন্তরালে আলোচনার আভাস দিচ্ছে কূটনৈতিক সূত্রগুলো। "চীনা অস্ত্র বাজার থেকে নির্ভরতা কমানোর চিন্তা হলেও মার্কিন ও ইউরোপের অস্ত্রের দাম বেশি। সেই প্রেক্ষাপটে তুরস্কের সাথে সামরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির উদ্যোগটি ইতিবাচক,চ বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন সাবেক রাষ্ট্রদূত হুমায়ুন কবির। সামরিক বিশ্লেষক অবসরপ্রাপ্ত মেজর এমদাদুল ইসলাম বলছেন, তুরস্কের ড্রোন ও ট্যাংকের সক্ষমতা এখন প্রমাণিত এবং একই সাথে খরচ কম কিন্তু সক্ষমতা বেশি এমন সামরিক সরঞ্জাম উৎপাদনে তুরস্ক ব্যাপক সাফল্য দেখিয়েছে। "পাকিস্তান ও চীন পাকিস্তানে যুদ্ধবিমান তৈরি করে বিভিন্ন দেশের কাছে বিক্রি করছে। তুরস্কও তেমনি বাংলাদেশে যৌথভাবে সামরিক সরঞ্জাম উৎপাদনে এগিয়ে আসতে পারে। আমার ধারণা দুই দেশের সরকার সেই আলোচনাকেই এগিয়ে নিচ্ছে। যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে সরকারের তরফ থেকে না বলা পর্যন্ত এ নিয়ে নিশ্চিত হওয়া কঠিন,চ বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন এমদাদুল ইসলাম। এর আগে বাংলাদেশ তুরস্ক থেকে মাইন সুরক্ষিত সামরিক যান ও বহুমাত্রিক রকেট প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সংগ্রহ করেছে।

৭০ বিলিয়ন ডলারের ইমিগ্রেশন

৫৪ পৃষ্ঠার পর

ট্রাম্প। গত জানুয়ারিতে মিনিয়াপোলিসে ইমিগ্রেশন এনফোর্সমেন্ট সংক্রান্ত এক অভিযানে যুক্তরাষ্ট্রের দুই নাগরিক নিহত হওয়ার পর ডেমোক্র্যাটদের তীব্র আপত্তির মুখে এই বিলটি কয়েক মাস ধরে কংগ্রেসে আটকে ছিল।
শেষ পর্যন্ত বিরোধী ডেমোক্র্যাট দলের সব বাধা পেরিয়ে গত ১০ জানুয়ারি বুধবার হোয়াইট হাউসের ওভাল অফিসে এই বিলে স্বাক্ষর করেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ।

নতুন এই বিলের আওতায় প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বর্তমান মেয়াদের বাকি সময়ের জন্য ইউএস ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইসিই) এবং কাস্টমস অ্যান্ড বর্ডার পেট্রোল (সিবিপি)-এর কার্যক্রম নির্বিঘ্ন করতে বিপুল পরিমাণ এই অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

গত জুলাইয়ে পাস হওয়া কর ও ব্যয় সংক্রান্ত অপর একটি বিল থেকে পাওয়া ১৪০ বিলিয়ন ডলারের পাশাপাশি নতুন এই ৭০ বিলিয়ন ডলার ইমিগ্রেশনসংস্থাগুলোর আর্থিক সক্ষমতাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেবে বলে মনে করা হচ্ছে।

বিলটিতে স্বাক্ষরের সময় প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ডেমোক্র্যাটদের কড়া সমালোচনা করেন। তিনি অভিযোগ করেন, ডেমোক্র্যাটরা হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের (ডিএইচএস) সব ধরনের অর্থায়ন আটকে দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সীমানা সম্পূর্ণ অরক্ষিত করার এক ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল, যা যুক্তরাষ্ট্রকে পুনরায় অপরাধ ও বিশৃঙ্খলার দিকে ঠেলে দেওয়ার শামিল।
দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই ট্রাম্প দেশজুড়ে গণ-বহিষ্কার বা ওমাস ডিপোর্টেশন্ন অভিযান পরিচালনার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসছেন। শুরুতে শুধু অপরাধের রেকর্ড থাকা ব্যক্তিদের লক্ষ্যবস্তু করার কথা বলা হলেও, পরবর্তীতে যাদের কোনো অপরাধের রেকর্ড নেই, তাদের ওপরও এই অভিযান সম্প্রসারিত করা হয়।

লিগ্যাল ডিফেন্স ফান্ড নামের একটি সংগঠনের তথ্য অনুযায়ী, ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদের প্রথম নয় মাসে ইমিগ্রেশন এন্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট বা আইসিই-এর সদস্যদের দ্বারা রাস্তায় ধরপাকড় আগের তুলনায় প্রায় ১১ গুণ বেড়েছে, যার মধ্যে নির্দোষ বা আগে কোনো সাজা পাননি এমন ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের হার বেড়েছে অন্তত সাত গুণ।

মানবাধিকার ও অভিবাসী অধিকার রক্ষায় কাজ করা সংগঠনগুলো অবশ্য এই বিলের তীব্র বিরোধিতা করে আসছে। তাদের অভিযোগ, কোনো ধরনের জবাবদিহিতা বা রক্ষাকবচ ছাড়াই এই বিপুল অর্থায়ন অভিবাসী সম্প্রদায়কে মারাত্মক ঝুঁকির মুখে ফেলবে। আইসিই এবং সিবিপি-এর বিরুদ্ধে বর্ণবৈষম্য, মাত্রাতিরিক্ত বলপ্রয়োগ এবং বিনা পরোয়ানায় তল্লাশির মতো অসাংবিধানিক কৌশল ব্যবহারের অভিযোগ তুলেছেন তারা। তবে ট্রাম্প প্রশাসন এসব অভিযোগ সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছে। গত জানুয়ারিতে মিনিয়াপোলিসে ‘অপারেশন মেট্রো সার্জ’ চলাকালীন রেনি গুড এবং অ্যালেক্স প্রেটি নামের দুই মার্কিন নাগরিককে গুলি করে হত্যার ঘটনার পরই মূলত ডেমোক্র্যাটরা এই বিলের বিপক্ষে কঠোর অবস্থান নেয়। তারা দাবি করেছিল, কর্মকর্তাদের আচরণের ওপর আইনি বাধ্যবাধকতা ও জবাবদিহিতা যুক্ত না করা পর্যন্ত তারা কোনো অর্থায়ন বিলে সমর্থন দেবে না। এর জেরে ডিএইচএস-এর অর্থায়ন আটকে যায় এবং ট্রান্সপোর্টেশন সিকিউরিটি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনসহ (টিএসএ) সংস্থাটির অপরিহার্য নয় এমন কার্যক্রম টানা ৭৬ দিন বন্ধ রাখতে বাধ্য হয় প্রশাসন।

অবশেষে রিপাবলিকানরা সিনেটের বিশেষ ‘বাজেট রিকনসিলিয়েশন’ বা বাজেট সমন্বয় প্রক্রিয়া ব্যবহার করে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে বিলটি পাস করতে সক্ষম হয়। স্বাভাবিক নিয়মে এই বিল পাসের জন্য অন্তত ৬০টি ভোটের প্রয়োজন হলেও, এই বিশেষ প্রক্রিয়ায় তারা খুব সহজেই বাধা অতিক্রম করে। তবে এই অর্থায়নের কড়া সমালোচনা করে নিউইয়র্ক ইমিগ্রেশন কোয়ালিশনের (এনওয়াইআইসি) প্রেসিডেন্ট মুরাদ আওয়াউদেহ এক বিবৃতিতে বলেন, অভিবাসীদের বলির পাঁঠা বানালে জনসাধারণের নিরাপত্তা বাড়বেড়এমন এক মিথ্যা ধারণার ওপর ভিত্তি করেই করদাতাদের এই বিপুল অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। তিনি সতর্ক করে বলেন, এই বিলের ফলে আইসিই মিনিয়াপোলিস ও লস অ্যাঞ্জেলেসের মতো শহরগুলোতে আগের মতোই আইনবহির্ভূত ও সহিংস কার্যক্রম চালানোর একটি অবাধ লাইসেন্স পেয়ে গেল, যা পরিবারগুলোকে বিচ্ছিন্ন করার পাশাপাশি গোটা সমাজ ব্যবস্থাকেই চরম অস্থিতিশীল করে তুলবে।

নিউইয়র্ক সিটিতে “আইস” এর বড়

৫৪ পৃষ্ঠার পর

এটি আসছে।” তার এই বক্তব্য এমন সময়ে এসেছে যখন নিউইয়র্ক সিটি এনবিএ ফাইনালস ও বিশ্বকাপ ফুটবলকে ঘিরে বিপুল সংখ্যক দেশি-বিদেশি দর্শনার্থীকে স্বাগত জানানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে।

গত মাসে গভর্নর ক্যাথি হোকুল নিউ ইয়র্ক স্টেটের জন্য কার্যকর ইমিগ্রেশন -সংক্রান্ত একগুচ্ছ নতুন বিধান অনুমোদন করেন। এসব বিধানের মাধ্যমে স্থানীয় পুলিশ ও সরকারি সংস্থাগুলোর সঙ্গে ফেডারেল ইমিগ্রেশন কর্মকর্তাদের সহযোগিতার সুযোগ আরও সীমিত করা হয়েছে।
নতুন বিধি অনুযায়ী কোনো ফেডারেল কর্মকর্তা নাগরিক বা অভিবাসীদের সাংবিধানিক অধিকার লঙ্ঘন করলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি তার বিরুদ্ধে মামলা করতে পারবেন।

একই সঙ্গে স্থানীয় সরকার বা পুলিশ বিভাগকে এমন কোনো আনুষ্ঠানিক চুক্তি করতে নিষেধ করা হয়েছে, যার মাধ্যমে স্থানীয় কর্মকর্তারা ফেডারেল ইমিগ্রেশন সংস্থার পক্ষে ইমিগ্রেশন আইন প্রয়োগে অংশ নেন।
এছাড়া আদালতের অনুমোদিত পরোয়ানা ছাড়া কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সম্পত্তিতে ফেডারেল ইমিগ্রেশন কর্মকর্তাদের প্রবেশের সুযোগ সীমিত করা হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগের সময় মাস্ক ব্যবহার বা মুখ ঢেকে রাখার বিষয়েও নতুন বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে।

তবে স্টেট প্রশাসনের কর্মকর্তারা স্পষ্ট করেছেন, কোনো অভিবাসী ফৌজদারি অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়ে সাজা ভোগ শেষ করলে তাকে আটক করার ক্ষেত্রে ফেডারেল সংস্থাগুলো এখনও আইনগত সুযোগ পাবে।
নিউইয়র্ক সিটির ডেমোক্র্যাট মেয়র জোহরান মামদানি টম হোম্যানের বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, “আমরা আইসিই বা অন্য কাউকে আমাদের কমিউনিটিতে ভয় ছড়াতে দেব না। বিশেষ করে এমন একটি সময়ে, যখন পুরো বিশ্বের মানুষ আমাদের শহরে আসছে।”
উগান্ডায় জন্ম নেওয়া এবং পরে যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসী হিসেবে আসা তেহরান মামদানি বলেন, অভিবাসীরা যুক্তরাষ্ট্রের ক্রীড়া ও সামাজিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বিশ্বকাপের মতো বড় আয়োজনও তাদের অবদানের ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল।

অন্যদিকে নিউ ইয়র্ক স্টেট গভর্নর হোকুলও ট্রাম্প প্রশাসনের অবস্থানের সমালোচনা করেছেন। সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আগে বলেছিলেন, কোনো স্টেট বা স্থানীয় প্রশাসন সাহায্য না চাইলে সেখানে জোরপূর্বক অভিবাসন অভিযান বাড়ানো হবে না। কিন্তু টম রোমানের বর্তমান হুমকি সেই অবস্থানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক।
গভর্নর হোকুল আরো বলেন, “আমাদের স্থানীয় পুলিশকে স্থানীয় অপরাধ দমনে মনোযোগী থাকতে হবে। স্কুল, বাড়ি বা কর্মস্থল থেকে মানুষ ধরে এনে কারাগার ভরাট করার কাজে আমরা সহযোগিতা করব না। তবে অপরাধীদের ব্যাপারে আমরা সব সময় সহযোগিতা করেছি এবং ভবিষ্যতেও করব।” তিনি আরও সতর্ক করেন, বড় ধরনের আইসিই অভিযান নিউইয়র্কের অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে এবং রাজনৈতিকভাবেও এর প্রতিক্রিয়া পড়তে পারে।
নিউইয়র্ক সিটির মতো কিছু এলাকায় আগেই ফেডারেল ইমিগ্রেশন কর্মকর্তাদের সঙ্গে সহযোগিতার ওপর সীমাবদ্ধতা ছিল। তবে গভর্নর হোকুল এর স্বাক্ষর করা নতুন আইন কার্যকর হলে লং আইল্যান্ডের নাসাউ কাউন্টির মতো এলাকাগুলোও প্রভাবিত হবে। নাসাউ কাউন্টি গত বছর আইসিইর সঙ্গে একটি সহযোগিতা চুক্তি করেছিল।
গত কয়েক বছর ধরেই নিউইয়র্কে আইসিইর কার্যক্রম বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। ইমিগ্রেশন আদালতের ভেতরে অভিযান চালানো, আটক ব্যক্তিদের অস্থায়ী আটককেন্দ্রে রাখার পরিবেশ এবং বিভিন্ন অভিযানের ধরন নিয়ে মানবাধিকার সংগঠনগুলো একাধিকবার উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।
২০২৫ সালে ট্রাম্প প্রশাসন মূলত ডেমোক্র্যাট-নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন শহরে ব্যাপক ইমিগ্রেশন এনফোর্সমেন্ট অভিযান পরিচালনা করে। এসব অভিযানে অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ, বর্ণগত পরিচয়ের ভিত্তিতে সন্দেহভাজনদের আটক এবং পরোয়ানা ছাড়া গ্রেপ্তারের অভিযোগ ওঠে। যদিও সংশ্লিষ্ট ফেডারেল সংস্থাগুলো এসব অভিযোগ অস্বীকার করে আসছে।

তারেক সরকারের ১০০ দিনে সারাদেশে ৬০৫ হত্যাকাণ্ড:

৫ পৃষ্ঠার পর

উল্লেখ করেছে, জুলাই অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গঠিত সরকারের কাছে সুশাসিত, জবাবদিহিমূলক ও দুর্নীতিমুক্ত রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রত্যাশা করেছিল জনগণ। সরকারের প্রথম ১০০ দিনে সারাদেশে ৬০৫টি হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। এছাড়া, ধর্ষণের শিকার হয়েছেন ২০৯ জন নারী ও শিশু।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, এ সময়ের মধ্যে ২৯৪টি ছিনতাই, ৯০টি ডাকাতি এবং ১৯৬টি অপহরণের ঘটনা ঘটেছে। একই সময়ে পুলিশের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে ১২৯টি।

সংবাদ সম্মেলনে টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান বলেন, "বর্তমান সরকারের ১০০ দিনে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অনেকটা নাজুক ছিল। খুন, ডাকাতি, চুরি, ছিনতাই, ধর্ষণ, নারী ও শিশু নির্যাতন, লুটপাট ও অরাজকতার ঘটনা অব্যাহত রয়েছে।"

বিএনপি সরকারের প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে তিনি বলেন, সিটি করপোরেশন ও ৪২টি জেলা পরিষদে দলীয় লোকজনদের প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ দিয়ে সরকার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে।

টিআইবির প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, উচ্চ মূল্যস্ফীতি, ঋণের চাপ, দুর্বল ব্যাংকিং খাত, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংকট মোকাবিলায়ড় নতুন সরকার কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করলেও সুশাসন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে অগ্রগতি এখনো সীমিত।

তবে সরকারের কয়েকটি উদ্যোগকে ইতিবাচক হিসেবে মূল্যায়ন করেছে সংস্থাটি। এর মধ্যে রয়েছে শুল্কমুক্ত গাড়ি ও সরকারি প্লট সুবিধা গ্রহণ না করা, রাষ্ট্রীয় প্রটোকল পরিহার, মন্ত্রীদের কাজের মূল্যায়নের ঘোষণা এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে নজরদারি জোরদারের উদ্যোগ। টিআইবির মতে, এসব পদক্ষেপ সরকারের সদিচ্ছার প্রতিফলন।

অন্যদিকে, সরকারের কিছু সিদ্ধান্ত ও উচ্চপর্যায়ের ব্যক্তিদের বক্তব্য নির্বাচনী ইশতেহার এবং রাষ্ট্র মেরামতের ৩১ দফার সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ বলেও মন্তব্য করেছে সংস্থাটি। এতে দুর্নীতিবিরোধী অবস্থান ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।

অন্তর্বর্তী সরকারের জারি করা ১৩৩টি অধ্যাদেশের মধ্যে ৯৭টিকে আইনে রূপ দেওয়ার উদ্যোগকে স্বাগত জানালেও টিআইবি বলেছে, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, মানবাধিকার সুরক্ষা, গুম প্রতিরোধ এবং দুর্নীতি দমন-সংক্রান্ত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আইন বাতিল বা স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত উদ্বেগজনক। এতে এসব ক্ষেত্রে পিছিয়ে যাওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয়েছে।

সংস্থাটি আরও বলেছে, সরকারের প্রথম ১০০ দিনের মধ্যে দুর্নীতি দমন কমিশন, মানবাধিকার কমিশন ও তথ্য কমিশনের মতো গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক ও আইনগত প্রতিষ্ঠানে নতুন নেতৃত্ব নিয়োগে দৃশ্যমান অগ্রগতি না হওয়াড় দীর্ঘমেয়াদে ঝুঁকির কারণ হতে পারে।

প্রতিবেদনে ক্ষমতাসীন দলের বিভিন্ন স্তরে 'এবার আমাদের পালা' ধরনের মানসিকতার সমালোচনা করা হয়েছে। পুলিশ, প্রশাসন, ব্যাংক, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় সরকারব্যবস্থায় দলীয় বিবেচনায় নিয়োগ ও পদায়নের অভিযোগও তুলে ধরা হয়েছে, যা নির্বাচনী অঙ্গীকারের পরিপন্থী বলে উল্লেখ করেছে টিআইবি।

ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের ওপর হামলার ঘটনাগুলো নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে টিআইবি। সংস্থাটির মতে, সাম্প্রদায়িকতা ও অসহিষ্ণুতার বিস্তার দেশের বহুত্ববাদী ঐতিহ্যের জন্য অশনিসংকেত।

সবশেষে টিআইবি বলেছে, সরকারের প্রথম ১০০ দিন একদিকে সম্ভাবনাময় ও আশাব্যঞ্জক হলেও সুশাসন, দুর্নীতি প্রতিরোধ এবং জবাবদিহিমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট কর্মপরিকল্পনা ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের ঘাটতি এখনো উদ্বেগের কারণ হয়ে রয়েছে।

নীতি নয়, ইলিশ বোঝে পানির ভাষা;

৯ পৃষ্ঠার পর

ইলিশ থেকে। তারা আরও জানায়, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ইলিশ উৎপাদন ছিল ৫ লাখ ২৯ হাজার টন, যার বাজারমূল্য ২০ হাজার কোটি টাকারও বেশি। কর্তৃপক্ষের দাবি, বিশ্বের মোট ইলিশের ৮০ শতাংশেরও বেশি বাংলাদেশে উৎপাদিত হয়। সম্প্রতি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী আমিন উর রশিদ বলেছেন, বিশ্বের ৮০ শতাংশের বেশি ইলিশ বাংলাদেশ থেকে আসে। এ মাছ দেশের জিডিপিতে প্রায় ১ শতাংশ অবদান রাখে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে লাখো মানুষের জীবিকার সঙ্গে জড়িত।

তবে এই সাফল্যের গল্পের আড়ালে চাপ বাড়ছে।

গণমাধ্যমে প্রকাশিত মৎস্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ইলিশ উৎপাদন ধারাবাহিকভাবে কমছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৫ লাখ ৭১ হাজার টন উৎপাদন থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে তা কমে ৫ লাখ ২৯ হাজার টনে নেমে আসে।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে উৎপাদন আরও কমে ৫ লাখ ১২ হাজার টনে দাঁড়াতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

বিশ্বের প্রধান ইলিশ উৎপাদনকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ এখনও শীর্ষ অবস্থানে থাকলেও বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সবচেয়ে বড় পরিবর্তন উৎপাদনের পরিমাণে নয়, বরং ইলিশের ভৌগোলিক বিস্তারে।

এ মাছের ভৌগোলিক বিস্তার বদলে যাচ্ছে

সাউথইস্ট এশিয়ান ফিশারিজ ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (সিফডেক) -এর ফিশ ফর দ্য পিপল্ সাময়িকীতে প্রকাশিত 'দ্য শিফটিং হ্যাবিট্যাট অব হিলসা: রিভার টু সি'সহ গত কয়েক দশকের গবেষণায় দেখা গেছে, ইলিশের বিস্তার অভ্যন্তরীণ নদী থেকে ধীরে ধীরে সাগর ও মোহনাকেন্দ্রিক অঞ্চলের দিকে সরে যাচ্ছে।

১৯৫০ ও ১৯৬০-এর দশকে মোট উৎপাদনের প্রায় ৯৪ শতাংশ আসত নদী থেকে। কিন্তু ২০১২-১৩ সালে চিত্র পুরোপুরি বদলে যায়। সেসময় প্রায় ৭২ শতাংশ ইলিশ ধরা পড়ে সামুদ্রিক জলসীমায় এবং ২৮ শতাংশ নদী থেকে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, উজানের পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো, অভিবাসন পথে প্রতিবন্ধকতা, নদী ভরাট, আবাসস্থল সংকোচন এবং অতিরিক্ত আহরণের কারণে এ পরিবর্তন ঘটছে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) প্রাণিবিদ্যা বিভাগের হালদা নদী গবেষণাগারের সমন্বয়ক ও অধ্যাপক ড. মো. মনজুরুল কিবরিয়া জলবায়ু পরিবর্তনকে একমাত্র বা সবচেয়ে বড় তাৎক্ষণিক হুমকি হিসেবে দেখছেন না।

তিনি বলেন, আমার মতে জলবায়ু পরিবর্তনের চেয়েও মানবসৃষ্ট প্রভাব বর্তমানে বড় হুমকি হিসেবে কাজ করছে। তিনি দূষণ, নদী ভরাট, নাব্যতা হ্রাস এবং অতিরিক্ত মাছ ধরাকে তাৎক্ষণিক ঝুঁকি হিসেবে উল্লেখ করেন।

২.৫১ লাখ কোটি টাকার

৫ পৃষ্ঠার পর

অর্থ মন্ত্রণালয়। এর মধ্যে গত মে শেষে বৈদেশিক অর্থায়ন পাওয়া গেছে মাত্র ২৬ হাজার ৭০০ কোটি টাকা।

অর্থ মন্ত্রণালয় এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) কর্মকর্তারা বলছেন, বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর আরও স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে উন্নয়ন প্রকল্পগুলো এগিয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। অন্তবর্তী সরকারের সময় স্থগিত থ াকা বিদেশি ঋণনির্ভর মেগা প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়নেও গতি ফিরবে। ফলে প্রকল্প সহায়তার অংশ হিসেবে বৈদেশিক ঋণ ছাড় বাড়বে বলে তারা মনে করছেন।

তারা জানান, নতুন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর বাজেট বাস্তবায়নের জন্য পূর্ণাঙ্গ অর্থবছর সময় পাচ্ছে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময় স্থবির হয়ে থাকা বৈদেশিক ঋণনির্ভর বেশকিছু প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করতে উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে আলোচনাও শুরু হয়েছে। তাছাড়া, বিএনপি সরকারের অনুমোদিত এডিপিতেও বেশকিছু বৃহৎ প্রকল্প জায়গা পেয়েছে। ফলে আগামী অর্থবছরে ধীরগতির বৈদেশিক ঋণনির্ভর উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়নে গতি বাড়বে এবং বৈদেশিক ঋণের অর্থছাড়ও বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে।

আগামী বৃহস্পতিবার প্রায় ৯.৩৮ লাখ কোটি টাকার বাজেট ঘোষণা করতে যাচ্ছেন অর্থমন্ত্রী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী। বাজেট ঘাটতি জিডিপির ৩.৬ শতাংশের মধ্যে সীমিত রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোর বাজেট ঘাটতি জিডিপির ৫ শতাংশের মধ্যে সীমিত রাখার পরামর্শ দিয়ে থাকে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)।

আগামী অর্থবছরের বাজেটে মোট ২.৫১ লাখ কোটি টাকার ঘাটতি অর্থায়নের ৪৬ শতাংশড় বিদেশি উৎস থেকে নেওয়ার পরিকল্পনা করছে সরকার, যা জিডিপির ১.৭ শতাংশ।

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) নির্বাহী পরিচালক ফাহমিদা খাতুন বলেন, চলতি অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে বৈদেশিক ঋণ সংগ্রহের পরিমাণ লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে অনেক কম হয়েছে। তিনি বলেন, ধীরগতির প্রকল্প বাস্তবায়ন, অনুমোদন ও কেনাকাটায় বিলম্ব এবং দাতাদের শর্ত পূরণে প্রশাসনিক জটিলতাই এর প্রধান কারণ।

দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডকে তিনি বলেন, "এছাড়া রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার কারণে উন্নয়ন সহযোগীরা অর্থছাড়ের ক্ষেত্রে আরও সতর্ক হয়ে উঠেছে, যা বৈদেশিক অর্থায়নকে সীমিত করে দিয়েছে। তাই বেশি পরিমাণ ঋণ প্রাপ্তি নির্ভর করবে দাতাদের আস্থা পুনর্গঠনের ওপর; পরিস্থিতির উন্নতি হলে কিছু উন্নয়ন সহযোগী ইতিবাচক সাড়া দিতে পারে।চ

সাম্প্রতিক বৈদেশিক অর্থায়ন

ইআরডি কর্মকর্তারা জানান, চলতি অর্থবছরের মূল বাজেটে বৈদেশিক উৎস থেকে মোট ১.০১ লাখ কোটি টাকা ঋণের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে এপর্যন্ত ১ বিলিয়ন ডলারের প্রকল্প ঋণ ও ১.৬৭ বিলিয়ন ডলারের বাজেট সহায়তা পাওয়া নিশ্চিত হয়েছে। অর্থাৎ, গত মে শেষে মোট ২.৬৭ বিলিয়ন ডলার বৈদেশিক ঋণ সহায়তা পাওয়ার নিশ্চয়তা পাওয়া গেছে, টাকার অংকে যা প্রায় ২৬ হাজার ৭০০ কোটি টাকা।

ফলে সংশোধিত বাজেটে বৈদেশিক উৎস থেকে ঋণের লক্ষ্যমাত্রা কমিয়ে ৬৩ হাজার কোটি টাকা নির্ধারণ করা হলেওড় এখনও লক্ষ্যমাত্রার অর্ধেকও নিশ্চিত করতে পারেনি ইআরডি।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে বৈদেশিক উৎস থেকে সরকার মোট ঋণ পেয়েছে ৯০ হাজার ৭০০ কোটি টাকা, সে তুলনায় আগের বছর এর পরিমাণ ছিল ৭৪ হাজার ৫৮৭ কোটি টাকা।

কর্মকর্তারা বলেন, আওয়ামী লীগ সরকারের মেয়াদে নেওয়া বৈদেশিক ঋণ-নির্ভর অনেক প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ স্থগিত রাখে অন্তবর্তী সরকার। ফলে চলতি অর্থবছরের ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনের আগপর্যন্ত প্রকল্প ঋণ সহায়তা তেমন ছাড় হয়নি। বাজেট সহায়তাও চলতি অর্থবছর অনেক কম এসেছে। এবার বিশ্বব্যাংক থেকে এক দশকের মধ্যে সবচেয়ে কম সহায়তা পেয়েছে বাংলাদেশ এবং ঋণের শর্ত বাস্তবায়ন করতে না পারায়ড় আইএমএফ থেকে চলতি অর্থবছরে দুই কিস্তির ১.৫৩ বিলিয়ন ডলার পাওয়া যায়নি।

ইআরডির কর্মকর্তারা জানান, উন্নয়ন সহযোগীদের কাছ থেকে চলতি অর্থবছর সরকার ৩.২ বিলিয়ন ডলারের বাজেট সহায়তা পাওয়ার চেষ্টা করলেও খুব বেশি সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। বিকল্প হিসেবে চলমান বেশকিছু প্রকল্পের যে ঋণ এখনই ব্যবহার করতে হবে না, সে ধরণের ঋণ জরুরি ব্যবহারের উদ্যোগ নিয়েছে।

এপর্যন্ত এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের থেকে ১ বিলিয়ন ডলার, জাপানের কাছ থেকে ৩১৫ মিলিয়ন, এআইআইবির কাছে ২৫০ মিলিয়ন এবং ওপেক ফান্ড-এর থেকে ১০০ মিলিয়ন ডলার বাজেট সহায়তা পাওয়ার আশ্বাস পেয়েছে সরকার। এ পরিস্থিতিতে সরকার বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প থেকে পুনর্বিন্যাস করে প্রায় ২ বিলিয়নের ডলার ঋণ জরুরি ব্যবহারের উদ্যোগ নিয়েছে। এর বেশিরভাগই আগামী অর্থবছরে ছাড় হতে পারে আশা করছে ইআরডি।

প্রকল্পের গতি বাড়ানোর প্রচেষ্টা

ইআরডির কর্মকর্তারা জানান, ২০২৪-২৫ অর্থবছরের শুরুতেই আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর অনেক প্রকল্প পরিচালককে পাওয়া যায়নি, আবার অনেককে অপসারণ করা হয়। নতুন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগেও সময় লেগেছে, এতে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া বিলম্বিত হয়। পাশাপাশি বেশকিছু প্রকল্প সংশোধন করতে হয়েছে, যা পুনরায় কার্যক্রম শুরুতে বিলম্ব ঘটিয়েছে।

সম্প্রতি অনুমোদিত নতুন সরকারি ক্রয়নীতির কারণে, অনেক মন্ত্রণালয় ও বিভাগ দরপত্র প্রক্রিয়ায় যেতে সময় নিয়েছে। এসব কারণে বৈদেশিক অর্থায়নের অনেক প্রকল্পেই বরাদ্দ লক্ষ্য অনুযায়ী ব্যয় করা সম্ভব হয়নি। এতে করে অর্থও ছাড় করেনি উন্নয়ন সহযোগীরা।

ইআরডি কর্মকর্তারা আরো জানান, ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে ও পরের কিছুদিন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন স্থবির হয়ে পড়ে। এ কারণে চলতি অর্থবছর বৈদেশিক অর্থায়নের প্রকল্প বাস্তবায়ন ও অর্থ প্রাপ্তি ব্যাহত হয়।

বিএনপি সরকার দায়িত্ব নিয়ে ইতোমধ্যে চলমান প্রকল্পগুলো নতুন করে পর্যালোচনার কার্যক্রম শুরু করেছে। নির্বাচনী ইশতেহারের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এমন প্রকল্পগুলো যাচাই-বাছাই শুরু হয়েছে। সরকারের নিজস্ব অর্থায়নের চলমান প্রকল্পের সঙ্গে বৈদেশিক অর্থায়ন-নির্ভর চলমান অনেক প্রকল্পও এ তালিকায় রয়েছে। ফলে বিএনপি সরকার গঠনের পরও বৈদেশিক অর্থায়নের অনেক প্রকল্পে এখনও গতি ফেরেনি।

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)-এর তথ্য অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরের প্রথম ১০ মাসে (জুলাই-এপ্রিল) বৈদেশিক ঋণের ব্যবহার হয়েছে মাত্র ৩২ হাজার ৫৮০ কোটি টাকা। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এর পরিমাণ ছিল ৩৫ হাজার ৫৫৯ কোটি টাকা এবং তার আগের বছরে ছিল ৪৮ হাজার ৪৬৮ কোটি টাকা।

ব্যাংকঋণের লক্ষ্যমাত্রা হতে পারে ১.২০ লাখ কোটি টাকা

আগামী অর্থবছরের বাজেট ঘাটতির ৫৪ শতাংশ অভ্যন্তরীণ ব্যাংক ও সঞ্চয়পত্র থেকে ঋণ নেওয়ার পরিকল্পনা করছে সরকার। অভ্যন্তরীণ উৎসের মধ্যে ব্যাংক থেকে ১.২০ লাখ কোটি টাকা ও সঞ্চয়পত্র থেকে ১৫ হাজার কোটি টাকা ঋণ নিতে পারে সরকার।

অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে নেওয়া ঋণের কারণে খেলাপি হওয়ার ঝুঁকি না থাকলেও, এসব ঋণের সুদের হার বেশি। এতে সরকারের সুদ ব্যয় বাড়ার পাশাপাশি বেসরকারিখাত পর্যাপ্ত ঋণ পাওয়া থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। এতে ঋণের সুদ হার বেড়ে যায় এবং বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।

অর্থনীতিবিদ ফাহমিদা খাতুন বলেন, বাজেট ঘাটতি মেটাতে ব্যাংকিং ব্যবস্থা এবং সঞ্চয়পত্রের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা বেসরকারি খাতের ঋণ প্রবাহকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে।

তিনি বলেন, "এটি এমন এক সময়ে বেসরকারি বিনিয়োগকে সীমিত করতে পারে, যখন অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য বেসরকারি খাতের আরও জোরালো অংশগ্রহণ প্রয়োজন। যদিও বর্তমানে ঋণের চাহিদা কিছুটা কম, তবে ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানগুলো অনুকূল পরিস্থিতির জন্য অপেক্ষা করছে, যা পরবর্তীতে ঋণের চাহিদা বাড়িয়ে দিতে পারে।চ

চলতি অর্থবছরের বাজেটে ব্যাংকখাত থেকে ১.০৪ লাখ কোটি টাকা ঋণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছিল সরকার। বাজেট বাস্তবায়ন কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় না হলেওড় রাজস্ব আহরণে বড় ধরণের ঘাটতি থাকায়ড়সংশোধিত বাজেটে ব্যাংকখাত থেকে ঋণের লক্ষ্যমাত্রা আরও ১৪ হাজার কোটি টাকা বাড়ানো হয়েছে।

তবে আগামী অর্থবছর উচ্চ সুদের সঞ্চয়পত্র থেকে ঋণ নেওয়া কমাবে সরকার। চলতি অর্থবছরের বাজেটে এখাত থেকে ২১ হাজার কোটি টাকা ঋণ নেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও, সংশোধিত বাজেটে তা কমিয়ে ১৯ হাজার কোটি টাকা করা হয়েছে।

নিউইয়র্ক ষ্টেট থেকে প্রাপ্ত ৪৫ হাজার ডলার অনুদান পেল

৫৪ পৃষ্ঠার পর

সদস্য জেনিফার রাজকুমারের উদ্যোগ ও সহযোগিতায় প্রথমবারের মতো সোসাইটি এই অনুদান লাভ করে। প্রাপ্ত অনুদানের চেক জেনিফার নিজেই বাংলাদেশ সোসাইটির কর্মকর্তাদের কাছে হস্তান্তর করেছেন।

নিউইয়র্ক ষ্টেট থেকে প্রাপ্ত ৪৫ হাজার ডলার অনুদানের চেক বাংলাদেশ সোসাইটিতে হস্তান্তর উপলক্ষ্যে রোববার (৭ জুন) সন্ধ্যায় কুইন্সের এলমহার্স্টস্থ সোসাইটির নিজস্ব কার্যালয়ে আয়োজিত এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী। এদিকে অ্যাসেম্বলীওম্যান জেনিফার রাজকুমার প্রথমবারের মতো সোসাইটি অফিসে আগমন করলে তাকে কর্মকর্তারা ফুলের তোড়া দিয়ে শুভেচ্ছা জানান।

অনুষ্ঠানে অ্যাসেম্বলীওম্যান জেনিফার রাজকুমার তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বলেন, নিউইয়র্ক তথা আমেরিকার মূলধারার রাজনীতিতে বাংলাদেশী কমিউনিটি এগিয়ে যাচ্ছে। এই কমিউনিটির অব্যাহত সমর্তন ও সহযোগিতায় আমি অভিভূত এবং কৃতজ্ঞ। তিনি বলেন, এই প্রথমবারের মতো ষ্টেট থেকে বাংলাদেশ সোসাইটি অনুদান পেলো। আশা করছি আগামীতেও এই ধারা অব্যাহত থাকবে এবং এজন্য অ্যাসেম্বলী সদস্য হিসেবে তিনি সক্রিয় থ াকবেন। এসময় তিনি তার বক্তব্যে অতীতের মতো আগামী নির্বাচনেও বাংলাদেশ সোসাইটি ও কমিউনিটির সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন।

সভায় সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম বলেন, অ্যাসেম্বলীওম্যান জেনিফার রাজকুমার বাংলাদেশী কমিউনিটির বন্ধু। নিউইয়র্ক ষ্টেট থেকে অনুদান পাওয়া তারই প্রমান করে। আগামী দিনেও সোসাইটির জন্য অনদান প্রাপ্তীতে অ্যাসেম্বলীওম্যান জেনিফার রাজকুমার কাজ করবেন বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী বলেন, বাংলাদেশ সোসাইটির কার্যকরী পরিষদের সকল কর্মকর্তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা আর অ্যাসেম্বলীওম্যান জেনিফার রাজকুমারের সার্বিক উদ্যোগ ও সহযোগিতায় সোসাইটি প্রথমবারের মতো ৪৫ হাজার ডলারের অনুদান লাভ করেছে। এজন্য আমরা সোসাইটি ও কমিউনিটির পক্ষ থেকে তাকে অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

সভায় সোসাইটির অন্যান্য কর্মকর্তারা ষ্টেট থেকে অনুদান পাওয়া অ্যাসেম্বলীওম্যান জেনিফার রাজকুমার-কে অভিনন্দন জানিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং আগামী নির্বাচনে তাকে সমর্থন ও সার্বিক সহযোগিতার প্রতিশ্রুত দেন।

অনুষ্ঠানে সোসাইটির ট্রাষ্টি বোর্ডের সদস্য যথাক্রমে আজহারুল হক মিলন, আব্দুর রহীম হাওলাদার ও আতরাউল আলম সহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের মধ্যে কার্যকরী কমিটির সিনিয়র সহ সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান, সহ সভাপতি কামরুজ্জামান কামরুল, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক জামিল আনসারী, স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক মোহাম্মদ হাসান (জিলানী), কার্যকরি সদস্য জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মুনসুর আহমদ ও হাছান খান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

পরবর্তীতে মহামারী কভিডের সময় সোসাইটির কর্মকান্ডের জন্য এ-এইচ ১৬ ড্রিম ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রদত্ত অ্যাওয়ার্ড তৎকালীন সিনিয়র সহ সভাপতি ও ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য আব্দুর রহীম হাওলাদার সোসাইটির কর্মকর্তাদের কাছে হস্তান্তর করেন। এতদিন অ্যাওয়ার্ডটি তার কাছে সংরক্ষিত ছিলো। - খবর ইউএনএ'র।

সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তারের

৫৪ পৃষ্ঠার পর

গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রেপ্তারের কয়েক ঘণ্টা পরই ম্যানহাটান ক্রিমিনাল কোর্টে কর্মকর্তা ম্যাথিউ ল্যাম্বার্ট দাপ্তরিক অসদাচরণের তিনটি অভিযোগে দোষ স্বীকার করেন। এছাড়া তিনি অবৈধভাবে উপহার বা সুবিধা গ্রহণের অভিযোগেও দোষ স্বীকার করেছেন।

সরকারি কৌঁসুলিদের তথ্য অনুযায়ী, গত ১৪ মে পুলিশ অফিসার ল্যাম্বার্ট (৩৩) এনওয়াইপিডি-র দেওয়া ফোন থেকে হামলার শিকার এক নারীকে বার্তা পাঠিয়েছিলেন। সেখানে তিনি ওই নারীকে 'অসাধারণ সুন্দরী' হিসেবে অভিহিত করে লিখেছিলেন, "আপনার সাথে দেখা হওয়ার পর আমি অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম।"

ল্যাম্বার্ট আরও লেখেন, "আমি আপনার বা আপনার সম্পর্কের প্রতি কোনো অসম্মান দেখাতে চাইছি না। আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথেই কথাটি বলছি যদি আদৌ তা সম্ভব হয়।"

একটি সমঝোতা চুক্তির (plea deal) অংশ হিসেবে ল্যাম্বার্টকে দুই বছরের প্রবেশন (probation), ১০০ ঘণ্টা সমাজসেবা এবং বাধ্যতামূলক কাউন্সেলিংয়ের সাজা দেওয়া হয়। মুক্তি পাওয়ার আগে তাকে ম্যানহাটান ক্রিমিনাল কোর্টে হাজির করা হয়; তখন তার হাত পিঠের পেছনে হাতকড়া লাগানো ছিল এবং মাথায় একটি ধূসর হুডি (hoodie) ছিল।

সূত্র জানিয়েছে, ল্যাম্বার্ট ২০১৪ সালে এনওয়াইপিডি (NYPD)-তে যোগ দিয়েছিলেন এবং ডিসেম্বরে পদত্যাগ করেন। সাজা শেষ হওয়ার পর নিউ ইয়র্ক অঙ্গরাজ্যে পুলিশ কর্মকর্তা হিসেবে চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে তিনি অযোগ্য বিবেচিত হবেন।

ম্যানহাটান ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি ট্যাভিস ডিঅ্যাটলি বিচারক ওনিয়া ব্রিনসনকে বলেন, "তিনি পুলিশ কর্মকর্তা বা ওপিস অফিসার (peace officer) হিসেবে পুনরায় সনদ বা চাকরি পাওয়ার চেষ্টা না করার বিষয়ে সম্মত হয়েছেন।চ

আদালত থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় তিনি কিংবা তার আইনজীবী জেক লাসালা—কেউই কোনো মন্তব্য করেননি।

২০২৪ সালের ২০ মে রাত সাড়ে ৮টার দিকে, ল্যাম্বার্ট এক নারীকে ছোটখাটো চুরির অভিযোগে গ্রেপ্তার করেন। থানায় নিয়ে গিয়ে আনুষ্ঠানিক নথিপত্র তৈরির সময় তিনি ওই নারীকে বলেন যে, তিনি "সম্ভবত" তাকে একটি 'ডেস্ক অ্যাপিয়ারেন্স টিকিট' (DAT) পাইয়ে দিতে পারবেন, যাতে তাকে কারাগারের সেলে রাত কাটাতে না হয়।

শেষ পর্যন্ত তিনি তাকে সেই টিকিটটি দেন এবং থানা থেকে বের করে নিয়ে যাওয়ার সময় বলেন, "আমি তো বলেইছিলাম যে তোমাকে এখান থেকে বের করে আনব।"

সে রাতেই তিনি ওই নারীকে টেক্সট মেসেজ পাঠিয়ে বলেন, "তুমি চাইলে আমি তোমার সাথে দেখা করে যেতে পারি। সিদ্ধান্ত তোমার। তুমি চাইলে আমাকে জানিও।"

আদালতের নথিপত্র অনুযায়ী, তাদের মধ্যে কথাবার্তা চলতে থাকেড়্যার এক পর্যায়ে তিনি ওই নারীর বাড়িতে গিয়ে "সংক্ষেপে দেখা করার" প্রসঙ্গ তোলেন এবং নিজের এনওয়াইপিডি (NYPD)-প্রদত্ত ফোন থেকে তাকে "যৌন উত্তেজক ছবি" পাঠাতে শুরু করেন।

অভিযোগ অনুযায়ী, তিনি লিখেছিলেন, "আমি কি এখনই তোমার ওখানে আসব? আমি কাজ থেকে একটু তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসতে পারি।" তিনি আরও লেখেন, "আমার গাড়িতে বসে সময় কাটাতে তোমার কি কোনো আপত্তি আছে?"

সরকারি কৌঁসুলিদের তথ্যমতে, রাত ১২টা ১০ মিনিটের দিকে তিনি কর্মস্থল থেকে বেরিয়ে ওই নারীর সঙ্গে দেখা করেন। ওই নারী তাকে 'ডিএটি' (DAT)—অর্থাৎ গ্রেপ্তারের পরিবর্তে আদালতে হাজির হওয়ার সমন—ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানান এবং এরপর ওই ব্যক্তির ব্যক্তিগত গাড়িতেই তার সঙ্গে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হন।

ঘটনার পর তিনি লেখেন, "তুমি দারুণ একজন মানুষ। সময়টা ভালো কাটল, ধন্যবাদ।"

প্রায় একই সময়ে তদন্তকারীরা জানতে পারেন যে, তিনি এমন দুজন নারীর কাছে অপেশাদার বার্তা পাঠাচ্ছিলেন যাদের মামলার তদন্তের দায়িত্বে তিনি ছিলেন; এর মধ্যে একজনকে তিনি বারবার পানীয় পানের (বা ডেটে যাওয়ার) প্রস্তাব দিচ্ছিলেন।

ম্যানহাটনের ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি অ্যালভিন ব্র্যাগ বুধবার (১০ জুন) এক বিবৃতিতে বলেন, "আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর একজন সদস্য হিসেবে অভিযুক্তের এই উদ্বেগজনক আচরণ কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। মামলার তদন্ত চলাকালে ভুক্তভোগীদের কাছে অত্যন্ত আপত্তিকর বার্তা পাঠানোর পাশাপাশি, তিনি তার ক্ষমতার অপব্যবহার করে এমন এক নারীর সঙ্গে যৌন সম্পর্কে জড়িয়েছিলেন যাকে তিনি মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগেই গ্রেপ্তার করেছিলেন।"

ব্র্যাগ আরও বলেন, "ভুক্তভোগী, সাক্ষী কিংবা অপরাধের দায়ে অভিযুক্তড়্যাই হোক না কেন, কারও সঙ্গেই এমন আচরণ করা উচিত নয়। এ ধরনের আচরণ ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার ওপর মানুষের আস্থাকে মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ন করে এবং অপরাধের বিষয়ে অভিযোগ জানাতে মানুষকে নিরুৎসাহিত করে, যা জননিরাপত্তার জন্য ক্ষতিকর।"

কর্মকর্তারা জানান, ২০২২ সালে ল্যাম্বার্টকে গ্রামার্সি পার্কের ১৩তম প্রিসিনক্টের ডিটেকটিভ স্কোয়াডে (গোয়েন্দা দলে) নিয়োগ দেওয়া হয়, যেখানে তিনি বিভিন্ন মামলার তদন্ত শুরু করেন।

২০২৪ সালের ১৫ মার্চ, এক নারীর দায়ের করা একটিওহারিয়ে যাওয়া প্যাকেজ-এর ঘটনার তদন্তের দায়িত্ব তাকে দেওয়া হয়। প্রসিকিউটরদের মতে, এনওয়াইপিডি (NYPD)-র দেওয়া ফোনে ওই নারীর সাথে কথা বলার পর, তিনি তোষামোদপূর্ণ টেক্সট মেসেজ পাঠিয়ে তাকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেন।

তিনি ওই নারীকে টেক্সট করেন, "অপ্রাসঙ্গিক মনে করবেন না, তবে মানুষ কি আপনাকে বলে যে আপনাকে আপনার বয়সের চেয়ে অনেক কম বয়সী দেখায়?চ

আরেকটি টেক্সটে তিনি লেখেন, "সবকিছু মিটে গেলে কি আমরা সেলিব্রেশন ড্রিংকস (উদযাপনমূলক পানীয় পান) করতে পারি?

আপনি যদি না-ও বলেন, তবুও আমি আপনার মামলার জন্য কঠোর পরিশ্রম করব। কথা দিচ্ছি।চ

প্যাকেজটি হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে তিনি ২০২৪ সালের ২ এপ্রিল এক সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করেন; তবে ওই বছরের ১৮ মার্চ থেকে ১৫ মে পর্যন্ত তিনি ভুক্তভোগী নারীর সাথে টেক্সট আদান-প্রদান চালিয়ে যান। প্রসিকিউটররা জানান, ওই নারী যখন অন্য একজনের সাথে সম্পর্কের কথা জানিয়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করেন, তখন ল্যাম্বার্ট আরও বেশি করে তাকে বার্তা পাঠাতে থাকেন।

তিনি লেখেন, "এলএমএও (ষসধড় - হাসি)। সত্যি বলতে, আমি আপনার প্রতি আগ্রহ থেকেই কথাটা বলেছিলাম। তবে আমারও একজন সঙ্গী আছে। তাই আমার এই প্রস্তাব যদি বিরক্তিকর মনে হয়, তবে দুঃখিত। আপনি সত্যিই খুব আকর্ষণীয় এবং আপনাকে দারুণ ব্যক্তিত্বের মানুষ মনে হয়। আমি আপনার জীবন জটিল করতে বা কোনো ঝামেলা পাকাতে চাইনি। তবে আপনি চাইলে আমি অবশ্যই আপনার সাথে সময় কাটাতে বা আড্ডা দিতে পছন্দ করব। আর আগেই বলেছি, এর সাথে মামলার কোনো সম্পর্ক নেই। আমি সবসময় পেশাদার আচরণই বজায় রাখব।চ

তিনি আরও লেখেন, "আমার কাছে আপনার কোনো দায়বদ্ধতা নেই। আমি কেবল আমার দায়িত্ব পালন করছি (এলওএল/খঙখ)।চ

২৩ এপ্রিল তিনি আরেকটি টেক্সট পাঠান। সেখানে তিনি বলেন যে, তিনি "শেষবারের মতো একবার চেষ্টা করে দেখতে চান যে আপনি কখনও সময় কাটাতে বা আড্ডা দিতে চান কি না।চ

তিনি লেখেন, "যদি না চান, তবে আমি তা বুঝব। পরিস্থিতিটা আসলে একটু অস্বস্তিকর (এলওএল/খঙখ)।চ

প্রসিকিউটরদের মতে, ১৫ মে তিনি আবারও ওই নারীকে টেক্সট করে ড্রিংকস বা পানীয় পানের জন্য বাইরে যাওয়ার প্রস্তাব দেন।

তিনি লেখেন, "কথা দিচ্ছি, এটাই শেষবার আমি জিজ্ঞেস করছি (এলওএল/LOL)। হঠাৎ আপনার কথা মনে পড়ল, তাই জানতে চাইলাম।চ

শেষ পর্যন্ত ওই নারী ল্যাম্বার্টের নম্বরটি ব্লক করে দেন বলে প্রসিকিউটররা জানান।

একই সময়ে, ২০২৪ সালের ২৬ মার্চ, তিনি শারীরিক হামলার শিকার এক ব্যক্তির সাথে টেলিফোনে সাক্ষাৎকার নেন। ওই ঘটনায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ২০২৪ সালের ১২ জুন গ্রেপ্তার করা হয়।

তদন্ত চলাকালীন ল্যাম্বার্ট ভুক্তভোগীকে টেক্সট বা বার্তা পাঠান। সরকারি কৌঁসুলিদের মতে, একটি বার্তায় তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, "আপনার দাঁতগুলো এত সাদা কীভাবে?চ ভুক্তভোগীকে "অসাধারণ সুন্দরীচ বলে বার্তা পাঠানোর আগের দিন তিনি লিখেছিলেন, "আপনার জন্য আমার আরও একটি প্রশংসা আছে—অবশ্য যদি অনুমতি থাকে।চ

তুচ্ছ চুরির ঘটনায় অভিযুক্ত এক নারীর সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের একদিন পর, এনওয়াইপিডি (NYPD)-র অভ্যন্তরীণ বিষয়ক বিভাগ (IAB) তার অসদাচরণের বিষয়টি জানতে পারে এবং তার বন্দুক ও ব্যাজ (শিল্ড) কেড়ে নেয়।

তার অনলাইন সার্ভিস রেকর্ড অনুযায়ী, তাব্ধেপেট্রোল সার্ভিস এরিয়া ২-এরওভাইপার রুম্ব-এ বদলি করা হয়ড়্যেখানে সাধারণত অসদাচরণের দায়ে অভিযুক্ত পুলিশ সদস্যদের পাঠানো হয়। সেখানে তার কাজ ছিল উত্তর ব্রুকলিনের এনওয়াইসিএইচএ (NYCHA)-র নজরদারি ক্যামেরার ফুটেজ পর্যবেক্ষণ করা।

আদালতের নথিতে কৌঁসুলিরা জানিয়েছেন যে, "উপরে বর্ণিত অসদাচরণের অভিযোগের প্রেক্ষিতেচ তিনি শেষ পর্যন্ত ২০২৫ সালের ৪ ডিসেম্বর বিভাগ থেকে পদত্যাগ করেন।

এনওয়াইপিডি-র একজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন যে, আইএবি (ওঅই) মামলাটি আইনি পদক্ষেপের জন্য ম্যানহাটনের ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির কার্যালয়ে হস্তান্তর করেছিল।

এনওয়াইপিডি-তে ১১ বছরের কর্মজীবনে ল্যাম্বার্ট গুরুতর অপরাধে (ফেলোনি) ৯৬ জনকে এবং অপেক্ষাকৃত কম গুরুতর অপরাধে (মিসডিমিনর) ১০১ জনকে গ্রেপ্তার করেছিলেন।

ওসিভিলিয়ান কমপ্লেন রিভিউ বোর্ড-এ তার বিরুদ্ধে ১৮টি অভিযোগসহ মোট ছয়টি নালিশ দায়ের করা হয়েছিলড়্যার মধ্যে বলপ্রয়োগ, ক্ষমতার অপব্যবহার এবং দুর্ব্যবহারের মতো বিষয় ছিল; তবে এর মধ্যে মাত্র তিনটি অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হয়েছিল।

ও৫০-ধ.ড়ৎম্ব ওয়েবসাইটের তথ্য অনুযায়ী, সাতটি মামলায় তার নাম জড়িয়েছিল, যার ফলে মোট ১,৫০,০০০ ডলার ক্ষতিপূরণ বা সমঝোতা অর্থ প্রদান করতে হয়েছিল।

নিউইয়র্কে কেলার উইলিয়মস ল্যান্ডমার্ক ২ (KW Landmark-ll) এর বর্ণাঢ্য ঈদ পুনর্মিলনী

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্কে বর্ণিল আয়োজনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে কেলার উইলিয়ামস ল্যান্ডমার্ক ২ এর ঈদ পুনর্মিলনী উৎসব। জ্যাকসন হাইটসের ৭৫-৩৫ ৩১ এভিনিউ ,স্যুইট # ২০২ এর কে ডাব্লিউ ল্যান্ডমার্ক ২ অফিস মিলনায়তনে গত ২ জুন মঙ্গলবার এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

জমকালো সাংস্কৃতিক পরিবেশনাসহ নানা আয়োজনে অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। বাংলাদেশ কমিউনিটির বিশিষ্টজন, কে ডাব্লিউ ল্যান্ডমার্ক ২ রিয়েলটর, কর্মকর্তা, প্রতিনিধি ও তাদের পরিবারের সদস্যরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এএলসি মেম্বার মোহম্মদ কে আহমেদ (জসিম) এর পরিচালনায় অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন কে ডাব্লিউ ল্যান্ডমার্ক ২ এর কর্ণধার রন ফেররারা, টিম লিডার মারিয়া গালিস্টিও ও ম্যানেজার সুজি সরিক। এসময় কে ডাব্লিউ ল্যান্ডমার্ক ২ কর্মকর্তা, রিয়েলটর, প্রতিনিধিদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়।

রিয়েলটর মাসুদ সিরাজী, মোহাম্মদ কে রহমান ও নূরুজ্জামান সরদারসহ কে ডাব্লিউ ল্যান্ডমার্ক ২ এর অন্যান্য কর্মকর্তারাও অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।

কে ডাব্লিউ ল্যান্ডমার্ক ২ ওনার রন ফেররারা অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আবাসন শিল্পে তাদের কোম্পানীর অনবদ্য ভূমিকার কথা তুলে ধরেন। তিনি বাংলাদেশি-আমেরিকান রিয়েলটরদের কাজের প্রশংসা করে বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক মার্কেটে সফলভাবে ব্যবসা চালিয়ে যাওয়ার জন্যে তার কোম্পানীর পক্ষ থেকে সম্ভাব্য সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন। তিনি আবাসন ব্যবসায়ীদের সততার সঙ্গে পেশাগত দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান। - জলি আহমেদ প্রেরিত

যুক্তরাষ্ট্রকে টপকে শীর্ষস্থানের পথে চীন

৫৪ পৃষ্ঠার পর

গবেষণায় এই তথ্য উঠে এসেছে। সংস্থাটির মতে, চীন বিশ্বের বৃহত্তম আউটবাউন্ড ট্রাভেল (দেশ থেকে বিদেশে ভ্রমণ) মার্কেট হতে যাচ্ছে। ২০২৬ সালের ইকোনমিক ইমপ্যাক্ট রিসার্চের (ইআইআর) তথ্য অনুযায়ী, দীর্ঘমেয়াদি অবকাঠামোগত বিনিয়োগ কীভাবে পর্যটন খাতে বিশাল প্রবৃদ্ধি আনতে পারে, চীন তা বিশ্বকে দেখিয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, ৫০টিরও বেশি দেশের নাগরিকদের জন্য ভিসামুক্ত থাকার মেয়াদ ৩০ দিন পর্যন্ত বাড়ানো, বিমান ও রেল যোগাযোগে বিনিয়োগ এবং প্রবেশপথে বায়োমেট্রিক সিস্টেম চালুর মতো পদক্ষেপের কারণেই আরও বেশি আন্তর্জাতিক পর্যটক এখন চীনে ভ্রমণ করছেন। ২০২৫ সালে ৬৮ মিলিয়নেরও বেশি বিদেশি পর্যটক চীন সফর করেছেন, যা আগের বছরের তুলনায় ১৫.৫ শতাংশ বেশি। এ সময় বিদেশি পর্যটকদের ব্যয়ও ১০.৫ শতাংশ বেড়ে ১৩৫ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে, যা করোনা মহামারির আগের অবস্থাকেও ছাড়িয়ে গেছে।

ডব্লিউটিটিসি জানিয়েছে, অগ্রগতিশীল নীতি সংস্কার এবং প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের কারণেই এই ঘুরে দাঁড়ানো সম্ভব হয়েছে। পর্যটন খাতকে চীন সরকার তাদের জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির একটি প্রধান ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করছে। সংস্থাটির পূর্বাভাস অনুযায়ী, ২০২৬ সালে পূর্ব এশিয়ার এই দেশটির পর্যটন ব্যয় ২২.৫ শতাংশ বেড়ে প্রায় ২৮০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছাবে। ব্যবসায়িক ভ্রমণের ক্ষেত্রেও চীন বিশ্বব্যাপী দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। এ খাতে তাদের ব্যয়ের পরিমাণ ১৯২ বিলিয়ন ডলার। ২০২৬ সালে পর্যটন সংক্রান্ত প্রবণতার পূর্বাভাস দিতে অক্সফোর্ড ইকোনমিকসের সঙ্গে যৌথভাবে এই গবেষণা প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়েছে।

ডব্লিউটিটিসি জানিয়েছে, নতুন নতুন পর্যটন জোন, সাংস্কৃতিক আকর্ষণ এবং থিম পার্কগুলোচীনের পর্যটন খাতকে বৈচিত্র্যময় করে তুলছে এবং বিশ্বমঞ্চে তাদের প্রতিযোগিতার সক্ষমতা আরও শক্তিশালী করছেএ

প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০৩৬ সাল নাগাদ বিশ্বব্যাপী পর্যটন খাতে তৈরি হওয়া প্রতি পাঁচটি নতুন চাকরির একটি হবে চীনে। আগামী এক দশকে এই খাতে ৬.৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে, যার ফলে এই খাতের আকার প্রায় দ্বিগুণ হয়ে ৩.৫ ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছাবে বলে আশা করা হচ্ছে। ডব্লিউটিটিসির প্রেসিডেন্ট ও সিইও গ্লোরিয়া গ্যেভারা বলেনএনির্দিষ্ট কিছু নীতি সংস্কার কীভাবে বিদেশি পর্যটকদের চাহিদা বাড়াতে পারে এবং টেকসই প্রবৃদ্ধি আনতে পারে, চীনের ঘুরে দাঁড়ানোই তার বড় প্রমাণ। এই গতি ধরে রাখতে হলে ভিসা প্রক্রিয়া আরও সহজ করা জরুরিএ তিনি আরও বলেনএচীন যদি এই পথেই এগোতে থাকে, তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তারা পর্যটন অর্থনীতিতে বিশ্বের শীর্ষ দেশে পরিণত হবেএ

নিউইয়র্কে 'বাংলাদেশ সিমেট্রি'র উদ্বোধন ২০ জুন শনিবার

সংবাদ সম্মেলনে মুখপাত্র জাহিদ মিন্টু

পরিচয় ডেস্ক : বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটি ইউএসএ'র উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত নিউইয়র্কে বাংলাদেশীদের সর্ববৃহৎ কবরস্থান (সিমেট্রি) "স্কচটাউন বাংলাদেশ সিমেট্রি'র আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে আগামী ২০ জুন শনিবার। সকল বাধা-বিপত্তি আর মিথ্যা প্রচারনা কাটিয়ে অবশেষে সিমেট্রি উদ্বোধনের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। এ উপলক্ষে কবরস্থানে প্রাঙ্গনে (২৪০ কনরস রোড, স্কচটাউন, নিউইয়র্ক ১০৯৪১) ঠিকানায় এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১১ জুন) জ্যাকসন হাইটসের একটি রেষ্টুরেন্টে আয়োজিত জনাকীর্ণ এক সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ সেমেট্রি'র মুখ্যপাত্র ও বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির নবনির্বাচিত সভাপতি জাহিদ মিন্টু এসব তথ্য জানান। খবর ইউএনএ'র।

বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটি ইউএসএ'র প্রথম নির্বাচিত সহ সভাপতি ও ট্রাষ্টি বোর্ডের সদস্য রফিকুল ইসলাম ভূইয়া'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলন স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের অন্যতম সিনিয়র সহ সভাপতি তাজু মিয়া। এরপর নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক এএসএম মাইন উদ্দীন পিন্টু'র সঞ্চালনায় সংবাদ সম্মেলনের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন সংগঠনের ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক মাওলানা মঞ্জুরুল করীম। সংবাদ সম্মেলনে সোসাইটি ট্রাষ্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান হাজী মফিজুর রহমান, সাবেক সভাপতি আব্দুর রব মিয়া, ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য খোকন মোশারফ, আবুল কালাম, উপদেষ্টা হাজী মমিনুল হক, মোস্তাক মোশাররফ, শাহ আবু নাসের সুমন, আব্দুল মালেক খান ও মাইন উদ্দীন মাহবুব, লক্ষীপুর জেলা সমিতি ইউএসএ'র সভাপতি মোহাম্মদ আলী সহ নোয়াখালী সোসাইটি'র অন্যান্য কর্মকর্তাগণ যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়।

সংবাদ সম্মেলনে জাহিদ মিন্টু তার লিখিত বক্তব্যে বলেন, প্রবাসের অন্যতম আঞ্চলিক সংগঠন গ্রেটার নোয়াখালী সোসাইটির উদ্যোগে বাংলাদেশ সেমিট্রি করার লক্ষ্যে নিউইয়র্কের আপ স্টেটে প্রায় এক শত ২৬ একর জমি ক্রয় করা হয়। বৃহত্তর নোয়াখালিবাসীর আন্তরিক ও ঐকান্তিত সহযোগিতায় ২০২৪ সালের ১৬ ডিসেম্বর আমরা পুরো নগদ অর্থে বাংলাদেশ সেমিট্রির জন্য জায়গা ক্রয় করি। বাংলাদেশ সেমিট্রিতে প্রায় ১ লাখের অধিক কবর তৈরি করা হবে পর্যায়ক্রমে। প্রবাসে বাঙালীদের সর্ববৃহৎ সেমিট্রির কাজ আমরা গত ৩১ জুলাই ২০২৫ সালে শুরু করি। আপনারা জানেন এই বিশাল কর্মযজ্ঞ সম্পন্ন করতে গিয়ে আমাদের নানা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়েছিলো। সেই সাথে ছিলো ক্ষুদ্র একটি অংশের অপ-প্রচার। আল্লাহর অশেষ রহমতে এবং আপনাদের সকলের দোয়ায় আমরা সকল বাধা অতিক্রম করেছি।

তিনি আরো বলেন, আগামী ১ জুলাই ২০২৬ সাল থেকে আমরা করব দেয়া শুরু করতে যাচ্ছি। সে জন্যই আজকের সংবাদ সম্মেলন। আপনাদের সাথে নিয়েই এই প্রজেক্ট শুরু করেছিলাম, তাই খুশির খবরটি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। ১ জুলাই কবর দেয়ার কাজ শুরু করার আগে যারা বা যেসব প্রতিষ্ঠান আমাদের কাছ থেকে কবর ক্রয় করেছেন তাদের নিয়ে আরেকটি অনুষ্ঠান স্কটটাউন বাংলাদেশ সেমিট্রিতে আগামী শনিবার ২০ জুন ২০২৬-এ অনুষ্ঠিত হবে। অনুষ্ঠানটি দুপুর ১২টায় শুরু হবে। যারা বা যে সব প্রতিষ্ঠান আমাদের কাছ থেকে কবর ক্রয় করেছেন, বুকিং মানি দেয়ার পর আর কোন অর্থ দেননি, যোগাযোগ রাখছেন না, তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই- আপনাদের বাকি অর্থ অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে। তা না হলে চুক্তি অনুযায়ী আপনাদের কবরের জায়গা বুঝিয়ে দেয়া সম্ভব হবে না। অর্থ পরিশোধ না করার কারণে আমরা মার্কিং এর কাজও শুরু করতে পারছি না। আশা করি এ ব্যাপারে তারা এগিয়ে আসবেন।

লিখিত বক্তব্যে জাহিদ আরো বলেন, আমরা কবর দেয়ার কাজ শুরু করলেও আপাতত ফিউনারেলের কাজ আমরা করছি না। তবে কেউ সহযোগিতা চাইলে আমরা সবধরনের সহযোগিতা করবো। আমরা ফিউনারেল হোমের ব্যাপারে কাজ শুরু করেছি। আশা করি আগামীতে সেই ঘোষণাও আসবে। আপনারা জানেন, প্রথম কিস্তিতে আমরা ২০ হাজার কবর বিক্রির প্রকল্প গ্রহণ করেছিলাম। আজকে (১১ জুন ২০২৬) পর্যন্ত আমাদের প্রথম কিস্তির ২০ হাজার কবর বিক্রি সম্পন্ন হয়েছে। আপনাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, প্রতিটি কবর দেয়ার জন্য খরচ পড়বে ২৫০০ ডলার। শিশুদের জন্য ১২০০ ডলার (ইনফেন্ট)। যাদের কবর নেই তাদের ক্ষেত্রে খরচ পড়বে ২৫০০+১০০০= ৩৫০০ ডলার। হেড স্টোনের খরচ পড়বে ১২৫০ ডলার। সব হেড স্টোন একই ধরনের হবে। স্কটটাউন বাংলাদেশ সেমেট্রির ঐখানে জানাজা পড়ার ব্যবস্থা থাকবে অস্থায়ী ভবনে। থাকবে পানির ব্যবস্থা ও ওজু করার ব্যবস্থাও। স্থায়ী ভবনের কাজ অচিরেই শুরু হবে। কবর খোড়া, লাশ নামানোসহ সমস্ত কাজ মেশিনের মাধ্যমে করা হবে। ইতিমধ্যেই সকল যন্ত্রপাতি ও মেশিন ক্রয় করা হয়েছে। মানুষও নিয়োগ দেয়া হয়েছে। আপাতত সোমবার থেকে শনিবার পর্যন্ত সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত লাশ দাফন করা যাবে। রোববার লাশ দাফন করা যাবে আলোচনা সাপেক্ষে।

সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, আগামী জুলাই- আগস্ট থেকে দ্বিতীয় কিস্তির কবরের কাজ শুরু। দ্বিতীয় কিস্তিতে কবরের সংখ্যা হবে প্রায় ৪২ হাজার। বৃহত্তর নোয়াখালি সোসাইটির কর্মকর্তা, ট্রাস্টি এবং উপদেষ্টারদের সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে দ্বিতীয় কিস্তির কবরের মূল্য নির্ধারণ করা হবে।

জাহিদ মিন্টু ও খোকন মোশাররফ পরে উপস্থিত সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। খবর ও ছবি ইউএনও

নিউইয়র্কে মুসলিম উম্মাহ অফ নর্থ আমেরিকা (মুনা) -র ঈদ পুনর্মিলনী ও দায়িত্বশীল সমাবেশ

পরিচয় ডেস্ক: : মুসলিম উম্মাহ অফ নর্থ আমেরিকা (মুনা) নিউইয়র্ক নর্থ জোন দাওয়াতী পক্ষ উপলক্ষ্যে দায়িত্বশীল সমাবেশ ও ঈদ পুনর্মিলনী'র আয়োজন করে গত ৭ জুন রবিবার সিটির অভিজাত রেষ্টুরেন্ট সাগর চাইনিজে। নিউইয়র্ক নর্থ জোন সভাপতি মমিনুল ইসলাম মজুমদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন মুনার সাবেক ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট আবু আহমেদ নুরুজ্জামান, ডা: সাইদুর রহমান চৌধুরী, ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর আরমান চৌধুরী সিপিএ, ন্যাশনাল এসিস্ট্যান্ট এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর আহমদ আবু উবাইদা, প্রফেসর ড. মো: রুহুল আমিন, আব্দুল্লাহ আল আরিফ, নাহার এর চেয়ারম্যান ডা: আতাউল ওসমানী, ন্যাশনাল ফাইন্যান্স সহকারী শেখ জালাল উদ্দিন, সাবেক ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর আনোয়ারুল হক, প্রবীণ সাংবাদিক কাজী শামসুল হক। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন জোনের সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার মাসুদুর রহমান।

আলোচকবৃন্দ বলেন, দাওয়াত মুমিন জীবনের গুরুত্বপূর্ণ মিশন। পৃথিবীতে যত নবী-রাসূল আগমন করেছেন তাঁদের সকলেরই মিশন ছিল দাওয়াত। দাওয়াত দানের মাধ্যমেই তারা অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজে আলোর মশাল প্রজ্জ্বলিত করেছেন। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা ক্রমশ এক ভয়াবহ পরিণতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ন্যায়নীতি আজ বিলুপ্তপ্রায়। যুলুম-নির্যাতন, হত্যা, লুণ্ঠন, ঘুষ-দুর্নীতি আর পাপাচারের বিষবাষ্পে জাতি আজ দিশেহারা। এই ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে সমাজকে রক্ষা করতে দাওয়াতের ব্যাপক প্রসারের বিকল্প নেই। অতিথিবৃন্দ একজন দাঈদের বৈশিষ্ট্য এবং বর্তমান তথ্য প্রযুক্তির যুগে দাওয়াতী কাজের কৌশল নিয়ে আলোচনা করেন এবং উপস্থিত সকলের সাথে ঈদের কৌশল বিনিময় করেন। অনুষ্ঠানের সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন জোনের কার্যকরী কমিটির সদস্য দিদারুল আলম, প্রসেফর দেলোয়ার মজুমদার, এডভোকেট আবুল হাসেম, নূরুস সামাদ চৌধুরী, কায়কোবাদ কবির, সামসুল আলম প্রমুখ। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

“ভিজিটর” ভিসার অপব্যবহার ঠেকাতে বিভিন্ন দেশে

৫৪ পৃষ্ঠার পর

ব্যবস্থার অপব্যবহার হিসেবে দেখছে। স্টেট ডিপার্টমেন্টের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, পশ্চিম আফ্রিকায় অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের একটি দূতাবাস ১০০ জনের বেশি বিদেশি নাগরিকক জড়িত এমনি একটি সংঘবদ্ধ নেটওয়ার্ক শনাক্ত করেছে। অভিযোগ রয়েছে, ভুয়া নথিপত্র ও তথাকথিত “ভিসা ফিক্সারদের” সহায়তায় এসব ব্যক্তি যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নেওয়ার চেষ্টা করছিলেন, যাতে যুক্তরাষ্ট্রে সন্তান জন্ম দিয়ে তাদের শিশুর যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব নিশ্চিত করা যায়। তদন্তের পর সংশ্লিষ্টদের ভিসা বাতিল করা হয়েছে বলে জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট। একই সঙ্গে স্থানীয় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তায় অনুরূপ আরও নেটওয়ার্ক শনাক্তের কাজ চলছে।

ইউরোপেও ২০২৪ সাল থেকে ৪০০টির বেশি সন্দেহজনক “বার্থ ট্যুরিজম” ঘটনার তথ্য পাওয়ার কথা জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। তদন্তে অন্তত ছয়টি প্রতিষ্ঠানের সম্পৃক্ততার তথ্য উঠে এসেছে। অভিযোগ রয়েছে, এসব প্রতিষ্ঠান আবেদনকারীদের ভিসা সাক্ষাৎকারে কী বলতে হবে তা শেখানো, যুক্তরাষ্ট্রে থাকার ব্যবস্থা করা এবং সন্তান জন্মদানের পরিকল্পনা সাজিয়ে দেওয়ার মতো কার্যক্রম পরিচালনা করছিল।

স্টেট ডিপার্টমেন্ট জানিয়েছে, এসব প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি কয়েকজনকে স্থায়ীভাবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশে নিষিদ্ধও করা হয়েছে।

এদিকে উত্তর আফ্রিকায় অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের আরেকটি দূতাবাস “বার্থ ট্যুরিস্ট” হিসেবে সন্দেহভাজন ১০০টির বেশি ব্যক্তির যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা বাতিল করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের দাবি, তথ্য বিশ্লেষণ প্রযুক্তি এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তায় এসব নেটওয়ার্ক শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট এক বিবৃতিতে বলেছে, “যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা কোনো অধিকার নয়, এটি একটি বিশেষ সুযোগ।”

জলবায়ু অর্থায়ন ও এলডিসি উত্তরণে ইউএনডিপি’র অধিকতর সহায়তার আহ্বান বাংলাদেশের

পরিচয় ডেস্ক: জলবায়ু সহনশীলতা বৃদ্ধি, আন্তর্জাতিক জলবায়ু অর্থায়নে প্রবেশাধিকার সম্প্রসারণ এবং স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে উত্তরণের প্রক্রিয়া টেকসই ও মসৃণ করতে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি)-র অধিকতর সহায়তা কামনা করেছে বাংলাদেশ। গত ১০ জুন জাতিসংঘ সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত ইউএনডিপি, ইউএনএফপিএ ও ইউএনওপিএস-এর নির্বাহী বোর্ডের বার্ষিক অধিবেশনে বক্তব্য প্রদানকালে জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত সালাহউদ্দিন নোমান চৌধুরী এ আহ্বান জানান। তিনি বলেন, চলতি বছরের জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্থিতিশীল ও অংশগ্রহণমূলক গণতান্ত্রিক শাসনের নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করেছে। এ প্রক্রিয়ায় ভোটারদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে ইউএনডিপির ‘ব্যালট (BALLOT) প্রকল্প’-এর অবদান গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

রাষ্ট্রদূত নোমান চৌধুরী নবনির্বাচিত সরকারের অগ্রাধিকার-সুশাসন, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ইউএনডিপির সহযোগিতা আরও জোরদারের প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম ঝুঁকিপূর্ণ দেশ উল্লেখ করে তিনি গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড (জিসিএফ) ও গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট ফ্যাসিলিটি (জিইএফ)-সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক তহবিলে প্রবেশাধিকার বৃদ্ধিতে ইউএনডিপির কারিগরি সহায়তা সম্প্রসারণের আহ্বান জানান। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

নিউ ইয়র্ক প্রবাসী আবু সাইদ আহমদ কেন্দ্রীয় যুবদলের সহ-সভাপতি মনোনীত

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলের নবগঠিত কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সহ-সভাপতি মনোনীত হয়েছেন যুক্তরাষ্ট্র যুবদল এর সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও মৌলভীবাজারের কুলাউড়ার সন্তান নিউ ইয়র্ক প্রবাসী আবু সাইদ আহমদ। সম্প্রতি ঘোষিত ১৫১ সদস্যের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটিতে তাকে এ পদে দায়িত্ব দেওয়া হয়।

আবু সাইদ আহমদ এর আগে যুবদল কেন্দ্রীয় কমিটির আন্তর্জাতিক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া ২০০৬ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত টানা ১৭ বছর যুক্তরাষ্ট্র যুবদলের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন।

রাজনৈতিক জীবনের শুরুতে তিনি ঢাকা কলেজে ছাত্রদলের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন। নব্বইয়ের স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে তিনি ঢাকার তৎকালীন ৩৩ নম্বর ওয়ার্ড যুবদলের সভাপতি এবং মতিঝিল থানা যুবদলের সহ-সভাপতি হিসেবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। বর্তমানে আবু সাইদ আহমদ স্বপরিবারে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে বসবাস করছেন।

বিদেশে বাংলাদেশী ৯৪ শতাংশ নারী শ্রমিক যৌন

৯ পৃষ্ঠার পর

হচ্ছে। এর ফলে শ্রমিকদের অধিকার, সামাজিক সুরক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে হয়রানির ঘটনায় প্রতিকার দাবি করা সহজ হয়েছে।’ মসেফ হোম প্রসঙ্গে প্রতিমন্ত্রী জানান, ‘সৌদি আরবে বাংলাদেশের দু'টি সেফ হোম রয়েছে। এছাড়া ওমানসহ মধ্যপ্রাচ্যের আরো কয়েকটি দেশে পর্যায়ক্রমে সেফ হোম পরিচালনা করা হচ্ছে। নির্যাতনের শিকার হয়ে দেশে ফিরে আসা নারীকর্মীর সংখ্যাও আগের তুলনায় কিছুটা কমেছে।’

তিনি বলেন, ‘এখন আমরা নারীকর্মীদের বিদেশে পাঠানোর ক্ষেত্রে অনেক বেশি সতর্ক। কর্মপরিবেশ, সামাজিক সুরক্ষা ও আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) মানদণ্ড নিশ্চিত হওয়ার পরই তাদের পাঠানো হচ্ছে।’

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা তুলে ধরে নূরুল হক নূরু বলেন, ‘আমরা একটি অ্যাডভান্স পুল গঠনের কথা ভাবছি। এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দেশের নিয়োগকর্তারা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সরাসরি কর্মী নিতে পারবেন। এতে মধ্যস্বত্বভোগীর ভূমিকা কমবে এবং মন্ত্রণালয়ের সরাসরি তদারকি বাড়বে।’

এদিকে, সম্পূরক প্রশ্নে বিরোধী দলের সংসদ সদস্য হান্নান মাসউদ প্রবাসী শ্রমিকদের দুর্ভোগ নিয়ে তীব্র উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ‘দেশের অর্থনীতিতে সবচেয়ে বড় অবদান রাখা এই মানুষগুলো বিদেশে গিয়ে নানা ধরনের হয়রানি ও প্রতারণার শিকার হচ্ছেন।’ সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ সফরের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে তিনি আরো বলেন, ‘অনেক শ্রমিক সর্বস্ব হারিয়ে দেশে ফিরছেন।’ প্রবাসীদের অধিকার সুরক্ষায় সরকারের কার্যকর পদক্ষেপ সম্পর্কে জানতে চান তিনি।

তারুণ্যের উচ্ছ্বাসে মুখর টরন্টোর ৯ম বাংলাদেশ ফেস্টিভ্যাল

নজরুল ইসলাম মিন্টু: টরন্টোর বাঙালি কমিউনিটির ক্যালেন্ডারে বাংলাদেশ ফেস্টিভ্যাল এখন আর কেবল একটি বার্ষিক আয়োজন নয়, এটি হয়ে উঠেছে প্রতীক্ষার এক পরিচিত নাম। গত নয় বছর ধরে ধারাবাহিক আয়োজন, জনপ্রিয় শিল্পীদের অংশগ্রহণ, বৈচিত্র্যময় পরিবেশনা এবং বিপুল দর্শকসমাগমের কারণে এই উৎসব ঘিরে বছরজুড়েই থাকে আলাদা কৌতূহল। কে আসবেন, কে গান শোনাবেন, মঞ্চে কী নতুনত্ব থাকবে, এসব নিয়ে আগ্রহ থাকে দর্শক ও সংস্কৃতিপ্রেমীদের মধ্যে। এবারের আয়োজনেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। সেই প্রতীক্ষা ও আগ্রহের আবহেই গত ১৬ মে সন্ধ্যায় পর্দা ওঠে বহুল প্রতীক্ষিত ৯ম বাংলাদেশ ফেস্টিভ্যালের বর্ণাঢ্য আয়োজনের।

কানাডার বাংলাদেশি কমিউনিটির অন্যতম বৃহৎ ইনডোর সাংস্কৃতিক আয়োজন হিসেবে এবারের বাংলাদেশ ফেস্টিভ্যাল আবারও দেখিয়েছে, প্রবাসে বাংলা সংস্কৃতির আবেদন এখনও কতটা প্রবল। জনপ্রিয় সাপ্তাহিক বাংলামেইলের উদ্যোগে আয়োজিত এই ফেস্টিভ্যাল দীর্ঘ পথচলায় টরন্টোর বাঙালিদের কাছে একটি সিগনেচার কমিউনিটি ইভেন্টে পরিণত হয়েছে। প্রতিবারের মতো এবারও আয়োজনের মধ্যে ছিল নতুনত্ব, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার স্পষ্ট প্রকাশ।

এবারের ফেস্টিভ্যাল উৎসর্গ করা হয় বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু এবং তাঁদের পরিবারগুলোর প্রতি সম্মান ও ভালোবাসা জানিয়ে। একই সঙ্গে অটিজম ও মানসিক স্বাস্থ্যসেবায় নিবেদিত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের প্রতি জানানো হয় গভীর কৃতজ্ঞতা। উৎসবের আনন্দের ভেতর এমন মানবিক বার্তা আয়োজনটিকে আরও অর্থবহ করে তোলে। এতে বাংলাদেশ ফেস্টিভ্যাল শুধু বিনোদনের মঞ্চে সীমাবদ্ধ থাকেনি, সমাজের সংবেদনশীল বাস্তবতাকেও সাংস্কৃতিক আলোচনার অংশ করে তুলেছে।

ঠিক সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিটে টরন্টো প্যাভিলিয়নের দর্শকপূর্ণ মিলনায়তনে শুরু হয় ৯ম বাংলাদেশ ফেস্টিভ্যাল। অনুষ্ঠান শুরু হয় কানাডা ও বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের মধ্য দিয়ে। মঞ্চে তখন বাংলাদেশ ফেস্টিভ্যালের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আয়োজক, অতিথি ও অংশীজনেরা একসঙ্গে দাঁড়িয়ে দুই দেশের জাতীয় সংগীতে কণ্ঠ মিলান। প্রবাস জীবনের বাস্তবতায় এই দৃশ্য ছিল বিশেষ অর্থবহ। একদিকে জন্মভূমির স্মৃতি, অন্যদিকে বসবাসের দেশের প্রতি সম্মান, দুটি অনুভূতি যেন একই মঞ্চে এসে মিলিত হয়।

জাতীয় সংগীতের পর ল্যান্ড অ্যাকনলেজমেন্ট পাঠ করেন নির্জলা প্রিয়দর্শিনী। এরপর উপস্থাপন করা হয় বিভিন্ন পর্যায়ের শুভেচ্ছা বার্তা। কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নির পাঠানো শুভেচ্ছা বার্তাটি পাঠ করেন জাহরা চৌধুরী।

ফেস্টিভ্যালের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের জন্য মঞ্চে আমন্ত্রণ জানানো হয় সাপ্তাহিক বাংলামেইলের সম্পাদক, এনআরবি টিভির সিইও এবং বাংলাদেশ ফেস্টিভ্যালের প্রতিষ্ঠাতা কনভেনর শহিদুল ইসলাম মিন্টু, টরন্টোয় নিযুক্ত বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল এমডি শাহ আলম খোকনসহ সম্মানিত অতিথিদের। কনসাল জেনারেলের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে আয়োজনের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। পরে অতিথিরা একে একে তাঁদের শুভেচ্ছা বক্তব্যে বাংলা সংস্কৃতি বিকাশে আয়োজকদের ভূমিকার প্রশংসা করেন।

ফেস্টিভ্যালের সাংস্কৃতিক পর্ব শুরু হয় নৃত্যকলা কেন্দ্রের দৃষ্টিনন্দন পরিবেশনায়। কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা বিপ্লব কর ও দীপশিখা কর এবং বিভিন্ন বয়সের ক্ষুদে ও তরুণ নৃত্যশিল্পীদের অংশগ্রহণে মিলনায়তনে ছড়িয়ে পড়ে বাংলাদেশের শিল্পঐতিহ্যের আবহ। তাঁদের নৃত্যে ছিল ছন্দের শৃঙ্খলা, রুচির পরিমিতি এবং প্রবাসে বেড়ে ওঠা প্রজন্মের মধ্যে বাংলা সংস্কৃতিকে জাগিয়ে রাখার আন্তরিক প্রয়াস।

বাংলাদেশ ফেস্টিভ্যাল প্রতি বছর বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মান জানিয়ে থাকে। সেই ধারাবাহিকতায় এবারের আয়োজনে সম্মাননা জানানো হয় বীর মুক্তিযোদ্ধা আইভেন ডি রোজারিওকে। "এক সাগর রক্তের বিনিময়ে" গানের সঙ্গে উপস্থিত দর্শক দাঁড়িয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা জানান। মুহূর্তটি ছিল আবেগময় ও মর্যাদাপূর্ণ। প্রবাসের মঞ্চে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি এভাবেই নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে যায় শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা ও ইতিহাসের অনুভবে।

এরপর টরন্টোর গুণী সংগীতশিল্পীরা মঞ্চে পরিবেশন করেন একের পর এক গান। সংগীত পরিবেশনায় ছিলেন মাসুদ আহমেদ, টিটো আহমেদ, এমরান হোসেন সুমন, ফারহানা লিমা, তাসমিনা খান ও শমিত বড়ুয়া। প্রতি বছর বিশেষ অবদানের জন্য বাংলাদেশ ফেস্টিভ্যালে এনআরবি অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। এ বছর সংগীত শাখায় এ সম্মাননা লাভ করেন শমিত বড়ুয়া। তাঁর হাতে অ্যাওয়ার্ড তুলে দিয়ে প্রবাসে বাংলা গানের চর্চা ও অবদানের প্রতি সম্মান জানানো হয়।

স্থানীয় শিল্পীদের সংগীত পরিবেশনার পাশাপাশি নৃত্যও ছিল সাংস্কৃতিক পর্বের অন্যতম আকর্ষণ। গুণী নৃত্যশিল্পী নাহিদ নাসরিন নয়নের পরিবেশনা এবং চিত্র দাস ও চারুশি সেনের যুগল নৃত্য দর্শকদের প্রশংসা কুড়ায়। সংগীত, নৃত্য, মুক্তিযোদ্ধা সম্মাননা এবং এনআরবি অ্যাওয়ার্ড মিলিয়ে আয়োজনের প্রথম পর্বটি হয়ে ওঠে বৈচিত্র্যময় ও পরিপূর্ণ।

এবারের বাংলাদেশ ফেস্টিভ্যালে যুক্ত হয় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। প্রথমবারের মতো শুরু হয় "বাংলামেইল কবি ইকবাল হাসান সাহিত্য পুরস্কার ২০২৬"। বিশিষ্ট জুরিবোর্ডের সিদ্ধান্তে কানাডার ভ্যাঙ্কুভার নিবাসী কবি, কথাসাহিত্যিক, অনুবাদক ও সম্পাদক শাহানা আকতার মহুয়াকে এ পুরস্কারের জন্য নির্বাচন করা হয়। এক হাজার ডলারের চেক ও পুরস্কার প্রদানের জন্য মঞ্চে আসেন পয়েট লরিয়েট লিলিয়ান অ্যালেন। প্রবাসে বাংলা সাহিত্যচর্চাকে উৎসাহিত করার এই উদ্যোগ বাংলাদেশ ফেস্টিভ্যালের সাংস্কৃতিক পরিসরকে আরও সমৃদ্ধ করেছে।

আয়োজনের বিভিন্ন পর্যায়ে সম্মানিত পৃষ্ঠপোষকদের হাতে ক্রেস্ট তুলে দিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। বরাবরের মতো এবারের ফেস্টিভ্যালেও মূলধারার রাজনৈতিক নেতৃত্বের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি ছিল। টরন্টোর মেয়র অলিভিয়া চাও মঞ্চে এসে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন ডলি বেগম এমপি, সালমা জাহিদ এমপি, অন্টারিওর অফিসিয়াল অপজিশন লিডার ম্যারিট স্টাইলস এমপিপি, আন্দ্রেয়া হ্যাজেল এমপিপি, ডেভিড স্মিথ এমপিপি, ক্রিস্টিন ওং ট্যাম এমপিপি, টরন্টো সিটি কাউন্সিলর ব্র্যাড ব্র্যাডফোর্ড ও পার্থি কান্দাভেল। শুভেচ্ছা বক্তব্যের পর তাঁরা আয়োজনে যুক্ত সম্মানিত পৃষ্ঠপোষকদের হাতে ক্রেস্ট তুলে দেন।

এরপর মঞ্চে আসেন জনপ্রিয় সংগীত তারকা আরজিন কামাল। তিনি একাধারে গীতিকার, সুরকার ও শিল্পী। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য এবং কানাডার নানা শহরে তিনি বাংলা গানকে ভিন্ন ভাষাভাষী শ্রোতাদের কাছেও পৌঁছে দিয়েছেন। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে একাধিক চলচ্চিত্রেও তিনি কণ্ঠ দিয়েছেন। টরন্টো প্যাভিলিয়নের মঞ্চে তাঁর পরিবেশনায় দর্শক মুগ্ধ হয়ে ওঠেন। মৌলিক গান, সুরের বৈচিত্র্য এবং প্রাণবন্ত উপস্থাপনায় তিনি প্রায় এক ঘণ্টা ধরে শ্রোতাদের আবিষ্ট করে রাখেন।

এরপর মঞ্চে আসেন তরুণ প্রজন্মের জনপ্রিয় শিল্পী মুজা। মাত্র পাঁচ বছর বয়সে পরিবারের সঙ্গে নিউইয়র্কে পাড়ি জমান তিনি। বিদেশে বেড়ে উঠলেও বাংলা গানের প্রতি ভালোবাসা তাঁকে ফিরিয়ে আনে ভাষা ও সুরের কাছে। বাংলা গানের পুরোনো ধারা, আঞ্চলিক সুর এবং আধুনিক উপস্থাপনাকে নতুনভাবে তুলে ধরার মাধ্যমে তিনি ইতিমধ্যে বাংলাদেশ ও প্রবাসে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। মঞ্চে তাঁর উপস্থিতি দর্শকদের মধ্যে উচ্ছ্বাস তৈরি করে। পরিচিত গানের সুরে শ্রোতারা কণ্ঠ মেলান। সিলেটি আঞ্চলিক গান ও আধুনিক সংগীতের মিশেলে তিনি জয় করে নেন ভক্তদের হৃদয়।

পুরো অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন টরন্টোর দুই পরিচিত ও প্রিয় মুখ মাহবুব ওসমানী এবং অজন্তা চৌধুরী। তাঁদের সাবলীল উপস্থাপনা অনুষ্ঠানের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

উচ্ছ্বাস, কৃতজ্ঞতা ও আগামী দিনের প্রত্যাশা নিয়ে প্রায় মধ্যরাতে শেষ হয় ৯ম বাংলাদেশ ফেস্টিভ্যাল। বৈচিত্র্যময় অনুষ্ঠান উপভোগ শেষে টরন্টো প্যাভিলিয়ন থেকে বেরিয়ে আসা মানুষের মুখে ছিল আয়োজনের রেশ। কেবল গান, নৃত্য, সাহিত্য, সম্মাননা এবং তারুণ্যের অংশগ্রহণ নয়, বাংলাদেশ ফেস্টিভ্যাল মানুষের মিলিত হওয়ার, একসঙ্গে কিছু সময় কাটানোর এবং সংস্কৃতিকে ঘিরে আনন্দ ভাগ করে নেওয়ার এক উৎসবমুখর উপলক্ষ হয়ে উঠেছে। আগামী বছর বাংলাদেশ ফেস্টিভ্যাল দশম বছরে পা দেবে। আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আরও নতুন ভাবনা ও সমৃদ্ধ পরিকল্পনা নিয়ে শিগগিরই ঘোষণা করা হবে পরবর্তী আয়োজনের তারিখ, স্থান ও শিল্পীদের নাম। নজরুল ইসলাম মিন্টু টরন্টো থেকে প্রকাশিত দেশেবিদেশে পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক এবং দেশেবিদেশে টিভির নির্বাহী পরিচালক ।

যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার ৫০ শহরে মুক্তি পাচ্ছে মেজবাউর রহমান সুমনের চলচ্চিত্র "রইদ'

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশে দর্শকদের ইতিবাচক সাড়া পাওয়ার পর এবার যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার প্রায় ৫০টি শহরে মুক্তি পেতে যাচ্ছে মেজবাউর রহমান সুমনের চলচ্চিত্র 'রইদ'। জুন মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে বায়োস্কপ ফিল্মসের পরিবেশনায় ছবিটি উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন শহরে প্রদর্শিত হবে।

'হাওয়া'র ব্যাপক সাফল্যের পর দীর্ঘ বিরতি শেষে নির্মাতা মেজবাউর রহমান সুমনের দ্বিতীয় চলচ্চিত্র 'রইদ' সম্প্রতি দেশের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায়। মুক্তির পর থেকেই সিনেমাপ্রেমী দর্শকদের মধ্যে ছবিটি নিয়ে আলোচনা তৈরি হয়েছে। বাংলা চলচ্চিত্রের আন্তর্জাতিক পরিবেশক হিসেবে পরিচিত বায়োস্কপ ফিল্মসের এটি ৫৫তম পরিবেশনা। প্রতিষ্ঠানটির কর্ণধার রাজ হামিদ উল্লেখ করেন, গত কয়েক বছরে প্রবাসী দর্শকদের মধ্যে বাংলা চলচ্চিত্রের জন্য একটি শক্ত দর্শকগোষ্ঠী তৈরি হয়েছে। তাঁর ভাষ্য, বায়োস্কপ ফিল্মস 'রইদ'কে তাদের ৫৫তম পরিবেশনা হিসেবে বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরছে এবং ছবিটিকে অস্কার কোয়ালিফাইং রাউন্ডে জমা দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সব শর্ত পূরণের চেষ্টা করছে।- প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

নিউ ইয়র্কে বিশ্বকাপ ফুটবল উন্মাদনা

৫৪ পৃষ্ঠার পর

জিয়ান্নি ইনফান্তিনো, নিউইয়র্ক-নিউ জার্সি আয়োজক কমিটি, গ্লোবাল সিটিজেন এবং সেন্ট্রাল পার্ক কনজারভেন্সির যৌথ উদ্যোগে এই প্রদর্শনীর কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

আয়োজকদের প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী, সেন্ট্রাল পার্কের উন্মুক্ত প্রান্তরে তিনটি বড় এলইডি স্ক্রিন স্থাপন করা হবে, যেখানে হাজারো ফুটবলপ্রেমী একসঙ্গে বিশ্বকাপের ফাইনাল উপভোগ করতে পারবেন। এই প্রদর্শনীকে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ বিনামূল্যের বিশ্বকাপ ফাইনাল "ভিউয়িং ইভেন্ট" হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

ফাইনাল খেলা দেখার জন্য কোনো টিকিট ফি লাগবে না। তবে দর্শকদের জন্য লটারিভিত্তিক নিবন্ধন প্রক্রিয়া চালু করা হবে।

১১ জুন সকাল ১০টা থেকে নিবন্ধন শুরু হয়ে ১৬ জুলাই পর্যন্ত চলবে। মোট টিকিটের ২০ শতাংশ স্থানীয় অলাভজনক সংস্থা এবং নিউইয়র্ক সিটি সার্ভিসের স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

অনুষ্ঠানস্থলের প্রবেশদ্বার দুপুর ১২টায় খুলে দেওয়া হবে এবং বিশ্বকাপ ফাইনাল ম্যাচ শুরু হবে বিকেল ৩টায়। খেলা ছাড়াও সাংস্কৃতিক পরিবেশনা, স্থানীয় খাবারের স্টল এবং বিভিন্ন গণমাধ্যম ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি থাকবে।

এছাড়া 'ফিফা অ্যারেনা' নামে একটি অস্থায়ী ক্ষুদ্র ফুটবল মাঠও চালু করা হয়েছে, যা ১০ জুন থেকে ১৮ জুলাই পর্যন্ত সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে। এখানে বিনামূল্যে ফুটবল প্রশিক্ষণ, কমিউনিটি টুর্নামেন্ট এবং সব বয়সী মানুষের অংশগ্রহণের সুযোগ থাকবে।

নিউ ইয়র্ক সিটি মেয়র মামদানি বলেন, বিশ্বকাপ শুধু উচ্চমূল্যের টিকিটধারীদের জন্য নয়, বরং পুরো সিটির মানুষের জন্য একটি উৎসব। তার ভাষায়, নিউ ইয়র্ক সিটি
র কর্মজীবী ও মধ্যবিত্ত নাগরিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য।

নিউ ইয়র্ক স্টেট গভর্নর হোকুল বলেন, বিশ্বকাপের ম্যাচ সরাসরি মাঠে বসে দেখা সবার জন্য সম্ভব নয়। তবে সেন্ট্রাল পার্কের এই আয়োজনের মাধ্যমে লাখো মানুষ একসঙ্গে ফুটবল উন্মাদনা ভাগ করে নেওয়ার সুযোগ পাবেন। ফাইনাল খেলা দেখার এই প্রকল্প বাস্তবায়নে নিউইয়র্ক স্টেট গভর্নমেন্ট ৬ মিলিয়ন ডলার এবং নিউইয়র্ক সিটি গভর্নমেন্ট ৩ দশমিক ৫ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করছে।

বিশ্বকাপ ফুটবল ২০২৬ ঘিরে নিউইয়র্ক সিটি ইতোমধ্যেই বৈশ্বিক নজর কাড়ছে। সেন্ট্রাল পার্কের এই আয়োজনকে শুধু ম্যাচ প্রদর্শনী নয়, বরং বৈচিত্র্য, সম্প্রীতি ও নগর সংস্কৃতির এক বৃহৎ জনউৎসব হিসেবে দেখা হচ্ছে।

আবুল কাহের চৌধুরী শামীমকে নিউ ইয়র্কে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার পক্ষ থেকে সংবর্ধনা প্রদান

পরিচয় ডেস্ক: জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক এর উদ্যোগে সিলেট জেলা সিলেট জেলা পরিষদের প্রশাসক আবুল কাহের চৌধুরী শামীমকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

গত ৩১ মে রবিবার দুপুরে ওজোনে পার্ক মোম'স পাটি হলে এতে অংশগ্রহণ করেন সিলেট বিভাগের বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ সহ অন্যান্য এলাকার বিপুল পরিমাণ প্রবাসী বাংলাদেশীরা।

সভায় সভাপতিত্ব করেন জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনকের সভাপতি বদরুল খান এবং সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সাধারন সম্পাদক রোকন হাকিমের পরিচালনায় মঞ্চে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক এর বোর্ড অফ ট্রাস্ট্রি ছদরুন নূর, বাংলাদেশ সোসাইটির বোর্ড অফ ট্রাস্টীর সদস্য আজিমুর রহমান বুরহান, ও ফকরুল ইসলাম দেলোয়ার, জালালাবাদ এসোসিয়েশন এর সাবেক বোর্ড অফ ট্রাস্ট্রি এডভোকেট নাসির উদ্দিন, মকবুল রাহিম চুনই, সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার সালেহ আহমেদ চৌধুরী, বাংলাদেশ সোসাইটি প্রধান নির্বাচন কমিশনার আবু নাসের প্রমুখ!

অনুষ্ঠানের শুরুতেই পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত

দোয়া করেন সংগঠনের সাবেক সহ সভাপতি মাওলানা সাইফুল আলম সিদ্দিকী। এ সময়ের স্বাগত বক্তব্য রাখেন জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার কোষাধাক্ষ মুহাম্মদ আলিম, শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সহ-সভাপতি মোঃ শফিউদ্দিন তালুকদার, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ আতিকুল হক আহাদ, সিলেট সদরের বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ মাহবুব রহমান চৌধুরী, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মানিক আহমেদ, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট খলিলুর রহমান, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সদস্য মোঃ দেলোয়ার হোসেন মানকি প্রমুখ।

এ সময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক এর সাবেক সহ সভাপতি সাব্বির হোসেন, লাখাই ইউনিয়নের চেয়ারম্যান তাজুল ইসলাম তালুকদার, চেয়ারম্যান লিয়াকত আলী, হবিগঞ্জ জেলা কল্যাণ সদস্য কবি আবু তাহের, বাংলাদেশ সোসাইটির প্রচার ও গণসংযুগ সম্পাদক রিজু মোহাম্মদ, ও সদস্য হাসান খান, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মিসবা আবিদীন, ছমির উদ্দিন, গওহর চৌধুরী কিনু, বিনানিবাজার সমিতির প্রদান নির্বাচন কমিশনার আজিজুর রহমান পাখি, মোঃ শামসুল আলম, শাহ স্বপন, আব্দুস শহীদ, মাহবুব আহমেদ, আজিজুর আয়াস, মুক্তাদির মুহাম্মদ, এমডি আব্দুর রাহিম, মাহবুব রাশিদ, মহম্মদ মাহতাব উদ্দিন, এস খান, আহমেদ মুস্তাফা বেলাল, এমডি হারুন রাশিদ, আব্দুল আহাদ হেলাল, আজাদ আবুল, আবুদল হান্নান প্রমুখ

সভায় উপস্থিত সিলেট বিভাগের ৩০ লাখ প্রবাসীদের বিভিন্ন গুরুত্যপূর্ণ দাবি তুলে হয়, প্রবাসীদের জন্য সহজ ও কার্যকর ভোটাধিকার নিশ্চিত করা এবং নিবন্ধন প্রক্রিয়ার জটিলতা দূর করা। সিলেট অঞ্চলের উন্নয়নে বৈষম্য দূর করে অবকাঠামো ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রকল্প বৃদ্ধি করা। প্রবাসীদের জন্য নিরাপদ ও আধুনিক

আবাসন ব্যবস্থা, যেমন 'প্রবাসী পল্লি' বা বিশেষ আবাসন প্রকল্প গড়ে তোলা। বিদেশফেরত ও কর্মস্থলে যেতে না পারা প্রবাসীদের জন্য সহায়তা, বিমান যোগাযোগ সহজ করা এবং প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা। ওসমানী এয়ারপোর্ট এর আধুনিকীকরণ, আন্তর্জাতিক ফ্লাইট বৃদ্ধি এবং যাত্রীসেবার উন্নয়ন। সিলেটের প্রবাসীদের দাবি হলো ওসমানী বিমানবন্দরের উন্নয়ন, বিমানের আন্তর্জাতিক ফ্লাইট বৃদ্ধি, সিলেটের গ্যাসে স্থানীয়দের অধিকার এবং বন্যা সমস্যার স্থায়ী সমাধান।

সংগঠনের সভাপতি বদরুল হোসেন খান অনুষ্ঠানের উপস্থিত হওয়ার জন্য আমন্ত্রিত অতিথি সহ সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রোকন হাকিম সকল জানালাবাদবাসী এবং উপস্থিত সকল অতিথিবৃন্দকে উপস্থিত হওয়ার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং অনুষ্ঠানের কোন ধরনের ভুল ত্রুটি হলে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য সকলের প্রতি আবেদন করেন।

এ সময় আমন্ত্রিত দুই অতীতের হাতে সংগঠনের পক্ষ থেকে সম্মাননা স্মারক তুলে দেন সংগঠনের কর্মকর্তা সহ উপস্থিত অতিথিবৃন্দ। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

তোফায়েল আহমেদকে বাঙালি জাতি চিরদিন শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে - নিউইয়র্কে শোক সভায় বক্তারা

পরিচয় ডেস্ক: রাজনীতির বরপুত্র, জাতীয় বীর ও মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক তোফায়েল আহমেদের মৃত্যুতে গত ৬ই জুন শনিবার সন্ধ্যায় সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত স্মৃতি সংসদ আয়োজিত নিউইয়র্কের ব্রঙ্কসের এশিয়ান ড্রাইভিং স্কুল মিলনায়তনে এক শোক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি রুহেল চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক সুব্রত তালুকদারের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি ছিলেন জাতীয় প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি ও সাবেক এমপি ফরিদা ইয়াসমিন, প্রধান বক্তা ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম আমিন, বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রহিম বাদশা,বীরমুক্তিযোদ্ধা তোফায়েল আহমেদ চৌধুরী, ফোবানা'র চেয়ারম্যান ও যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদের সহ-সভাপতি জাকারিয়া চৌধুরী, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা ও ফোবানার উপদেষ্টা চেয়ারম্যান হাকিকুল

ইসলাম খোকন, বঙ্গবন্ধু পরিষদ নিউইয়র্ক চ্যাপ্টারের সভাপতি সাখাওয়াত আলী।

সভায় স্বাগতিক বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গমাতা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক সিরাজ উদ্দিন আহমেদ সোহাগ, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ নিউইয়র্ক স্টেট কমান্ডার মনজুর আহমদ,ডেপুটি কমান্ডার আবু জাফর, মদনমোহন কলেজ ছাত্র সংসদের সাবেক ভিপি এডভোকেট শেখ মখলু মিয়া,যুক্তরাষ্ট্র জাসদের সাধারণ সম্পাদক নুরুল আলম জিকু, হাজী আনোয়ার হোসেন লিটন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ছালেহা ইসলাম, মৌলভীবাজার জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সোহান আহমেদ টুটুল, সিলেট মহানগর আওয়ামী লীগ নেতা হেলাল আহমেদ,নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক শেখ শফিকুর রহমান,যুবলীগ নেতা শেখ জামাল হোসেন, রেজা আব্দুল্লাহ, নুরুল ইসলাম, সাদিকুর রহমান, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ নেতা শ্যামল চন্দ্র চন্দ,হাবিবুর রহমান কামাল, আব্দুল গাফফার চৌধুরী খসরু, কবি সুধাংশু রঞ্জন মন্ডল,বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রঙ্কসের সভাপতি শামীম আহমেদ,সাধারণ সম্পাদক শেখ অলি আহাদ,যুবলীগ নেতা ছাদেকুর রহমান, জহিরুল ইসলাম প্রমুখ।

প্রধান অতিথি ফরিদা ইয়াসমিন বলেন বাংলাদেশের ইতিহাসের পাতায় পাতায় তোফায়েল আহমেদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। বাংলাদেশের প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনে তার অবদান অনস্বীকার্য। বাঙালি জাতি চিরদিন তাকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে।

প্রধান বক্তা আমিনুল ইসলাম বলেন জাতীয় নেতা তোফায়েল আহমেদ জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমানকে বঙ্গবন্ধু খেতাব দিয়েছিলেন।বাংলাদেশের স্বাধীনতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান,তোফায়েল আহমেদ অবিচ্ছেদ অংশে পরিণত হয়েছেন।

সভায় বক্তারা জাতীয় নেতা মরহুম তোফায়েল আহমেদের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

তাঁরা বলেন বাংলাদেশ যতদিন থাকবে জাতীয় বীর তোফায়েল আহমেদ জাতির কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

- প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

আটলান্টিক সিটিতে জিয়াউর রহমানের শাহাদাত বার্ষিকী পালিত

পরিচয় ডেস্ক: নিউ জার্সি স্টেটের আটলান্টিক সিটিতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) প্রতিষ্ঠাতা ও শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ৪৫তম শাহাদাত বার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে।

গত ৩ জুন,বুধবার রাতে নিউ জার্সি ষ্টেট সাউথ বিএনপির উদ্যোগে বাংলাদেশ কমিউনিটি সেন্টারে এ উপলক্ষে এক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন গিয়াসউদদীন পাঠান ।

সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মোঃ দিদার এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক রহমান বাবুল এর সঞ্চালণায় সভায় বক্তব্য রাখেন প্রধান উপদেষ্টা জহিরুল ইসলাম বাবুল, সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ সাখাওয়াত হোসেন, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক নাজমুল হাসান ফুয়াদ, যুগ্ম সম্পাদক ইসমাইল হোসেন, প্রচার সম্পাদক সেরুজ্জামান সজল, সদস্য ইকবাল হোসাইন, রফিকুল ইসলাম, জিয়া, হেলাল হাসান , বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা সাঈদ হাসান, ইয়াসির পাটোয়ারী প্রমুখ ।

আলোচকরা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবন, জাতীয়তাবাদী দর্শন এবং দেশের উন্নয়ন ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় তার অবদানের বিভিন্ন দিক গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন।আলোচনা সভা শেষে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। মোনাজাতে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান, দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও আরাফাত রহমান কোকোর আত্মার মাগফিরাত কামনা করা হয়। একই সাথে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে বিশেষ প্রার্থনা করা হয়।

দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন গিয়াসউদদীন পাঠান।

- আটলান্টিক সিটি থেকে সুব্রত চৌধুরী প্রেরিত

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে

১২ পৃষ্ঠার পর

পরীক্ষামূলক প্রয়োগও করা হয়েছে। টিকাটি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে, যা সব ধরনের করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে কাজ করবে। এর মধ্যে করোনার সব ধরনের পাশাপাশি পশুপাখির শরীরে থাকা সেসব ভাইরাসও রয়েছে, যা মানুষের মধ্যে ভবিষ্যতে মহামারি ছড়াতে পারে। গবেষণাটি এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে, তবে কেমব্রিজের গবেষক দলটি এআইয়ের মাধ্যমে ইনফ্লুয়েঞ্জা ও ইবোলার জন্য আলাদা টিকা তৈরির কাজ শুরু করেছে।

যেভাবে কাজ করে

টিকা মূলত আমাদের শরীরকে রোগজীবাণু চিনতে শেখায়। এর ফলে শরীর সহজে ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারে, তবে কিছু ভাইরাস দ্রুত তাদের রূপ বদলাতে পারে। একে মিউটেশন বা রূপান্তর বলা হয়। রূপ বদলানোর কারণে আগে টিকা দেওয়া থাকলেও তা দ্রুত কার্যকারিতা হারায়। এ কারণে করোনা ও শীতকালীন ফ্লুর টিকা নিয়মিত হালনাগাদ করতে হয়।

জোনাথন হিনি, অধ্যাপক, কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়

কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জোনাথন হিনি বলেন, 'আমরা সব সময় ভাইরাসের চেয়ে পিছিয়ে থাকি। আমাদের লক্ষ্য হলো ভাইরাসের চেয়ে এক ধাপ এগিয়ে থাকা।'

বাংলাদেশী কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের সাথে গ্রেস মেং'র মতবিনিময়

আগামী নির্বাচনেও তাকে জয়ী করার প্রতিশ্রুতি

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসের ডেমোক্র্যাট দলের অন্যতম প্রভাবশালী সদস্য গ্রেস মেং আবারো নির্বাচনে প্রার্থী হচ্ছেন। আগামী ২৩ জুন নির্ধারিত ডেমোক্র্যাট প্রাইমারী নির্বাচন ঘিরে তার সভা-সমাবেশের অংশ হিসেবে গত শনিবার (৬ জুন) অপরাহ্নে গ্রেস মেং বাংলাদেশী কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করেন।

মূলধারার রাজনীতিক ও কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্টজ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ও বর্তমান প্রেসিডেন্ট ফখরুল ইসলাম দেলোয়ারের উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে গ্রেস মেং নিজেকে বাংলাদেশী কমিউনিটির বন্ধু ও পরিবারের সদস্য হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি অতীতের মতো আগামী নির্বাচনেও বাংলাদেশী-আমেরিকানদের সমর্থন ও ভোট কামনা করে তার নির্বাচনী এজেন্ডার কথা তুলে ধরেন এবং বাংলাদেশী কমিউনিটির জন্য সিনিয়র সেন্টার প্রতিষ্ঠাসহ অন্যান্য সমস্যার সমাধানের উদ্যোগের কথা জানান।

এসময় অনুষ্ঠানে উপস্থিত কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ আগামী নির্বাচনে তাকে সমর্থন এবং তার পক্ষে কাজ করার প্রতিশ্রুতির কথা জানান। উল্লেখ্য, নিউইয়র্ক সিটির কুইন্সে ১৯৭৫ সালে জন্মগ্রহণকারী গ্রেস মেং ইউএস কংগ্রেসের

নিউইয়র্কের কংগ্রেসনাল ডিষ্ট্রিক্ট-৬ থেকে একাধিকবার কংগ্রেস সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। আগামী ২৩ জুন মঙ্গলবার অনুষ্ঠিতব্য ডেমোক্র্যাট দলীয় প্রাইমারী নির্বাচনে তিনি পুনরায় প্রার্থী। এই নির্বাচনের আগাম ভোট গ্রহণ চলবে ১৩ জুন থেকে ২১ জুন পর্যন্ত। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইসলামিক টিভির মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ। এর আগে কংগ্রেসওম্যান গ্রেস মেং'র পুনরায় নির্বাচন বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন তার ক্যাম্পেইন ম্যানেজার হ্যারী ব্রুসের। পরবর্তীতে ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার বাংলাদেশী কমিউনিটির সাথে গ্রেস মেং এর সম্পর্ক ও কর্মকান্ডের কথা তুলে ধরেন এবং অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে প্রবীণ ডেমোক্র্যাট দলীয় লীডার মোর্শেদ আলম, কুইন্স ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ডিষ্ট্রিক্ট লীডার এট লার্জ এটর্নী মঈন চৌধুরী, বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, সহ সভাপতি কামরুজ্জামান কামরুল, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির উপদেষ্টা সালেহ আহমেদ, ডেমোক্র্যাট দলীয় লীডার ড. দিলীপ নাথ, মূলধারার রাজনীতিক চৌহান, এনআরবি বাংলাদেশ-এর চেয়ারপার্সন শেকিল চৌধুরী, নিউইয়র্ক ষ্টেট অ্যাসেম্বলী ডিস্ট্রিক্ট-৩২ এর ডেমোক্র্যাট দলীয় আগামী প্রাইমারী নির্বাচনে প্রার্থী মোহাম্মদ মোল্লা সানি সহ আরো অনেকে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানে বক্তারা কংগ্রেসওম্যান গ্রেস মেং-কে বাংলাদেশী কমিউনিটির দীর্ঘদিনের বন্ধু হিসেবে উল্লেখ করেন এবং আগামী নির্বাচনেও তার পক্ষে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দেন। বক্তারা বলেন, গ্রেস মেং বাংলাদেশী কমিউনিটির একজন হিসেবেই তাকে আমরা চিনি এবং জানি। কমিউনিটির যেকোন অনুষ্ঠানে তার উপস্থিতি ও সহযোগিতা তাই প্রমান করে।

সবশেষে জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির পক্ষ থেকে কংগ্রেসওম্যান গ্রেস মেং-কে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে উল্লেখযোগ্য কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের মধ্যে বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ফখরুল আলম, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির উপদেষ্টা এবিএম সালাহউদ্দিন আহমদ, সাবেক সভাপতি বিলাল চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক এনায়েত মুন্সী, সাবেক সাধারণ সম্পাদক সেবুল মিয়া, ইউএস বাংলাদেশ চেম্বার এন্ড কমার্স-এর প্রেসিডেন্ট লিটন আহমেদ, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস
সোসাইটির প্রচার ও জনসংযোগ সম্পাদক সাইদুল ইসলাম রিয়াদ, কার্যকরী সদস্য নওশাদ হায়দার, রিমি ভূইয়া প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। খবর ও ছবি ইউএনএ'র।

জমজমাট আয়োজনে 'আব্দুল আলীম স্মৃতি পরিষদ যুক্তরাষ্ট্র'র আত্মপ্রকাশ

পরিচয় ডেস্ক : বাংলাদেশের লোক সঙ্গীত সম্রাট আব্দুল আলীম স্মরণে আয়োজিত লোক সঙ্গীতানুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে নিউইয়র্কে আত্মপ্রকাশ করলো নতুন সংগঠন 'আব্দুল আলীম স্মৃতি পরিষদ যুক্তরাষ্ট্র'। এ উপলক্ষ্যে গত রোববার (৩১ মে) সন্ধ্যায় সিটির জ□্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউ-এর একটি মিলনায়তনে জমজমাট অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সংগঠনের কর্মকর্তাদের দাবী মরহুম আব্দুল আলীম বাংলাদেশের সঙ্গীত জগতের অনন্য ব্যক্তিত্ব। তাঁর গান ও জীবন কর্ম প্রবাসীসহ বাংলাদেশী-আমেরিকান নতুন প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে 'আব্দুল আলীম স্মৃতি পরিষদ যুক্তরাষ্ট্র' গঠন করা হয়েছে।

'আব্দুল আলীম স্মৃতি পরিষদ যুক্তরাষ্ট্র'-এর সভাপতি বেলাল আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, শাহ নেওয়াজ গ্রুপের কর্ণধার লায়ন শাহ নেওয়াজ। বিশেষ অতিথি ছিলেন গোল্ডেন এজ হোম কেয়ারের ভাইস প্রেসিডেন্ট ও সঙ্গীত শিল্পী রানো নেওয়াজ। বিশিষ্ট আবৃত্তি শিল্পী ও কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট আহসান হাবীবের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মরহুম আব্দুল আলীম কন্যা জোহরা আলীম নুপুর শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত শিল্পী জোহরা আলীম নুপুর ও শিমুল খান সঙ্গীত পরিবেশন করেন। এসময় জোহরা আলীম নুপুর তার বাবা আব্দুল আলীম এবং শিমুল খান তার মা জনপ্রিয় শিল্পী দিলরুবা খানের স্মৃতিচারণ করেন। শিল্পীদ্বয়ের গান উপস্থিত দর্শক-শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। বিশেষ করে আব্দুল আলীমের জনপ্রিয় গানগুলো শ্রোতাদের নষ্টালজিক করে তুলে। মিলনায়তন ভর্তি বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী অনুষ্ঠানটি উপভোগ করেন। খবর ইউএনএ'র।

পরিচয় PARICHOY PUBLISHED FROM NEW YORK
শেষের পাতা
Issue 1684
Saturday, June 06, 2026

নিউইয়র্ক সিটিতে “আইস” এর বড় অভিযান চালানোর হুমকি

‘আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি এজেন্ট পাঠানোর ঘোষণা

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত আইন প্রয়োগকারী সংস্থা আইস (ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট)-এর ব্যাপক অভিযান চালানোর হুমকি দিয়েছেন ট্রাম্প প্রশাসনের সীমান্তবিষয়ক প্রধান কর্মকর্তা টম হোম্যান। তিনি বলেছেন, নিউইয়র্ক সিটিতে এমন সংখ্যক আইসিই এজেন্ট মোতায়েন করা হবে যা এর আগে কখনও দেখা যায়নি।

গত সোমবার ৮ জুন সোমবার ফক্স নিউজের ‘ফক্স অ্যান্ড ফ্রেন্ডস’ অনুষ্ঠানে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে টম হোম্যান এ মন্তব্য করেন। তিনি বলেন,

নিউইয়র্ক স্টেট গভর্নর ক্যাথি হখুল সম্প্রতি নিউ ইয়র্ক স্টেটে যে ইমিগ্রেশন -সংক্রান্ত আইন পরিবর্তন অনুমোদন করেছেন, তার প্রতিক্রিয়াতেই এই পদক্ষেপ নেওয়ার পরিকল্পনা করা হচ্ছে।

টম হোম্যানের ভাষায়, “আমি গভর্নরক হোকুলকে আগেই বলেছিলাম, “নিউইয়র্ক সিটিতে আপনি আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি আইস দেখতে পাবেন। পরিকল্পনা প্রস্তুত হচ্ছে। ঠিক কবে তা হবে, এখনই বলছি না, তবে *বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা প্রার্থীদের সোশ্যাল মিডিয়া প্রোফাইল ‘পাবলিক’ রাখার নির্দেশ ঢাকাস্থ যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের ভিসার জন্য আবেদনকারী সব অনভিবাসী ভিসা প্রার্থীদের সব সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম প্রোফাইলের প্রাইভেসি সেটিংস পাবলিক (উন্মুক্ত) করার নির্দেশনা দিয়েছে ঢাকাস্থ যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস। সব অনভিবাসী ভিসা প্রার্থীদের উদ্দেশে শুক্রবার (৫ জুন) এই বার্তা দিয়েছে ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাস।

দূতাবাসের বার্তায় বলা হয়েছে, ২০২৬ সালের ৩০ মার্চ থেকে এ-৩, সি-৩ (গৃহকর্মী হলে), জি-৫, এইচ-৩ এবং তাদের নির্ভরশীল এইচ-৪, কে-১, কে-২, কে-৩, কিউ, আর-১, আর-২, এস, টি এবং ইউ ভিসার জন্য আবেদনকারী সব অনভিবাসী ভিসা প্রার্থীকে তাদের সব সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম প্রোফাইলের প্রাইভেসি সেটিংস পাবলিক বা উন্মুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের যোগ্যতা ও পরিচয় যাচাইয়ের জন্য প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া সহজ করতে এই নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে বলে বার্তায় উল্লেখ করা হয়েছে।

পর্যটন অর্থনীতি

যুক্তরাষ্ট্রকে টপকে শীর্ষস্থানের পথে চীন

পরিচয় ডেস্ক: পর্যটন অর্থনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রকে পেছনে ফেলে বিশ্বের শীর্ষ স্থান দখল করার পথে রয়েছে চীন। ওয়ার্ল্ড ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুরিজম কাউন্সিলের (ডব্লিউটিটিসি) নতুন এক *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

নিউ ইয়র্কে বিশ্বকাপ ফুটবল উন্মাদনা

সিটির সেন্ট্রাল পার্কে বিনামূল্যে ফাইনাল খেলা দেখার সুযোগ

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে ফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬-এর ফাইনাল ম্যাচ ঘিরে ৫০ হাজার দর্শকের জন্য গণ-প্রদর্শনীর আয়োজনের ঘোষণা দিয়েছে নিউইয়র্ক সিটি ও নিউইয়র্ক স্টেট প্রশাসন।

আগামী ১৯ জুলাই নিউ ইয়র্ক সিটির ম্যানহাটনের সেন্ট্রাল পার্কের গ্রেট লনে অনুষ্ঠিত হবে এই আয়োজন, যেখানে প্রায় ৫০ হাজার দর্শক একসঙ্গে বিনামূল্যে ফাইনাল ম্যাচ উপভোগ করতে পারবেন।

নিউইয়র্ক সিটির মেয়র জোহরান মামদানি, নিউইয়র্ক স্টেটের গভর্নর ক্যাথি হোকুল, ফিফার সভাপতি *বাকি অংশ ৫১ পৃষ্ঠায়*

৭০ বিলিয়ন ডলারের ইমিগ্রেশন এনফোর্সমেন্ট সংক্রান্ত বাজেট বিলে ট্রাম্পের স্বাক্ষর

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের ইমিগ্রেশন বিধি কঠোরভাবে কার্যকর করার বষয়টি নিশ্চিত করে ৭০ বিলিয়ন ডলারের একটি নতুন বাজেট বিলে স্বাক্ষর করেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড *বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়*

জন্মসূত্রে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব পাওয়ার উদ্দেশ্যে

“ভিজিটর” ভিসার অপব্যবহার ঠেকাতে বিভিন্ন দেশে অভিযান জোরদার করেছে যুক্তরাষ্ট্র

পরিচয় ডেস্ক: জন্মসূত্রে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব পাওয়ার উদ্দেশ্যে ভিজিটর ভিসার অপব্যবহার ঠেকাতে বিভিন্ন দেশে অভিযান জোরদার করেছে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর। ট্রাম্প প্রশাসনের ২য় মেয়াদের সময় থেকে কঠোর হওয়া এই অবস্থানের অংশ হিসেবে সম্প্রতি পশ্চিম আফ্রিকা, ইউরোপ ও উত্তর আফ্রিকায় একাধিক “বার্থ ট্যুরিজম” চক্র শনাক্ত ও বন্ধ করার দাবি করেছে যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট।

যুক্তরাষ্ট্র স্টেট ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তারা বলছে, শুধুমাত্র যুক্তরাষ্ট্রে সন্তান জন্ম দিয়ে শিশুকে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব পাইয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে কেউ ভিজিটর ভিসা ব্যবহার করতে পারবেন না। এ ধরনের কর্মকাণ্ডকে তারা যুক্তরাষ্ট্রের ইমিগ্রেশন *বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়*

সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তারের কয়েক ঘণ্টা পর তার সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের অভিযোগ

এনওয়াইপিডির এক পুলিশ কর্মকর্তা গ্রেপ্তার

পরিচয় ডেস্ক: সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তারের কয়েক ঘণ্টা পর তার সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের অভিযোগে এনওয়াইপিডির এক পুলিশ কর্মকর্তা গ্রেপ্তার হয়েছেন।

একজন নারীকে গ্রেপ্তারের মাত্র কয়েক ঘণ্টা পরই তাঁর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন এবং তদন্তাধীন মামলার শিকার দুজন ব্যক্তিকে আপত্তিকর বার্তা পাঠানোর অভিযোগে ১০ জুন বুধবার এক নিউ ইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টমেন্ট এর এনওয়াইপিডি (NYPD) পুলিশ কর্মকর্তাকে *বাকি অংশ ৪৭ পৃষ্ঠায়*

অ্যাসেম্বলীওম্যান জেনিফার রাজকুমারের উদ্যোগ

নিউইয়র্ক ষ্টেট থেকে প্রাপ্ত ৪৫ হাজার ডলার অনুদান পেল বাংলাদেশ সোসাইটি

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশীদের ‘আমব্রেলা সংগঠন’ হিসেবে পরিচিত বাংলাদেশ সোসাইটি একটি অরাজনৈতিক ও অলাভজনক সামাজিক সংগঠন হিসেবে নিউইয়র্ক ষ্টেট থেকে ৪৫ হাজার ডলার অনুদান পেয়েছে। অ্যাসেম্বলী ডিষ্ট্রিক্ট-৩৮ এর নির্বাচিত *বাকি অংশ ৪৭ পৃষ্ঠায়*